সন্তান-শিক্ষা।

কথোপকথনে নীতি বিষয়ক উপদেশ।

চীন-প্রদেশের ব্রিটিশ-বাণিজ্য-দূতের
এবং চীন-সাম্রাজ্যের কাষ্টম
বিভাগের ডাক্তার,

শ্রীরামলাল সরকার

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

১৩১২।

মূল্য কাগজের মলাট ১৷০; কাপড়ের মলাট ১৷৵০।

সূচী পত্র।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭পৃঃ তৃঃ প্যাঃ	
গিয়া যে জলে	গিয়া সে জলে।
৬পৃঃ ১ম প্যাঃ	
গায়ে পশুর	গাত্র পশুর
১৫পৃঃ ১ম প্যাঃ	
কিরণ বিধুদিগের	কিরণ ও বিধুদিগের
২১পৃঃ ৪র্থ প্যাঃ	
অনুরক্ত	অনুরক্তা
২২পৃঃ ১ম প্যাঃ	
মহদ্দৃষ্টানু	মহদ্দৃষ্টানুকরণ
৩২পৃঃ ১ম প্যাঃ	
ভ্রম বুঝিতে পারেন	ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।
২৩পৃঃ ৫ম প্যাঃ	
কর্ত্তব্যনিষ্ঠ	কর্ত্তব্যনিষ্ঠা
অসাধারণ বীর	অসাধারণ বীরত্ব।
২৩পৃঃ ৬ প্যাঃ	
প্রভৃতি	প্রভৃতির
৩৩পৃঃ ৩য় প্যাঃ	
গিয়া যদি অতিরিক্ত	গিয়া অতিরিক্ত
৪১পৃঃ ২য় প্যাঃ	
আসাম দেশের	আমাদিগের দেশের
৪২ পৃঃ শেষ প্যাঃ	
মনে করেন	মনে করেন না।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬ পৃঃ ৬ষ্ঠ প্যাঃ	
বিষ্ঠা, মাস ইত্যাদি	ঘাস ইত্যাদি
ঐ ৭ম	
দাঁতে ঘা হয়	মাড়িতে ঘা হয়
৫৭ পৃঃ শেষ পংক্তি	
ফরসীতে	ফুরসীতে
৫৮পৃঃ ২য় প্যাঃ	
ক্যাসথার	ক্যান্সার
৬৯পৃঃ ২য় প্যাঃ	
ভুবন জো৷৷তঃ	ভুবন জ্যোতি প্রভৃতি
৭৪পৃঃ ২য় প্যাঃ	
নবম এবং দশম পংক্তির দুইটী "এবং"	এই দুইটী "এবং" বাদ দেও।
৭৭পৃঃ ২য় প্যাঃ	
তাহাতেই অহঙ্কার এত বড় হইয়াছে	তাহাতেই এত অহঙ্কার হইয়াছে।
৯১পৃঃ ৬ষ্ঠ প্যাঃ	
জ্বর এবং ক্ষয়েও	জ্বর এবং ক্ষয় রোগ
৯৮পৃঃ ২য় প্যাঃ	
যেমন জলজন্তু প্রাণ ত্যাগ করিবে	যখন জলজন্তু সকল প্রাণ ত্যাগ করিবে।
১৪৭পৃঃ ৫ প্যাঃ	
এক জনের থাবার থাকিলে	এক জনের থাবার না থাকিলে
১৫৭পৃঃ ২য় প্যাঃ	
সেই সেই কথাবার্ত্তা	সেই সেই দিনের কথাবার্ত্তা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬০ প্রথম পংক্তি	
মহাপুণ্ডিতগণ	মহাপণ্ডিতাগণ
১৬০ পৃঃ ৩য় প্যাঃ	
স্ত্রীলোকদিগের অতি শোচনীয়	স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়
১৭৪পৃঃ ২০ প্যাঃ	
ঈর্ষা প্রকাশ	হর্ষ প্রকাশ
১৭৮পৃঃ শেষ প্যাঃ	
বড়টী	বউটী
১৭৯পৃঃ ৪ প্যাঃ	
ভেড়ার মত	ভেড়ার পালের মত
১৮১ পৃঃ ২য় প্যাঃ	
থামু থামু	থামু যামু
ঐ ঐ	
ক্ষী	নক্ষী
৮২ পৃঃ	
াগর	যাগরা
১৩ পৃঃ ১ম পংক্তি	
য়ু পূর্ণ	স্নায়ু শূল
৫ পৃঃ ৩য় প্যারা	
লর দিকে	ফুলের দিকে
৮ পৃঃ ৩য় পংক্তি	
চালিত	উক্ত রক্ত চালিত

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত মারাত্মক ভুল কয়েকটী পাঠকগণ
২ সংশোধন করিয়া লইবেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪১ পৃঃ ১৫ পুংক্তি	
খটিকা চূর্ণ ৫॥ তোলা	খটিকা চূর্ণ ৫॥ ছটাক (২৭॥ তোলা)
২৪৫ পৃঃ, ১ম পংক্তি	
যখন পুরিয়াতে মাত্র ৮ গ্রেণ।	যখন ৮ পুরিয়াতে মাত্র ২ গ্রেণ
২৪৫ পৃঃ ৭ম প্যাঃ	
এক কি দেড় রতি	এক কি দেড় গ্রেণ
২৫৩ পৃঃ ১ম প্যাঃ ৪র্থ পং	
ব্রোমাইড অবপটাশ্ নামক মিশ্রিত করিয়া দিলে	ব্রোমাইড অবপটাশ্ অল্প জলে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে
২৫৬ পৃঃ ১ম প্যাঃ ৭ম পুংক্তি	
তত কম হয় না	তত ফল হয় না।
২৬৮ পৃঃ ৭ম প্যাঃ	
দুধের সঙ্গে আধ বা এক ছটাক ক্যাষ্টার অয়েল	দুধের সঙ্গে আধ বা এক তোলা ক্যাষ্টার অয়েল

উৎসর্গ।

আমার পাঠ্য জীবনের কৃতাজ্ঞতা স্বরূপ,
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, আমার পরম
হিতৈষী ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত
বাবু আনন্দমোহন দাস
গুপ্ত মহাশয়ের
নামে উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা।

আমাদিগের দেশের বালক বালিকাগণ আপন আপন গৃহে উপযুক্তরূপ শিক্ষা পায় না। পরন্তু তাহারা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পায়, তাহা চরিত্র-গঠন, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান ও অন্যান্য গার্হস্থ্য কার্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। আপন আপন সন্তানগণকে প্রকৃত মানুষ করিতে হইলে, গৃহে তাহা-দের উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। ইউরোপীয় বালক বালিকাগণের অধিকাংশেরই এ বিষয়ের সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাই তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত মানুষ হয়। আর অপর দিকে, আমাদিগের দেশের শিক্ষায় বিপরীত ফল ফলে। বঙ্গ দেশের বালক বালিকাগণের গৃহ-শিক্ষার উপযোগী কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে কি না, জানি না; সম্ভবত নাই বলিয়া ধারণা হওয়ায়, আমি সেই অভাব পূরণার্থ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিলাম। গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দিবার বা পুস্তক বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভের আশায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল মনের প্রবল ইচ্ছায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইহার মধ্যে ভাষা ও ভাব বিষয়ক বহু ভ্রম লক্ষিত হইবে, তাহা জানিয়াও, সন্তান-শিক্ষা জনসমাজে প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম। পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আমার এই চেষ্টা দ্বারা যদি দেশের কথঞ্চিৎ পরিমাণেও উপকার হয়, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য মনে করিব। নিবেদন ইতি—

শ্রীরামলাল সরকার।

সন্তান-শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

কুসংস্কার-সংশোধন ও নীতি-শিক্ষা।

(মাতা জ্ঞানবালা ও পুত্র সুধীরকুমার।)

সুধীরকুমার। মা! একটা গল্প কর মা, অনেক দিন যাবত মি আমাকে ফাঁকি দিতেছ যে, তোকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ- গল্প শুনাব; তা আজ আমি ছাড়্‌ব না, শুনাতেই হ'বে।

জ্ঞানবালা। কি গল্প শুন্‌বে বাবা? তুমি তাই আগে বল না; হ'লেই ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ব তুমি কি রকম গল্প শুন্‌তে

সু। সে দিন খোকনার মার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, লঙ্কায় নাকি এক হনুমান আছে, সে অমর। ত্রেতাযুগে সে আপন লেজে আগুন জালিয়া তাহা দ্বারা সমস্ত লঙ্কা ছারখার করিয়াছিল। সে নাকি আপন লেজের আগুন ফুঁ দিয়া নিবাইতে গিয়া নিজের মুখ পর্য্যন্ত পোড়াইয়াছিল। সেই হইতে বানর জাতিকে মুখ-পোড়া বানর বলে। ইহা কি সত্য? এই হনুমান সম্বন্ধে আর আর গল্প আমাকে বল, খোকনার মা ব'লেছেন, ইহার আশ্চর্য্য অনেক কীর্ত্তি আছে।

জ্ঞা। বাবা! ও সব গল্প আমার নিকট ভাল লাগে না; যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, এবং যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি, তাহা তোমাদের মত বালক বালিকাদিগকে বলিয়া কেবল একটী কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না।

সু। কেন মা? খোকনার মা বলিলেন যে, এ সকল সত্য কথা; ত্রেতাযুগে লোকের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এবং পশু পক্ষী ও বানরগণ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিত। শ্রীরামচন্দ্র বানর ও ভালুকের সাহায্যে সমুদ্র বাঁধিয়া লঙ্কা পার হইয়াছিলেন, এ সকলই কি মিথ্যা কথা?

জ্ঞা। তা, মিথ্যা কথা বই কি। খোকনার মা ও সব কথা বিশ্বাস করিতে পারেন, আমিও এককালে বিশ্বাস করিতাম; কিন্তু এখন আর ও সব কাল্পনিক কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যে কথার কোন সার নাই, যাহাতে কোন যুক্তি ও শিক্ষার উপযোগী কোন কথা নাই, সে সকল কথা তোমাদের তরুণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়া চিরজীবনের তরে একটী ভুল সংস্কার জন্মান বই আর কিছুই নহে। তোমরা বড় হইলে শেষে এই

সংস্কার দূর করা কঠিন হইবে। কেন না তোমাদের মনে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্রম-বিকাশের এই সময়, এখন হইতে তোমাদের মনে খুব প্রয়োজনীয় সত্য কথার ধারণা যাহাতে হয়, এবং যাহাতে তোমাদের ভাবী জীবনের মঙ্গল হয়, তাহাই করা পিতা মাতার প্রধান কার্য্য।

সু। আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না যে, কেমন করিয়া ঐ সব কথা মিথ্যা হইতে পারে। যাহা ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণে আছে, যাহা সত্য বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে, তুমি তাহা কেন মিথ্যা বল, আমাকে বুঝাইয়া দাও।

জ্ঞা। সুধুমণি! তুমি দেখ্‌ছি নিতান্ত নাছোড়, কোন মতেই ছাড়্‌বে না, যদিও আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য নাই, তবুও বাধ্য হইয়া ইহার উত্তর দিতে হইল। কারণ লোকের চিরবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে লাভ কিছুই হয় না, কেবল লোকের কাছে নিন্দনীয় হইতে হয়।

সু। কেন?

জ্ঞা। আমাদের দেশের লোককে কোন যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলে অনেকেই ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়, কেহ কেহ এমন ব্যঙ্গোক্তি করে যে, মনে অত্যন্ত ঘৃণা হয়। সেই জন্য এখন চুপ্‌ করিয়া থাকি; বেশী কথা বলি না।

সু। তুমি যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলে তাহাদের লোকসান কি? তাহাদের ইচ্ছা হয় শুনুক, না হয় না শুনুক, এরূপ ব্যঙ্গোক্তি বা অপমানসূচক কথা বলে কেন? রথের

জ্ঞা। কেন যে বলে, সে কথা তোমাকে আর কি ব চৌদ্দ স্বভাব! আমাদের দেশীয় প্রায় লোকের নৈতিক ও সা করিতে

চরিত্র এমনই কলুষিত হইয়াছে যে, তাহারা আপনার সহস্র ছিদ্র দর্শনে অন্ধ, কিন্তু অন্যের একটী পাইলেই তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাহাকে লোকের চক্ষে ঘৃণিত করিয়া তোলে; এবং নানা মিথ্যা কুৎসা ও দোস রটাইতে ক্রটী করে না। কেন না উহা তাহাদের দোষ নহে, সমাজের শিক্ষার দোষ। বাল্যকাল হইতে যেরূপ কু-বিশ্বাস করে ও কু-শিক্ষা পায়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিষময় ফল প্রসব করে। সেই জন্যই ওসব কথা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।

সু। যে যাহাই বলুক না কেন, আমাকে তুমিতো খুলিয়া বল।

জ্ঞা। তবে বলি শুন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই, হিন্দু ঋষিগণ যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দিকে তোমার দেশের সমসাময়িক ইতিহাস লিখিতেও অবহেলা করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এত বড় একটা প্রাচীন সভ্য দেশ! তাহার একখানা প্রকৃত ইতিহাস নাই!

সু। সে কি বল মা? তবে রামায়ণ মহাভারত কি? রামায়ণ এবং মহাভারতে আমরা সে কালের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি, সে কি আর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নহে?

জ্ঞা। রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানা ধর্ম্ম বিষয়ক মহাকাব্য মাত্র। যেমন বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী একখানি কাব্য। ...নন্দিনী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়কে যেমন এক একটী ...সিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নানা কল্পনা দ্বারা সাজাইয়া ...মান এক একটী সত্য ঘটনার মত দেখান হইয়াছে, সুচ-

তুর মহাকবি বাল্মীকি ও মহামুনি বেদব্যাস, সেইরূপ, তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অবলম্বন করিয়া কল্পনার অলঙ্কারে সাজাইয়া, রামায়ণ মহাভারত রূপ মহাকাব্য রচনা করিয়া জাজ্জ্বল্যমান সত্য ঘটনা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ অপেক্ষা বরং মহাভারত অনেকটা ঐতিহাসিক ধরণের বটে এবং ঘটনাগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য, মহামুনি বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কৃত্তিবাস পণ্ডিত অনুবাদ করিয়া তাহাতে অনেকগুলি কাল্পনিক কথা যোগ করিয়াছেন, লোকে সেগুলিও প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করে।

সু। আচ্ছা, যদি প্রকৃত ইতিহাস নাই, তবে আমরা স্কুলে যে প্রাচীন কালের ইতিহাস পড়ি, তাহা কোথা হইতে এ'ল ?

জ্ঞা। তোমরা যে প্রাচীন ইতিহাস পড়, তাহা কোথা হইতে এ'ল, তবে শুন। এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে একটু একটু আভাস পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলেই বিদেশীয় ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে, গ্রীকগণের ইতিহাস হইতে, চীনদেশের ও পারস্য দেশের ইতিহাস হইতে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পুরোহিত কর্ত্তৃক তাম্রফলকে লিখিত বৃত্তান্ত সকল হইতে গৃহীত, কিন্তু তাহাতে কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কেবল এখানকার একটু, ওখানকার একটু জুড়িয়া গাঁথিয়া লেখা হইয়াছে মাত্র।

সু। তবে রামায়ণের হনুমান ও জাম্বুবানের অদ্ভুত কীর্ত্তি কি কবির কল্পনা মাত্র ?

জ্ঞা। তা, কবির কল্পনা বই কি ? অযোধ্যায় রাজা দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ থাকিতে পারেন, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা চৌদ্দ বৎসরের তরে বনে যাইতে পারেন, লঙ্কায় গিয়া রাবণ বধ করিতে

পারেন। কিন্তু বানর ভল্লুক দ্বারা সৈন্যদল গঠন, সেই সৈন্য দ্বারা সমুদ্র বন্ধন এবং রাবণবংশ নিধন করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়! সে কালে পশু পক্ষীরা কথা বলিতে পারিত আর এখন পারে না—ইহা অপেক্ষা মিথ্যা কথা আর কি হইতে পারে? বরং বিজ্ঞানদ্বারা এবং ডারউইন সাহেবের যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বানর প্রভৃতি জন্তুগণের ক্রমোন্নতি হইতেছে, সহস্র সহস্র বৎসর পরিবর্ত্তনে বানরের লেজ খসিয়া গিয়া, ক্রমে তাহারা মনুষ্যাকৃতি ধারণ করে, একথা কতক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, কেন না আফ্রিকার জঙ্গলে এক প্রকার বন-মানুষ আছে, তাহারা ঠিক নরাকৃতি পশু বিশেষ। আকৃতি ভিন্ন তা'দের সকল ব্যবহারই পশুর মত; বানরও প্রায় নরাকৃতি, কেবল বেশীর ভাগ একটা লেজ আছে। আবার সেদিন কর্ত্তার মুখে শুনিলাম, তিনি ডাক্তারি কাগজে পড়িয়াছেন যে, আফ্রিকা দেশে এক জাতীয় লোক আছে, তাহারা খর্ব্বাকৃতি, গায়ে পশুর লোমের মত লোমে ঢাকা, এবং মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে দুই বা এক ইঞ্চি লম্বা এক একটী অস্থি-প্রবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এই বিষয় আবিষ্কার করেন, এবং বলেন যে এই অস্থি-প্রবর্দ্ধনই লেজের কতকটা মাত্র অবশিষ্ট। এখন কে বলিতে পারে যে, এক জাতীয় বানর হইতে ক্রমে সেই বন-মানুষের সৃষ্টি এবং সেই বনমানুষ হইতে শেষোক্ত ক্ষুদ্র লেজ-বিশিষ্ট লোকের সৃষ্টি হয় নাই?

সু। হাঁ মা! তুমি বলিলে, বানর ও ভল্লুক দ্বারা সৈন্য-গঠন অসম্ভব, কিন্তু আমরা সচরাচর যে বানর দেখি, তাহা না হইয়া ভল্লুক ও বানরাকৃতি এক প্রকার বনমানুষ হইবে।

জ্ঞা। হাঁ বাপু! ঠিক কথা বলিয়াছ, এরূপ হইলে অনেকটা সম্ভব হয়। ঐ সকল বনমানুষকে শিক্ষা দিলে, ও পোষ মানাইলে অনেকটা কার্য্যোপযোগী হইতে পারে বটে। তাই বলিয়া যে সব বানর ও ভালুক আমরা সচরাচর দেখি, তাহা দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সম্ভব?

সু। কেন? বেদেরা যে বানর ও ভল্লুক নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, দেখ দেখি কেমন কৌশলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়াছে! যে যাহা করিতে বলে, তাহাই করে, বানরের বিবাহ দেখায়, দাম্পত্য প্রণয় ও বিবাহ কেমন সুন্দর করিয়া দেখায়। রামচন্দ্রও সেই মত বানর ও ভালুককে শিক্ষা দিয়া সৈনিকের কার্য্য করাইতে পারেন।

জ্ঞা। তা' পারেন ঠিক, কিন্তু বানর ও ভালুককে কি বেদেরা কথা বলাইতে পারে, কিম্বা রামচন্দ্রই পারিতেন? দেখ দেখি কেমন অসম্ভব কল্পনা! হনুমান এক লাফে লঙ্কার দক্ষিণ পারে অবতীর্ণ হইলেন! আর লঙ্কার দক্ষিণ দিক নীচু হইয়া গেল! হনুমান ইচ্ছা করিলে এক শত যোজনব্যাপী শরীর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, আবার ইচ্ছা করিলে একটী সামান্য মর্কটরূপও ধারণ করিতে পারিতেন। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কে বিশ্বাস করিতে পারে যে, মৈনাক পর্ব্বত, যাহা এখন ভারত-সমুদ্রে দৃষ্ট হয়, তাহা সে কালে উড়িতে পারিত? এবং ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তাহার পাখা কাটা গিয়া যে জলে পতিত হয়? সেই জন্য জলের মধ্যে পাহাড় দেখা যায়? না, তা' নয়, পূর্ব্বকালে হয় ত জলের মধ্যে পাহাড় দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইত, তাই এই অদ্ভুত কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখন পৃথিবীর

চতুষ্পার্শ্বে যত সমুদ্র আছে, তাহাতে প্রায়ই পাহাড় দৃষ্ট হয়, এখন কত শত মৈনাক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়।

সু। হাঁ, তাই তো, ও সকল কথা বিশ্বাস করিতে গেলেও সকলই উল্টা হয়। আমাদের ক্লাসের সুরেন্দ্র সেদিন পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেকালে ইন্দ্রদেবের পুষ্পরথ স্বর্গ হইতে অবতরণ ও আরোহণ করিত, সে কি সত্য কথা? তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় ভ্রুকুটি করিয়া টিকি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, রয়াল রিডারের (Royal Reader) দু' পাতা পড়িয়াই প্রশ্ন করা হ'চ্ছে যে, ইন্দ্রদেবের পুষ্পরথ ছিল, একথা সম্ভব কি না? আরে দেশের কতকগুলি কুলাঙ্গার অনার্য্য ও বিধর্ম্মী বেটারা রাষ্ট্র করিতেছে যে, হিন্দুদের শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সকলই ভ্রম ও কুসংস্কার পূর্ণ এবং কাল্পনিক কথায় ভরা, তাই তুইও সেই সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিস্। একথা যে সত্য তা' একশ বার। তোদের রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথের মত সহস্র ধুরন্ধর কটিবদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের একতিলও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের মত সার ও প্রাচীন ধর্ম্ম জগতে আর নাই। যদি বিশ্বাস না করিস্, তবে ইংরেজী শিক্ষার গুরুর গুরু মোক্ষমূলার সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্। মা! পণ্ডিত মহাশয়ের আরক্ত-লোচন ও ক্রোধকম্পিত কলেবর দেখিয়া সুরেন্দ্র ও আমরা ভীত হইলাম। তখন সুরেন্দ্র কাকুতি মিনতি করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিল, পণ্ডিত মহাশয়, মাপ করুন। আমি হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি না বা নিন্দা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে যে গুলি সহজে বুঝিতে পারি না বা বিশ্বাস হয় না, তাহা আপনারা গুরুলোক, আপনাদের নিকট

জিজ্ঞাসা না করিয়া কাহার নিকট শিক্ষা করিব বলুন? এবং আপনাদেরও কর্ত্তব্য, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া; ইহাতে রাগ করিয়া অপরকে গালি দিলে আমরা নিরুপায়। তখন পণ্ডিত মহাশয় একটু শান্ত হইয়া বলিলেন, বাপুহে! শুন, ইন্দ্রদেবের পুষ্পরথ স্বর্গ হইতে অবতরণ ও আরোহণ করিত, সে দৈববলে ও সত্য ত্রেতাযুগের কাল-মাহাত্ম্য বলে হইত। এখন সে দৈববলও নাই, কাল-মাহাত্ম্যও নাই, যদি দৈববল ও কাল-মাহাত্ম্য বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা যাহাতে বিশ্বাস কর, নয় সেইরূপ করিয়াই বুঝাইয়া দেই। মনে কর এখন যেমন বেলুনে আরোহণ করিয়া সেদিন স্পেন্সার (Spencer) সাহেব এবং রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন, ঠিক সেইরূপ নয় ইন্দ্রদেবেরও বেলুন যন্ত্র ছিল। তিনি যে যানে আরোহণ ও অবতরণ করিতেন, তাহাকে আমরা পুষ্পকরথ বলি, তোমরা নয় বেলুন বল। এখন বুঝিলে ত! হয় ত এখনকার বেলুন সৃষ্টির আভাস সেই হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্র হইতেই লওয়া হইয়া থাকিবে। তাই মা আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হনুমান হয় ত বেলুন যন্ত্রে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিল।

জ্ঞা। হাঁ সুধীর! আমাকে বেশ তর্কে আট্‌কাইয়াছ। যাহা হউক, ইহার উত্তর দিতেছি। যদি জ্ঞানবল, যোগবল, বা দৈববল বিশ্বাস কর, তবে রামায়ণের যত কথা সকলই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আর তাহা বিশ্বাস না করিয়া যদি যুক্তি মান, তবে একথা অসম্ভব। তাহার প্রধান কারণ এই যে, হনুমান একে অসভ্য পশু, তাহার পক্ষে একখানি বেলুনযন্ত্র

নির্ম্মাণ ও তাহার সাহায্যে সমুদ্র পার হওয়াও যেমন, আর আকাশমার্গে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাও তেমনই। দ্বিতীয়তঃ—রামায়ণে এমন উল্লেখ নাই যে, হনুমান কোন যানে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ—যদি বল স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র, যাঁহার অসাধ্য কার্য্য নাই, তিনি ইচ্ছা করিলে শত বেলুন বা পুষ্পকরথ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তাই যদি হ'বে, তবে আর রামচন্দ্র সীতাউদ্ধার করিতে এত কষ্ট কেন করিলেন? আর সাগর বাঁধাইতেই বা প্রয়োজন ছিল কি? বেলুনে চড়িয়া সাগরপার হইলেই ত হইত এবং যোগবলে বা মায়াবলে রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়া সীতাউদ্ধার অনায়াসেই হইত? সহজে কার্য্য উদ্ধার হইলে আর এত কষ্ট কে করে? এখন বুঝিলে ত?

সু। হাঁ মা, বেশ বুঝিলাম। তবে পণ্ডিত মহাশয়ের ওরূপ লম্বা চওড়া কথার কোন সার নাই।

জ্ঞা। তা নাই বই কি। সেকেলে ধরণের যত লোক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এমন কি, নব্য শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেকেই, কোন একটা সামান্য কথায় চটে ফেটে লাল হন, কিন্তু কথাটী তলিয়ে বুঝেন না এই দুঃখ। সোজা কথায় তোমাকে বুঝাইয়া দেই। ইন্দ্রদেবের স্বর্গারোহণ ও অবতরণের এমন যান থাকিতে, এবং দৈববল থাকিতে কেন তিনি, বৃত্রাসুরের ও অন্যান্য অসুরগণের ভয়ে স্বর্গরাজ্য হইতে পলাইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে পাতালপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন? বেশ, আবার সেই ইন্দ্রের গুরুপত্নী হরণের অভিশাপে যেরূপ সহস্রচক্ষু হয়, তাও সকলে জানেন। এ সকলই শাস্ত্রের কথা; অতএব আমি শাস্ত্রের নিন্দা

করিতেছি না। তর্ক ও যুক্তি দ্বারা যাহা অসম্ভব বলিয়া সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, তাই তোমার উত্তরে বলিলাম। নচেৎ এ সকল কথা আমি সচরাচর সকলকে বলি না। কারণ, তাহাতে শাস্ত্রের নিন্দা করা হয়। সুতরাং লোকের গালি শুনিতে হয়, কে আর আপন ভাত খাইয়া অন্যের গালি শুনিতে যায়?

সু। মা! তবে কি রামায়ণে শিক্ষার উপযোগী উপদেশপূর্ণ কিছুই নাই?

জ্ঞা। বাছা! আমি এমন কথা বলি নাই, যে রামায়ণে শিক্ষার উপযোগী কোন কথা নাই।

সু। আমি হনুমানের গল্পের কথা তোমাকে বলিতে বলিলে তুমি বিরক্ত হইয়া বলিলে যে, ওসকল অসত্য ও মিথ্যা কাল্পনিক কথা বলিয়া তোমাদের মত কোমলমতি বালকগণের মনে একটা কু-সংস্কার জন্মাইতে ইচ্ছা করি না।

জ্ঞা। এইটাই তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে; আমি সেই শত যোজন বিস্তৃত দেহবিশিষ্ট হনুমানের গল্প করিতে ইচ্ছা করি নাই। কারণ, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেবল কাল্পনিক কথা। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করিয়া শূন্য-মার্গ দিয়া যাইতেছিল, সূর্য্যদেব উদিত হইলে লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচিবে না, তাই সূর্য্যকে ধরিয়া কর্ণকুহরে পূরিয়া রাখা হইল, আবার যাইতে যাইতে ভরতের আশী হাজার মণ লোহার বাঁটুলাঘাতে অমনই ঘুরিয়া ধরাশায়ী হইল, ইত্যাদি কে বিশ্বাস করিতে পারে? যে একখানা পর্ব্বত মাথায় করিয়া শূন্য দিয়া যাইতে পারে, এবং কর্ণকুহরে সূর্য্যদেবকে বদ্ধ রাখিতে পারে, তাহার পক্ষে আশী হাজার মণ লোহার বাঁটুল একটা

কুইনাইনের বড়ীর মত। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিবে?

সু। তবে আমাকে বুঝাইয়া দাও, রামায়ণের মধ্যে সার ও শিক্ষার উপযোগী কি কথা আছে।

জ্ঞা। তবে শুন। প্রথমতঃ রাজা দশরথের চরিত্র হইতে আমরা এই শিক্ষা করিতে পারি যে, সত্য এবং প্রতিজ্ঞাপালন করা কি ভাবে উচিত। এই চরিত্রে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া একটী পয়সা লোকসান হইবে ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করি, তুমি রাজা দশরথের দেখ, প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য রামাভিষেকের উদ্যোগ মাটী হইল, গুণবান্ পুত্রকে এবং সতীলক্ষ্মী সীতাকে বনে পাঠাইলেন এবং অবশেষে পুত্রশোকে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। দশরথ সামান্য লোকের মত কৈকেয়ীর শঠতায় না ভুলিয়া এমন পাপিষ্ঠাকে বরং খুব উত্তম মধ্যম দিয়া তাড়াইয়াও দিতে পারিতেন। তাহা হইলে এত লোকনিন্দা ও ক্ষতি হইত না? বরং লোক খুসী হইত ও আপন প্রাণ যাইত না।

সু। তা' অনায়াসেই পারিতেন,-তবে দশরথকে আহম্মক বই বলা যায় না।

জ্ঞা। দশরথকে আহম্মক বলিতে পারা যায় না, বরং প্রকৃত ধর্ম্মবীর বলা যাইতে পারে। যাহার ধর্ম্মভয় আছে, যাহার স্বর্গ ও নরক বিশ্বাস আছে, সে কখনও ধর্ম্মতঃ সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারে না।

সু। তবে মা আমি সংকল্প করিলাম, যদি কখনও ধর্ম্মতঃ

কোন প্রতিজ্ঞা করি, তাহা আর ভঙ্গ করিব না। তাহাতে প্রাণ যাক্ আর থাক্।

জ্ঞা। বেশ কথা বাবা! সাধু ছেলে! কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে একটী কথায় বলে, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" প্রতিজ্ঞা করিবার আগে ভালমত চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পতা সহকারে প্রতিজ্ঞা করা উচিত। কথায় কথায় শপথ করা বড় দোষ, কথায় কথায় যাহারা শপথ করে, তাহারা কখনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না, জানিবে, তাহারা প্রায়ই ঘোর মিথ্যাবাদী।

সু। তবে যে লোকে কথায় কথায় 'পরমেশ্বরের' এবং 'গুরুদেবের দোহাই,' 'গঙ্গাজী কসম্' 'কোরাণ কসম্' করে, সে সকলই মিথ্যা, কিন্তু তাতে লোকসান কি?

জ্ঞা। সকলই যে মিথ্যা তাহা নহে, মাঝে মাঝে দুই একজন সত্যবাদীও আছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই মিথ্যাবাদী। বঙ্গদেশের লোকের মিথ্যাবাদী নাম বড় বিখ্যাত। সাহেবগণ বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করে। কারণ, আইন আদালতে পর্য্যন্ত বড় বড় লোকেরা গিয়া সামান্য স্বার্থের জন্য ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা বলিয়া আইসে। অনেকের উপজীবিকাই মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া। দু' এক টাকা পাইলেই নাহককে হক ও হককে নাহক বলিয়া থাকে। কিন্তু মূর্খ লোকে বুঝে না যে—সামান্য অর্থ আজ আছে, কাল নাই। ক্ষণস্থায়ী দেহ আজ আছে, কাল মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে যে অধর্ম্ম ও কেলেঙ্কারী করিয়া যায়, তাহা চিরস্থায়ী হয়, এবং সে চির কালের তরে নরকগামী হয়।

সু। মা! আমার চক্ষু কতকটা ফুটিল বটে, তোমার স্নেহ-পূর্ণ কথাগুলি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিব। সে আঁক কখনই মুছিবে না, আমি কখনই মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, মিথ্যা কথা বলিব না; তবে একটী কথা এই, অনেক সময় কার্য্যগতিকে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা গোপন করিতে গিয়া মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, তখন কি করা যাইবে?

জ্ঞা। বাপু! মনুষ্য মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি সম্ভবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া ব'স, তবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এক উপায়,—কোমলভাবে দোষস্বীকার করা, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহাতে যদি ক্ষমা না পাইয়া দণ্ড পাও সেও সহস্র গুণে ভাল; তবু মিথ্যা কথা বা মিথ্যা কার্য্যদ্বারা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না। মিথ্যা ব্যবহারের এক প্রধান দোষ এই যে, মিথ্যা কথা ও কার্য্য গোপন করিতে গিয়া তাহার আনুষঙ্গিক আরো অনেকগুলি মিথ্যা ব্যবহার করিতে হয় ও অপরকে সেই মিথ্যার সমর্থনে সাহায্য করার জন্য মিথ্যাবাদী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ—, মিথ্যা কথা কখনও গোপন থাকে না। লোকে তাহা বেশ জানিতে পারে, এবং জানিয়া আজীবন মিথ্যাবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে। একবার মিথ্যা ব্যবহার প্রকাশ পাইলে তখন তুমি সহস্র সত্যকথা বল, তাহাও সেই পূর্ব্বপাপে লোকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে। বরং সত্যকথা বলিলে ধর্ম্ম ও যশোলাভ হয়, এবং হয় ত অপরাধ হইতে অব্যাহতিও পাইতে পারা যায়; সত্যবাদী লোককে সকলে ভালবাসে, বিশ্বাস করে ও দয়া করে।

সু। বেশ বুঝিলাম। আমি এ সব কখনই ভুলিব না। আমি

আগে না জানিয়া, কতই মিথ্যা কথা বলিয়াছি—, তজ্জন্য না জানি কতই পাপ হইয়াছে! মনে বড় দুঃখ হইতেছে। আর সেদিন নলিন, কিরণ, বিধুদিগের সঙ্গে তর্ক হইতেছিল—, তাহাতে বিধু বলিল, মিথ্যা কথা বলা মাত্রই পাপ, কিন্তু নলিন বলিল, "আপন স্বার্থের জন্য, পরের উপকারের জন্য, এবং কোন ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলায় পাপ নাই, হাঁ—মা! একথা কি সত্য?"

জ্ঞা। না—নিজ স্বার্থের জন্য ও পরের সামান্য উপকারের জন্য মিথ্যা বলার ন্যায় ঘোরতর পাপ আর নাই,—তবে এক-জনকে কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য বিচারা-লয়ে শপথ করিয়া মিথ্যা বলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, একথা কেহ কেহ বলেন বটে; কিন্তু আমাদের ইহাতে নিতান্ত অমত, কারণ যে ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী, তাহার শাস্তি হওয়াই উচিত। এরূপ লোককে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বাঁচাইলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আর এক বিষয় অনিষ্ট এই হয় যে, অপরাধী তোমার মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে অব্যাহতি পাওয়ায় তাহার কুকার্য্যের আরো প্রশ্রয় পায়। চোর, ব্যভিচারী, বা দস্যু তোমার মত লোকের সাহায্যে আরও কত শত অত্যাচার করিবে। যত নিরীহ, গরীব লোককে নিঃস্ব করিবে, কত সতী লক্ষ্মী কুলবালার সতীত্ব নষ্ট করিবে,—তাহার ইয়ত্তা নাই। তোমার মিথ্যা বলার দরুণ ইহারা যত কুকর্ম্ম ও পাপ করিবে, তোমাকেও সেই সকল কুকর্ম্ম ও পাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে।

সু। উঃ! তবে ত মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও অপরাধ হইতে বাঁচান বড়ই দোষ।

জ্ঞা। দোষ যে-তা' এক শ' বার।

সু। তবে-মা! এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যপালনকারী রাজা দশরথকে লোকে কেন নিন্দা করে?

জ্ঞা। রাজা দশরথকে যাহারা সত্যধর্ম্ম পালনের জন্য নিন্দা করে, তাহারা ভ্রান্ত; তবে—তাঁহার নিন্দার মধ্যে এই যে, তিনি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, এবং স্ত্রীর মোহে ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া এক বিষম ও অসীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা করার আগে একটুকুও ভাবেন নাই—কিন্তু প্রতিজ্ঞারক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা এবং কৈকেয়ীর কুটিলতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

সু। এ কথা বেশ বুঝিলাম; তার পর আর কি শিক্ষা করিতে পারা যায়?

জ্ঞা। রামায়ণ পড়িয়া দ্বিতীয় শিক্ষালাভ এই যে, দাসী মন্থরার কুচক্রে পড়িয়া কৈকেয়ী কি উপায়ে সতীনের গুণবান্ ও ধার্ম্মিক পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কিরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছিল। জগতে যতদিন রামায়ণ থাকিবে, ততদিন লোক কথায় কথায় এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিমাতার তুলনা দিবে।

সু। তাইত-মা! বিমাতা কি এমন নিষ্ঠুরা হইতে পারে? ইহাকে আবার মা-বলে কেন? বিমাতাকে মা বলিয়া স্নেহময়ী নামের কলঙ্ক করা হয়। মা! সকল বিমাতাই কি কৈকেয়ীর মত? বিমাতা মাত্রেই কি নিষ্ঠুরা?

জ্ঞা। প্রায়ই, তবে শতকের মধ্যে একটী আধটী সতীনের ছেলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে।

সু। কেন? এরূপ হয় কেন?

জ্ঞা। তুমি বালক—একথা তোমাকে বুঝান কষ্ট হইবে। তবুও বুঝাইতে চেষ্টা করিব, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা, তাহা এক অদ্ভুত জিনিষ। সেই ভালবাসার এক তিল ব্যতিক্রম হইলে বা ভালবাসার প্রতি একটু সন্দেহ জন্মিলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এক বিষম অনর্থ ঘটে। এক স্বামীর দুই বা বহু স্ত্রী হইলে, সমান ভালবাসা সকলের প্রতি দেখান তাহার পক্ষে অসম্ভব—, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং যাহার প্রতি কম ভালবাসা দেখান হয়, সে-ই হিংসা ও দ্বেষে জ্বলিয়া মরে। কেন না, তাহার স্বার্থের হানি হয়, সুতরাং সেই স্বার্থহানির প্রধান কারণ, সতীন ও সতীন-পুত্রের অনিষ্ট কামনায় এই অনর্থ ঘটে। প্রকৃত পক্ষে, সকল বিমাতাই যে নিষ্ঠুরা, তাহা নহে। এইরূপ কার্য্যেরই এইরূপ ফল। সতীন কি সতীন-পুত্রের প্রতি যাহারা অসদ্ব্যবহার করে, তাহাদের কিন্তু অন্যের প্রতি বেশ দয়া, সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে দেখা যায়।

সু। ও! তবে ভাল লোকও এই স্বার্থের বশীভূত হইয়া এইরূপ করিতে পারে! তবে ত এ লোকের দোষ নহে, এ বহু বিবাহের দোষ!

জ্ঞা। তা' একশত বার।

সু। তবে লোকে জানিয়া শুনিয়া এমন কুকার্য্য করে কেন? এ যে আপন বুকে আপনিই ছুরি দেওয়া। রাজা দশরথের এই বহু বিবাহের দোষেই যত দুর্গতি—, অকালে মৃত্যু হইল, এবং সোণার রাজ্য ছারখার হইল।

জ্ঞা। বাপু! রাজা দশরথের কথা বহু কালের আর তিনি

রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, সকলই করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন এই বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইল, তবুও আমাদের সমাজের এই দোষ এখনও প্রবল। যাহার ঘরে আহারের সংস্থান নাই, সেও কুলের গৌরবে দুই, চারি, কি দশটী বিবাহ করিয়া যে কেলেঙ্কারী করিয়া থাকে, তাহা অকথ্য। তুমিও কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। তোমার পিতাকে কন্যা দিবার জন্য এখনও কত লোকে খোসামোদ করে, কত টাকা ও সোণারূপার প্রলোভন দেখায়, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন্ না। বলেন, আর এক বিবাহ করিয়া আমার জ্ঞানবালা ও সোণার সুধীরকুমারের চিরকালের জন্য শত্রুসৃষ্টি করিতে পারি না, কাজ নাই আমার ধনরত্নে। বাবা! তোমার বয়স এই সবে বার বৎসর অতীত হইয়া তেরতে পড়িল, ইহারই মধ্যে কত স্থানের কত সম্বন্ধ আসিতেছে। তোমার পড়ার খরচ দিবে, সোণা রূপা ও ঘড়ি-চেইন দিবে। কিন্তু আমরা তাহাতে কর্ণপাতও করি না, আমরা সকলকেই বলি যে, ছেলেকে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসরের কমে বিবাহ দিব না, এবং জীবন থাকিতে কখনই বহু-বিবাহ দিব না।

সু। ছি!—মা! সেকি কথা? বিবাহের কথা আর ব'ল না, বহুবিবাহের যে বিষময় ফল তুমি বর্ণন করিলে, তাহাতে আমার প্রাণ থাকিতে একাধিক বিবাহ করিব না।

জ্ঞা। হাঁ বাছা! এই সত্যপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া পিতার নাম রাখিবে। দেশে এই বহু-বিবাহ লইয়া কত যে কি কেলেঙ্কারী ও পাপানুষ্ঠান হয়, তাহা বলা যায় না।

সু। তা' নিশ্চয়ই করিব, রামায়ণে আর কি শিক্ষা হয় মা?

জ্ঞা। রামায়ণের তৃতীয় শিক্ষনীয় বিষয়, রামচন্দ্রের শিষ্ট,

শান্ত ও বিনয়ী ভাব, স্বার্থত্যাগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, এবং পিতৃভক্তি ও পিতৃআদেশ পালন জন্য এরূপ ত্যাগস্বীকার ও কষ্টস্বীকারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন ইতিহাসে আছে কি না, জানি না।

সু। তা'—রামচন্দ্র অতটা না করিলেও বেশী পাপ হইত না, কেন না, রামচন্দ্র ত আর কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন না। তিনি অনায়াসেই এমন বিমাতার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে পারিতেন। দশরথই যে স্পষ্ট তাঁহাকে বনে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু রাজ্যাধিকার করিলেও দশরথ ক্রোধপ্রকাশ করিতেন না। তাহা হইলে রামচন্দ্রের পিতৃআজ্ঞাপালন না করায় যে কিছু সামান্য দোষ হইত, তা' এমন গুরুতর বিষয়ের জন্য এবং পাপীয়সী বিমাতার জন্য করায় হানি ছিল না।

জ্ঞা। তাইত সুধীর! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এখনকার পক্ষে সম্ভব বটে, কিন্তু সেকালের ক্ষত্রিয়জাতি এবং এখনকার ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য। একথা সত্য, যে রামচন্দ্র কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু তিনি অতি ধর্ম্মভীরু ছিলেন, লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মাবতার বা বিষ্ণুঅবতার বলে। তিনি যদি পিতার আদেশ পালন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপে নরকগামী হইতেন, এবং পিতা নরকগামী হইলে পুত্রের উদ্ধার কোথায়? সুবোধ রামচন্দ্র এই সব বিবেচনা করিয়া, রাজ্য ধন পরিত্যাগ করতঃ চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হওয়াও ভাল বুঝিলেন, কিন্তু পিতৃদেবকে নরকগামী করিতে ইচ্ছা করিলেন না, এই ইহার মূল কথা—এখন বুঝিলে ত?

সু। কতক বুঝিলাম; কিন্তু পিতা নরকগামী হইলে পুত্র

কেন নরকগামী হইবে, তাহা বুঝিলাম না, পিতার পাপের জন
*পুত্র দায়ী হইতে পারে না।

জ্ঞা। বড় সূক্ষ্ম তর্কে আঁটিয়াছ। তুমি বয়সে দেখি
ছেলে মানুষ, কিন্তু এরূপ কঠিন সূক্ষ্ম তর্ক করিবার বেশ শক্তি
আছে। কেহ কোন বিপদে পড়িলে, লোকে কথায় কথায় বলে
দেখনা, অমুকের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোর থাকে ত, ইহা
কাটিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে পিতৃলোকের পুণ্যের জোর না
থাকিলে সেই বিপদ কাটিবার সম্ভব নাই, বিবেচনা কর, এই এক
সামান্য কথার দ্বারা তোমার কথার উত্তর দিলাম, কেন যে হয়,
তাহা বলিতে পারি না—এমন বিদ্যা আমার নাই, তবে হিন্দুধর্ম্মে
একথা বিশ্বাস করে বটে। এবিষয়ে আর এক কথা এই, লোকে
পুত্র কামনা করে, পিতৃলোক পতিত হইলে উদ্ধার করিবার জন্য,
পুত্র শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ পুন্নাম নরক হইতে যে উদ্ধার করে। সে
অবস্থায় রামচন্দ্র কেমন করিয়া পিতাকে নরকগামী করিবেন?
তবে, যুক্তি তর্ক দ্বারা দেখিতে গেলে, দেখা যায়, যার যার
আত্মার মুক্তির জন্য, সেই সেই দায়ী হইতে পারেন। কিন্তু
সাধ্যানুসারে পিতা মাতাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করাই পুত্রের
কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পিতা মাতাকে বিপদ্ হইতে
উদ্ধার না করিলে, পুত্রেরই পাপ হয়, রাজা দশরথ কৈকেয়ীর
কৌশলে অতটা বুঝিতে না পারিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,
কিন্তু প্রতিজ্ঞারক্ষার ক্ষমতা রামের হাতেই ছিল। রামচন্দ্র
নিজের স্বার্থের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করিলে, পিতাকে
নরকগামী করিলে, তিনিই পিতার নরকগমনের কারণ হইতেন,
সুতরাং তাঁহাকেও নরকভোগ করিতে হইত।

সু। বেশ বুঝিলাম; তবে পিতা মাতার আদেশ পালন না করা গুরুতর বিষয় মনে রহিল, ভুলিব না, তার পর মা ?

জ্ঞা। তাহার পর চতুর্থ শিক্ষা এই—, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ও ত্যাগস্বীকার, সরলতা ও বীরত্ব অতুলনীয় এবং এক শিক্ষণীয় বিষয়। লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকিলে রামচন্দ্রের বনবাস অত্যন্ত কষ্ট-কর হইত, আর সীতা উদ্ধার করাও সহজ হইত না।

সু। হাঁ, লক্ষ্মণের দৃষ্টান্ত শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তার পর ?

জ্ঞা। সীতার পতিভক্তি ও অসাধারণ সতীত্বের চিত্র এক অপূর্ব্ব অনুকরণীয় বিষয়। সমস্ত স্ত্রীলোকেরই স্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হওয়া উচিত।

সু। মা! রাম একাকী বনে গেলেই ত হইত, সীতার যাও-য়ার দরকার ছিল কি ?

জ্ঞা। পতিপরায়ণা সতী যে হয়, তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য গতি নাই, সীতা স্বামী ছাড়িয়া রাজঅট্টালিকায় মহাসুখে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার দেহ মন যিনি অধিকার করিয়া-ছেন, তিনি ভিন্ন রাজভোগ অতি ছার-তুচ্ছ বিষয়, সেই জন্য তিনি বনে উপবাস করা এবং স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সেবা ও শুশ্রূষা করা সতী সাধ্বীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সু। সীতা অতি পতিপরায়ণা ছিলেন, তবে এমন সতী লক্ষ্মীকে কোন্ প্রাণে ও কি অপরাধে রাম বনে দিলেন ?

জ্ঞা। এ ত একটী শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ সম্বন্ধে তোমত প্রকাশ করা কঠিন। বনবাসকালে সীতাকে দুষ্টমতি রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যায়, তজ্জন্যই সীতা উদ্ধার করিতে হয়।

সীতা উদ্ধার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে, জনগণ এক মিথ্যা-পবাদ বাহির করে যে, যে সীতা একাকিনী রাবণগৃহে দীর্ঘকাল যাপন করিলেন, সে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে রাম অনুমাত্রও সন্দিহান না হইয়া কিরূপে তাঁহাকে আবার গৃহে আনিলেন? সীতার চরিত্র কদাচ ভাল নয়,—জানিয়াও রাম যখন অতটা প্রশ্রয় দিলেন, তখন তাঁহার প্রজাগণের ভিতর এমন মহদ্দৃষ্টান্তানু-কে না করিবে?

সু। আহা! রাম কি কঠিনপ্রাণ! কোন্ পাষাণ প্রাণে কে এমন সতীলক্ষ্মীকে বনে পাঠাইতে পারে? আহা! একবারও রামচন্দ্র ভাবিলেন না, কিরূপে এই অসহায়া রাজরাণী একাকিনী হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনমাঝে বাস করিবেন? ইহাঁকে আবার লোকে ধর্ম্মাবতার ও বিষ্ণু-অবতার বলে, ছি! এমন ধর্ম্মে!!

জ্ঞা। সুধুমণি! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক, কিন্তু সীতাকে বনে পাঠাইতে তাঁহারও যে মনে কষ্ট না হইয়াছিল, তাহা নহে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামচন্দ্র এক মহদন্যায় করিয়াছিলেন। তিনি একদিন স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন যে, এক রজক তাহার স্ত্রীকে প্রহার ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছিল যে, তুই কি আমাকে রামচন্দ্র পেয়েছিস্? সে যেন এক অসতী স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়াছে, আমিও কি তাহাই করিব? এই কথায় রামের মনে ঘৃণা হয় এবং সীতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হয়। রামচন্দ্র ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়-পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাই ন্যায়তঃ যাহা বিশ্বাস ও বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং প্রজার অপবাদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও সীতাকে ঘরে রাখিলে কুলে কলঙ্ক হইবে মনে করিয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকে

যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই করিয়া থাকেন, তাহাতে যে যাহা বলুক, তিনি তাহা ভ্রূক্ষেপও করেন না। রামচন্দ্রও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে শেষে ভ্রম বুঝিতে পারেন।

সু। তা', সীতাকে বনে না দিয়া স্বতন্ত্র রাখিলেই চলিত— নির্জ্জন বাঘভালুকপূর্ণ স্থানে ফেলিয়া আসা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? ছি! ছি!!

জ্ঞা। বাপু! সে কালের গতিতে ও অবস্থানুসারে যাহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাই করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সু। মা! এ শিক্ষায় আমার মনে বড়ই খট্‌কা রহিল; তারপর মা?

জ্ঞা। রামায়ণের পঞ্চম শিক্ষার বিষয় হনুমানের প্রভুভক্তি; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও অসাধারণ বীর হনুমান সীতাউদ্ধার বিষয়ে সাহায্য না করিলে সীতার উদ্ধার বোধ করি এক সঙ্কটাপন্ন ব্যাপার হইত।

সু। মা! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, হনুমান প্রভৃতি চরিত্র মহাকবির কল্পনামাত্র, আবার এখন সেই কাল্পনিক হনুমানের অসাধারণ প্রভুভক্তি ও বীরত্ব কিরূপে শিক্ষনীয় হইতে পারে, ইহা বুঝিলাম্ না।

জ্ঞা। কই! সুধীর আমি ত এমন কথা বলি নাই যে, হনুমান একটা কল্পনা মাত্র, হনুমানের এক লাফে সাগর পার হইয়া লঙ্কা-গমন, গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করিয়া শূন্যমার্গ দিয়া উড়িয়া যাওয়া, সূর্য্যদেবকে কর্ণকুহরে ভরিয়া রাখা ও সেতুবন্ধন ইত্যাদি বিষয় কবির কল্পনা বই আর কিছুই নহে। তবে হনুমান বলিয়া

যে কোন ব্যক্তি রামের সৈন্যদলে ছিল না, তাহা আমি বলি
নাই। আর হনুমান এখনকার বানরের মত পশু হইয়া কথা
বলিতে পারিত, তাহাও বিশ্বাস করিনা। হাঁ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরা
কৃতি-পশু-বিশেষ কোন জাতীয় লোক হনুমান হইবে, আর যে
যাহাই হউক, হনুমান বানরই হউক আর মানুষই হউক, তাতে
কিছু যায় আসে না, তাহার যে চরিত্র বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন
তাহাতে ঐ দুইটী বিষয় বেশ শিক্ষণীয়, প্রভুকে কিরূপে রক্ষা
করিতে হয়—, এবং প্রভুর কার্য্য কিরূপ প্রাণপণ করিয়া উদ্ধার
করিতে হয়, এবং কিরূপ অসীম সাহসের ও বীরত্বের পরিচয়
দিতে হয়, এই সব হনুমানের চরিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আর
কাল্পনিক হইলেইযে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় নাই, এমন নহে।

সু। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বল।

জ্ঞা। আজকাল বঙ্গদেশের যত কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তই কল্পনা দ্বারা রচিত। কিন্তু গল্প বলিয়াই তাহাতে যে শিক্ষণীয় বিষয় নাই, এমন নহে। বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশ-নন্দিনী প্রভৃতি কাব্যে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে, এই সব কাব্যের অধিকাংশই কাল্পনিক বটে।

সু। বুঝিলাম, কোন কথা কল্পনা দ্বারা সাজাইয়া উপদেশ-চ্ছলে উল্লেখ করিলে তাহাতেও শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, তারপর।

জ্ঞা। বিভীষণের সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে অমন প্রবল পরাক্রান্ত সহোদর রাবণের বিনাশসাধন—বাস্তবিকই তাহার জীবনের এক অপূর্ব্ব মহৎ কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। সত্য ও ন্যায় রক্ষার এ এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক বিভীষণের চরিত্রে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

বিভীষণ রাবণকে সীতা ফেরত দিতে উপদেশ দিতে গিয়া রাবণের পদাঘাত সহ্য করিলেন, এবং অবশেষে তাড়িত হইয়া বিভীষণ অন্য উপায় না দেখিয়া রামের শরণাগত হইয়া পাপমতি ভাই ও ভ্রাতৃতনয়গণকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিলেন। এ একটা সহজ কার্য্য ও সহজ হৃদয়ের কার্য্য নয়। সকলে কি তাহা পারে? আপনার আত্মীয়গণের বিনাশসাধন করিতে কে পারে? বিভীষণের চরিত্রে আরো এই এক শিক্ষা হয় যে, যেমন গোবরের মধ্যেও পদ্মফুল উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ দুর্ব্বিনীতগণের মধ্য হইতেও ধার্ম্মিক লোকের উৎপত্তি হইতে পারে।

সু। উত্তমরূপ বুঝিলাম; কিন্তু রামচন্দ্র রাবণবধ করিয়া সীতা উদ্ধার পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া গেলে লঙ্কার দশা কি হইল?

জ্ঞা। লঙ্কার রাজত্ব ধার্ম্মিক বিভীষণের হস্তে দেওয়া হইল।

সু। মা! তুমি বিভীষণকে ধার্ম্মিক বল, কিন্তু আমি মনে করি, রাবণকে মারিয়া লঙ্কার রাজত্ব করাইবা বিভীষণের অভিপ্রায় ছিল, তাই রাবণের শত্রুদলে প্রবেশ করিয়াছিল।

জ্ঞা। না। বোধ করি বিভীষণের গোড়া হইতে সে মতলব ছিল না, তবে যে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহার কারণ এই, লঙ্কায় পুরুষশূন্য হইলে অসংখ্য অনাথা স্ত্রী ও বালকগণকে এবং বিশাল রাজ্যের প্রজাগণকে কে রক্ষা এবং পালন করিবে, বিবেচনা করিয়াই হয় তো তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সু। তার পর আর কি শিক্ষা হয়?

জ্ঞা। আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিক্ষার বিষয় আছে,—সে সকল উল্লেখ করিতে গেলে বিশেষ কোন ফল নাই, কেবল সময় নষ্ট,—যেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বলিলাম।

সু। মা! রাবণের নাকি দশ হাজার স্ত্রী এবং এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি ছিল?

জ্ঞা। উহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, বহু সংখ্যক স্ত্রী যে ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ এখনকার কথাই বিবেচনা করিয়া দেখনা, বরিশালের একটা কুলীন ব্রাহ্মণের নাকি ১০৭টী বিবাহ হয়, এবং ব্রহ্মদেশের শৈবো সহরে এক বর্ম্মা মিউকের (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্) ৭০।৮০টী স্ত্রী আছে ও প্রায় দুই শত ছেলে মেয়ে আছে, একথা কাল্পনিক নহে। আমরা উক্ত সহরে থাকিয়া জানি। ইহাতেই বুঝ, এখনকার এই সামান্য লোকের পক্ষে এত স্ত্রী ও পুত্র যদি সম্ভবে, তবে সেই ৭।৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত একটী রাজার পক্ষে কেন সম্ভব হইবে না? তাই বলি, যত লেখা আছে, ততটা না হইলেও কতক পরিমাণে সত্য হইবে।

সু। কি সর্ব্বনাশ! লোকের কি পশুপ্রবৃত্তি, মনুষ্যত্ব থাকিলে আর এরূপ করিতে পারে না।

জ্ঞা। তাহা সত্য।

সু। মা! হনুমান যেন এক লাফে লঙ্কা পার হইয়াছিলেন—, কিন্তু রামচন্দ্র সৈন্যসামন্ত লইয়া কিরূপে সমুদ্র পার হইলেন?

জ্ঞা। রামায়ণে লেখা হইয়াছে যে, তিনি বানর ও ভাল্লুকের সাহায্যে গাছ পাথর দ্বারা সমুদ্র বাঁধিয়াছিলেন, ও সেই সেতুর উপর দিয়া সৈন্যসামন্ত সহ পার হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

সু। তবে কিরূপে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন?

জ্ঞা। আমরা যুক্তি দ্বারা যতদূর বুঝি, তাহাতে এই বোধ

হয়, সেতুবন্ধরামেশ্বর বলিয়া যেস্থান প্রসিদ্ধ, তাহাকে সাহেবেরা (Adam'sbridge) এডাম্‌সব্রিজ বা এডামের সেতু বলে। এই সেতুবন্ধ. জলমাঝে পর্ব্বতমালা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই শৈলমালার মাঝে মাঝে অগাধ জল দৃষ্ট হয়; তাহার ভিতর দিয়া এখন জাহাজ যাতায়াত করে। হয়তো, পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতমালা আরো উচ্চ ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান প্রশস্ত জলপ্রণালী সকল অপেক্ষাকৃত খুব অপ্রশস্ত ছিল, অথবা খুব প্রশস্ত থাকিলেও অগভীর ছিল, হয়তো সেই অপ্রশস্ত প্রণালীগুলিতে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সু। কেন মা? সেকালে ঐ সকল পর্ব্বত উচ্চ ছিল, জল-প্রণালী অপ্রশস্ত ছিল, আর এখন নিম্ন ও প্রশস্ত হওয়ার কারণ কি?

জ্ঞা। বাপু! বর্ত্তমান সময়ে চক্ষের উপর এমন অনেক ঘটনা হয়। যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। দেখা যায়—যেখানে কোন দিন পর্ব্বত ছিল না, ভূমিকম্প দ্বারায় তথায় হঠাৎ পর্ব্বত উৎপন্ন হয়। আর যেখানে পর্ব্বত ছিল, হয়তো তাহা মাটির নীচে বসিয়া গিয়া প্রায় সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমার বোধ হয়, কালক্রমে রামেশ্বরের সেতুবন্ধ পর্ব্বতমালা ভূমিকম্পে জলমগ্ন হওয়ায়, এখন আর লঙ্কায় যাওয়া সহজ নহে। সেবার ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের একটী জেলা ও পাহাড় জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সু। তা বুঝিলাম। ভূমিকম্পে পর্ব্বত কিরূপে উৎপন্ন ও মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়?

জ্ঞা। এবিষয় কিছু শক্ত। ইহা স্কুলে মাষ্টার মহাশয়কে

জিজ্ঞাসা করিলে বুঝাইয়া দিবেন। অথবা যখন ভূতত্ত্ব পড়িবে, তখন বেশ বুঝিতে পারিবে। এ বিষয় তোমরা যখন স্কুলে উত্তম রূপে শিক্ষা পাইবে, তখন আমি আর উহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করিনা,—আচ্ছা বল দেখি, এযাবত্ যাহা বলিলাম, তাহাতে তোমার কি শিক্ষা হইল ?

সু। মা ! তুমি হিসাব রাখ, আমি বলি।

১। কোন কাল্পনিক কুসংস্কারাপন্ন অসম্ভব কথা বিনা যুক্তিতে বিশ্বাস করিতে নাই।

২। রামায়ণ মহাভারত দেশের ইতিহাস নহে, উহা ধর্ম্ম-বিষয়ক কাব্য মাত্র।

৩। আমাদের দেশের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস নাই, কেবল অন্যান্য বিদেশীয় ভ্রমণকারীদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

৪। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়। মিথ্যা কথা বলা ও সদাসর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা করা বড় দোষ। বহু বিবাহের বিষময় ফল রাজা দশরথের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ শিখিলাম।

৫। পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ কি কি, এবং পিতার আদেশ কি করিয়া পালন ও তদ্দরুণ কিরূপে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তে তাহা বেশ শিখিলাম।

৬। ভ্রাতৃভক্তি কি করিয়া দেখাইতে হয়, তাহা লক্ষ্মণের দৃষ্টান্তে শিখিলাম।

৭। প্রভুভক্তি কিরূপে দেখাইতে হয়, তাহা হনুমানের দৃষ্টান্তে বেশ বুঝিলাম।

৮। দুরাচার ও দুর্ব্বৃত্ত লোকের বংশ হইতে কিরূপ সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিকের উৎপত্তি হয়, তাহা বিভীষণের দৃষ্টান্তে শিখিলাম; এবং ন্যায়ের খাতিরে কিরূপ আত্মীয় বন্ধুগণ—এমন কি, নিজ পুত্রকে পর্য্যন্তও নিধন করিতে হয়, তাহাও বেশ বুঝিলাম।

৯। ভূমিকম্পে পাহাড় উত্থিত ও অধোগামী হয়, এবং কি উপায়ে রাম লঙ্কাপার হইয়াছিলেন, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

জ্ঞা। আর কি ?

সু। আর নাই। এই কয়েকটাই ত।

জ্ঞা। বেশ চিন্তা করিয়া দেখ, এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভুলিয়াছ। বল মা কাদম্বিনি, তুমিও তোমার দাদার সঙ্গে বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিয়াছ; বল দেখি,—তোমার মনোযোগ ও শিক্ষার ইচ্ছা আছে কি না ?

কা। মা! দাদা সীতার কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন, সতী স্ত্রী কিরূপে রাজ্যধন ছাড়িয়া তাঁহার পতির সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন ও কিরূপে পতিভক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা বলেন নাই।

জ্ঞা। ঠিক, আর কি কাদু ?

কা। এমন সতীলক্ষ্মী সীতার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া রাম সেই নির্দ্দোষী সীতাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় জনশূন্য ভীষণ বনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে রামচন্দ্রেরও চরিত্রের কলঙ্ক হইয়াছে।

জ্ঞা। আর কি ?

কা। বিমাতা যে পরের পরামর্শে ও হিংসা দ্বেষের বশীভূত

হইয়া গুণবান্ সতীনের ছেলের প্রতি কু-ব্যবহার করিতে পারে, তাহা শিখিলাম।

জ্ঞা। দেখ সুধীর! কানু আমার কেমন সুবোধ! আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা তোমার শিক্ষার জন্য, কানুকে শিখাইবার জন্য নহে, তবু কানু আমার কয়েকটী কথা মনে করিয়া রাখিয়াছে।

সু। মা! কানু মেয়েছেলে, তাই যাহাতে তাহার সম্বন্ধ, সেই কথা মনে করিয়া রাখিয়াছে।

জ্ঞা। হাঁ, ঠিক কথা বলিয়াছ, আচ্ছা, বল দেখি কানু! তোমার স্বামী যদি দুই বিবাহ করেন, তবে তুমি সতীনের প্রতি ও সতীনের ছেলের প্রতি কি কৈকেয়ীর মত ব্যবহার করিবে?

কা। (অধোবদনে নিরুত্তর)

জ্ঞা। কেন কানু, লজ্জা কি? দেখি তোমার মনের গতি কিরূপ—বল না?

কা। মা! ও কথায় আমার লজ্জা করে, চুপ কর।

জ্ঞা। কোন লজ্জা নাই, তোমাকে বলিতে হইবে।

কা। আচ্ছা, এ কথার উত্তর আমি এখন বলিব না।

জ্ঞা। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমাকে যখন স্বতন্ত্র উপদেশ দিব, সেই সময় এ কথার আলোচনা হইবে। বাছা সুধীর! এসব কথা ভুলিবে না।

সু। না মা! কখনই ভুলিব না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান ও খাদ্য-দ্রব্য-নির্ব্বাচন।

জ্ঞা। বাল্যকাল হইতে যে যে বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটী প্রয়োজনীয় বিষয়—শরীর-পালন, জল বায়ুর দোষ গুণ শিক্ষা করা, এবং খাদ্য-দ্রব্য-নির্ব্বাচন করা।

সু। কেন?

জ্ঞা। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রথমে যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, এবং যে যে নিয়ম পালন করিলে সচরাচর কোন রোগ হয় না, তাহার চেষ্টা করা উচিত। কেন না, যদি শরীর সুস্থ থাকে, তবেই লোকের দেবকার্য্য বা ধর্ম্মকার্য্য বল, কিম্বা বিদ্যানুশীলন বল, সকলই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আর শরীর অসুস্থ থাকিলে, তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পুষ্প শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিলেও, তাহার আরাম নাই ও মনে শান্তি নাই। আর অন্য দিকে যাহার শরীর নীরোগ, এবং যে সুস্থকায়, সে যদি দিনান্তেও একবেলা আহার করে, তবুও তাহার মনে স্ফূর্ত্তি থাকে।

সু। শরীর পালনে আচার শিক্ষা করিবার কি আছে, তাহা বুঝিলাম না। আমরা যে প্রকার আহার বিহার করিতেছি, ও নিদ্রা যাইতেছি, তাহাতেই বেশ আছি। কেন? আমরা ত

শরীর পালন শিক্ষা না করিয়াই এত বড় হইয়াছি। পাড়াগাঁয়ে কি সহরেই বা কয়জনে শরীরপালন শিক্ষা করিয়া সেইমত চলিয়া থাকে; তাহারা কি সকলেই অসুখী? সে দিন বাঁড়ুয্যে-দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের মজলিসে এ বিষয় অনেক তর্ক হয়।

স্ত্রী। কা'র সঙ্গে কি কি তর্ক হইল? বল দেখি?

স্থ। দই খাওয়া হইয়াছে, ক্ষীর সন্দেশ পরিবেশন করা হইতেছে, কয়েকজন ব্রাহ্মণে খুব ক্ষীর ও সন্দেশ টানিতেছে, লোকগুলির পেট টন্‌টন্‌ করিতেছে, এমন কি, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে; তবুও সন্দেশের টান কমিতেছে না। তাহাতে আমাদের স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র প্রফুল্ল বলিল, "একে এই গরম, তাহাতে চারিদিকে কলেরা হইতেছে, আপনাদের কি একটুও ভয় করেনা? এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আহার করিয়াছেন, তাহাতেই অতিরিক্ত আহারে অসুখ হইতে পারে, আর এরূপ আহারে লাভ কি?" তাহাতে বাঁড়ুয্যেদের বড়কর্ত্তা একটু চটিয়া বলিলেন,—"তোমরা স্কুলের ছেলে, বেশী বোঝ, এবং আমাদের চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধি বেশী রাখ, তোমাদের সকলতাতেই অসুখ হয়। এত সাবধানে থাক, তবু তোমাদের ব্যারাম হয় কেন? দেখ আমরা কখনও স্কুলে পড়ি নাই এবং শরীর পালন বা স্বাস্থ্য-রক্ষার মুখও দেখি নাই, তবু আশী বৎসর বয়স হইতে চলিল, এখনও তোমাদের চেয়ে দ্বিগুণ আহার করিতে পারি। তোমাদের বয়সে আমরা লোহার কলাই হজম করিয়াছি। এখনই বা কম কি? আহারাদির অনিয়মের জন্য পীড়া হওয়া ভ্রম; পীড়া যখন হয়, তখন অতিরিক্ত আহার না করিলেও হইয়া থাকে," আবার না হইবার সময় হাজার অতিরিক্ত খাইলেও হয় না।

বুড়া ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ও বাড়ীর হরিচরণ চাটুয্যে বলিলেন, কেন বাপু? ছি! তোমরা দেখিতেছি যে ভোজনে কণ্টক। একজন খরচ করিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজন দিতেছেন, আর ব্রাহ্মণগণ আহার করিতেছেন, তাহাতে তোমরা বাদী হও কেন? মরেন—ওঁরাই মরিবেন; তাহাতে তোমাদের কি?

জ্ঞা। এ কথায় প্রফুল্ল কি বলিল?

সু। প্রফুল্ল অতি নম্র ভাবে বলিল,—"ভোজনকণ্টক হওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে এই কথা বলি, আহার করা শরীর রক্ষার খাতিরে, সুমিষ্ট খাদ্যের খাতিরে নহে, সেই শরীর রক্ষা করিতে গিয়া যদি অতিরিক্ত আহার করিয়া সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করায় আর লাভ কি?—বরং অত্যন্ত ক্ষতি।"

এ কথায় চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"বেশ শিক্ষা দিয়াছ "বাপু! আর শিক্ষা চাইনা, আমরা এই ভাবেই কাটাইয়া যাইব; তোমরা আমাদের সাম্‌নে এমন জেঠামী করিও না, আমরা মরিয়া গেলে যাহা হয় করিও, আমরা দেখিতে যাইব না।"

এই কথা বলিতেই, এক ব্রাহ্মণ হড়্ হড়্ করিয়া বমি করিয়া দিল, আর সকলেই উঠিয়া দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল।

জ্ঞা। তখন বড়কর্ত্তা ও চাটুয্যে মহাশয় কি বলিলেন।

সু। তাঁহারা নিঃশব্দে আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গাঙ্গুলী ঠাকুর বলিলেন, যাই বল, "স্কুলের ছোঁড়ারা যা যা বলে তার অনেকটা ঠিক বটে; হাতে হাতেই তাহার প্রতিফল দেখা গেল।"

জ্ঞা। সুধীর! এখন জিজ্ঞাসা করি, এই তর্কবিতর্ক ও চাক্ষুষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি কি বুঝিলে?

সু। বেশী আহার করিলে বমি হয়।

জ্ঞা। বেশ শিখিয়াছ ত? আরে অবোধ! সকলেরই কি এক প্রকার অসুখ হয়? অতিরিক্ত আহারে যে যে দোষ হয়—তাহা বলিতেছি।

সু। তবে কি?

জ্ঞা। বলিতেছি, শুন। প্রফুল্ল ঠিক কথাই বলিয়াছে; তাহার বলার উদ্দেশ্য আহার করা—শরীর রক্ষা করা। যে যে দ্রব্য পুষ্টিকর, যাহা লঘুপাক অথচ সুখদ, তাহাই পরিমিত রূপে আহার করা উচিত। কতকগুলি গুরুপাক অসার জিনিস দ্বারা উদরপূর্ণ করা নিতান্ত অন্যায়।

সু। কোন্ কোন্ দ্রব্য লঘু পাক, কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরু পাক, তাহা কি করিয়া জানিব?

জ্ঞা। এ সকল ক্রমে শিক্ষার দরকার; কিন্তু তোমাকে যে গুলির বিষয় বলি, তাহা স্মরণ রাখিও। নিজের ও অন্যান্য বালক-বালিকাগণের যাহাতে তদনুযায়ী কাজ হয়, তাহা করিবে। ডাল, ভাত, মৎস্য, মাংস, তরকারী, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য লঘুপাক ও পুষ্টিকর।

সু। কেন? ঘি নাকি গুরুপাক ও অপকারী?

জ্ঞা। বঙ্গদেশের অনেকেই ঘি গুরুপাক বলিয়া মনে করে, এবং খুব অল্প ব্যবহার করে। তবে পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের লোকে ঘিকে লঘুপাক মনে করে, এবং তাহারা অসুস্থ বা সুস্থাবস্থায় ঘি ভিন্ন তৈল ব্যবহার করে না।

সু। ইহার কারণ কি?

জ্ঞা। ইহার কারণ—দেশের জল বায়ুর দোষগুণ এবং

অভ্যাস, আর এক কারণ এই যে, বাঙ্গলাদেশে ঘৃত কম জন্মে।

সু। জলবায়ুর দোষ গুণ কি রকম?

জ্ঞা। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের জল এত উৎকৃষ্ট যে, সেখানে খুব ক্ষুধা বোধ হয়। গুরু আহারাদি করিলেও পেটের অসুখ কম হয়, এবং জল হাওয়ার গুণে সে দেশের লোক খুব বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হয়।

সু। তবে বঙ্গদেশের জল বায়ু কি খারাপ?

জ্ঞা। বঙ্গদেশের জল বায়ু যে খারাপ, সে একশবার। নিম্ন-বঙ্গের জল বায়ু আরও খারাপ। সেজন্য দেখিতে পাওনা, সে অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এক বেলা আহার করিয়া অন্য বেলা আহার করিতে চান না। ক্ষুধা বোধ হয় না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, অনেকেরই অম্লপিত্তের ব্যারাম আছে।

সু। একি কেবল জল বায়ুর দোষ? না অন্য কারণ আছে?

জ্ঞা। এ বিষয় পরে বলিতেছি। আগে খাদ্য দ্রব্যের লঘুপাক সম্বন্ধে বলিতেছি,—ঘি প্রকৃত পক্ষে কিছু গুরুপাক হইলেও যতটা মনে করা হয়, ততটা নহে, টাট্‌কা গেয়ে ঘি অল্প পরিমাণে প্রতি-দিন গরম ভাতের সঙ্গে খাইলে শরীরে খুব বল হয়, ও শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

সু। হাঁ, ঘি তবে বড় উপকারী; তা হইলে আমরা রোজ কেন ঘি খাইনা?

জ্ঞা। কটু ঘি, ভেজাল ঘি, পুরণো ঘি, কাঁচা ঘি না খাও-য়াই ভাল।

সু। কাঁচা খে'লে কি হয়?

জ্ঞা। এরূপ ঘি কাঁচা খে'লে, বুকজ্বালা করে, হজমের ব্যাঘাত হয়, ও অম্লপিত্তের ব্যারাম হয়। আর কাহারও কাহারও পেটের অসুখ হয়।

সু। বেশ কথা কটু ও পুরাণ ঘি কখনও খাবনা, ভেজাল কি রকম ?

জ্ঞা। অনেক দুষ্ট দোকানদার ও গোয়ালাগণ ঘিতে চর্ব্বি মিশায়, তাহাতে ঘি খারাপ হইয়া অখাদ্য হয়।

সু। ভেজাল ঘি কি রকমে জানিব ?

জ্ঞা। ভেজাল ঘি কি রকমে জানিবে, ভেজাল ঘির রঙই স্বতন্ত্র। তাহার গন্ধ বিগড়াইয়া যায়, এবং একটু জিহ্বায় দিলেই খাঁটী কি ভেজাল, তাহা জানা যায়।

সু। তবে কি খরিদের সময় বেশ করিয়া দেখা উচিত ?

জ্ঞা। তা উচিত নয়ত কি ? পয়সা দিয়া খারাপ জিনিস খরিদ করিয়া আনিলে নিজের অনিষ্ট হয়। তুমি বাঁচ কি মর, আমাদের দেশের দোকানদার তাহার জন্য এক তিলও ভাবে না। কিন্তু বিলাতী দোকানদারগণ এ 'বিষয়ে বড় ভাল। সর্ব্ব সাধারণের যাহাতে অপকার হইবে, কখনও তাহা বিক্রী করে না, করিলে সাজা পায়।

সু। কেন ? আমাদের দেশের দোকানদারেরা সাজা পায়না কেন ?

জ্ঞা। কোথায় সাজা পায় ? আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে সাহেবদের তাড়নায় অনেক দেশী লোকের চৈতন্য হইয়াছে, তাই দুই চারিটা দোকানদার খারাপ খাদ্য বিক্রয়ের জন্য সাজা পাইতেছে।

সু। আমাদের দেশীয় দোকানদারগণের এরূপ হইবার কারণ কি?

জা। কারণ আর কিছুই নহে—মূর্খতা, শিক্ষার অভাব, ও দেশের লোকের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা ইহার প্রধান কারণ। আর এক কারণ, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মাচরণশিক্ষা।

সু। যদি ভাল ঘি না মেলে, তবে কি করিবে?

জা। ভাল ঘি না পাইলে কাঁচা ঘি কখনই পাতে খাবে না। ঘির প্রতি সন্দেহ হইলে সেই ঘি বেশ গরম করিয়া জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে কয়েকটা লেবুর পাতা দিলে, ঐ ঘি বিশুদ্ধ হয়। লেবুর পাতায় ঘির দূষণীয় ভাগটা শোধন করিয়া লইয়া ঘি কে বিশুদ্ধ করে।

সু। ঘি অন্য কিরূপে খাওয়া যায়?

জা। ডাল, মাংস ও তরকারী প্রভৃতিতে সম্ভারে ঘি খাইলেও শরীর পুষ্ট হয়। পীড়িতাবস্থায় বা অজীর্ণদোষ যাহাদের আছে, তাহাদের কখনই কাঁচা ঘি খাওয়া উচিত নহে। ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাওয়া উচিত। পেটের অসুখ বা তরুণজ্বরে কখনই ঘি খাইবে না,—এ কথা বেশ স্মরণ রাখিবে। পিত্তল ও কাঁসার পাত্রে ঘি রাখিলে উহা কটু হয়, এবং যখনই ঘি খাইবে, গরম করিয়া খাওয়া উচিত, ঠাণ্ডা ঘি খাবে না, উহাতে পিত্তিবৃদ্ধি হয়।

সু। বুঝিলাম, এবং ঘির দোষ গুণও বেশ শিখিলাম; কিন্তু পিত্তিবৃদ্ধি কাকে বলে?

জা। পরে বলিব।

সু। মা! ডাল কোন্‌টা ভাল—কোন্‌টা মন্দ—তাহা বুঝাইয়া বল।

জ্ঞা। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নানা প্রকার ডালের প্রচলন। ঢাকা ও বরিশাল জেলায় মসুরির ডাল, কলিকাতা ও হুগলীতে কলাইএর ডাল, রাজসাহী, ফরিদপুর ও যশোহরে মটরের ডাল, ও রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে, খেঁসারীর ডালের প্রচলন। হিন্দুস্থানীরা অরহরের ডালের বেশী ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে—মসুরীর, মুগের ও বুটের ডালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মসুরের ডালে নাকি ত্রিদোষ নষ্ট করে। ইহা লঘুপাক ও বলকারক। কবিরাজেরা বলেন, মসুরের ডাল বায়ু, পিত্ত কফ নষ্টকারক।

সু। মা! এখন দুধের বিষয় বল, দুধের কি দোষ গুণ?

জ্ঞা। হাঁ! বেশ কথাই মনে করিয়াছ। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দুধই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

সু। কি গুণে দুধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ?

জ্ঞা। শরীর রক্ষার জন্য যে, যে দ্রব্যের আবশ্যক, দুগ্ধের মধ্যে তাহার সমস্তই পাওয়া যায়। শরীররক্ষোপযোগী, জল, চিনি, লবণ ও তৈলাক্ত পদার্থ প্রভৃতি আরও-অনেক দ্রব্য দুধের সঙ্গে মিশ্রিত আছে।

সু। দুধের মধ্যে যে এই সব দ্রব্য আছে, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। আমাদের দেশীয় লোকে ইহার বড় খোজ খবর রাখিত না; কিন্তু সাহেবেরা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়াছেন, যে দুধের মধ্যে কোন্ জিনিসের কত অংশ আছে।

সু। এই সকল যে দুধে আছে, তাহার প্রমাণ কি সাহেবেরা অনুমানে ঠিক করিয়াছেন?

জ্ঞা। দুধের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কি করিয়া করে, আমি তাহা জানি না, তবে মোটামুটী যাহা দেখিতে পাই তাহাই বলি; প্রথমে দেখ, দুধের মধ্যে জল আছে কি না—দুধের মধ্যে তেঁতুল দিয়া ছানা প্রস্তুত করিতে দেখ নাই, আমরা অনেক দিন ছানা প্রস্তুত করিয়াছি।

সু। হাঁ! দেখিয়াছি।

জ্ঞা। দুধ জমিয়া ছানা হইলে বাকী কি থাকে?

সু। জল।

জ্ঞা। সেই জল বিশুদ্ধ জল নহে; তাহাতে চিনি লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত এবং কেজিন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে; যাহা হউক, দুগ্ধে যে জল আছে তাহার সন্দেহ নাই।

সু। ঠিক। আচ্ছা—তবে চিনি যে আছে, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। চিনি যে আছে, তাহার প্রমাণ দুধ মিষ্ট লাগে; বিশুদ্ধ জলে চিনি নাই, তাই মিষ্ট লাগে না। দুধ জ্বাল দিয়া গাঢ় করিলে মিষ্ট লাগে, কেন না জল শুকাইয়া যায়।

সু। বেশ বুঝিলাম,—লবণের প্রমাণ কি?

জ্ঞা। লবণ খুব কম মাত্রায় আছে; নষ্ট দুধ জ্বাল দিয়া শুকাইলে একটু লোণা আস্বাদ লাগে,—তাহা বুঝি জান?

সু। জানি।

জ্ঞা। দুগ্ধে যে তৈলময় পদার্থ আছে, তাহা আর বলিতে হইবে না; কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, দুগ্ধ হইতে মাখন, এবং মাখান হইতে ঘি প্রস্তুত হয়। দুগ্ধে যে পণির আছে, তাহার প্রধান প্রমাণ ছানা।

সু। তবে—বেশ বুঝিলাম, দুগ্ধে জল, চিনি, ঘি, পণির ও লবণ প্রভৃতি আছে।

জ্ঞা। পৃথিবীতে যত রকম খাদ্য ও পানীয় আছে তন্মধ্যে দুধ এই জন্য সর্ব্বপ্রধান, কারণ একমাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই লোকে বাঁচিতে পারে, তাহা দ্বারা শরীরের কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই; তাই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দয়া পূর্ব্বক স্ত্রী-জাতির স্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাতেই সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া ঐ দুগ্ধ পান করতঃ ক্রমে সবল ও পুষ্ট হয়। মাতার দুগ্ধে ঐ সকল জিনিস না থাকিলে শিশুর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এবং তজ্জন্যই দেখা যায়, কোন কোন সাধু পুরুষ আজীবন দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

সু। হাঁ মা! দুধ তবে এমনই জিনিস? আচ্ছা! গাইয়ের দুধ ও মাতৃস্তন্যের কি একই রকম গুণ?

জ্ঞা। ঠিক একই প্রকার; তবে মায়ের দুধে জলের ভাগটা কিছু বেশী, তাই পাতলা দেখা যায়, নতুবা আর সমস্ত প্রায় গাইয়ের দুধের মত।

সু। মায়ের দুধ পাতলা হইবার কারণ কি?

জ্ঞা। মায়ের দুধ পাতলা হইবার কারণ এই যে, সহজে জীর্ণ হইবার উপযোগী করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, নতুবা শিশুর পেটে পীড়া হইবার খুব সম্ভাবনা থাকিত। মাতৃদুগ্ধের অভাবে সদ্যজাত শিশুকে গাধার দুগ্ধ খাওয়াইতে পারা যায়। গাধার দুধ না মিলিলে গাইয়ের দুধ দুই ভাগ ও জল এক ভাগ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সু। আচ্ছা—আমি আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমরা

যখন ব্রহ্মদেশে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি, সন্তান জন্মিবার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসেই বর্ম্মারা সন্তানকে ভাত খাওয়াইতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশের ছেলেদের গাইয়ের দুধের সঙ্গে জল না মিশাইয়া দিলেই অসুখ হয়, আর তাহাদের ভাত খাইয়াও অসুখ হয় না কেন?

জ্ঞা। সুধীর! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, একথা আমরাও ভাবিয়া থাকি। শিশুদের দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত তরল দ্রব্য ভিন্ন অন্য আহার দিবে না, কিন্তু দাঁত উঠিলেই ভাত ইত্যাদি হজম করিবার শক্তি জন্মে,—ইহাই বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত। ৭।৮ মাসের সময় দাঁত উঠিবারকালে অন্নপ্রাশন দেওয়াই আমাদের দেশের রীতি, কিন্তু বর্ম্মাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসেই অন্নপ্রাশন হয়,—তাহা এক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু অভ্যাস ও দেশাচার কথা দুইটী বড়ই চমৎকার। অভ্যাসদ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়া অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাবরূপে পরিণত হয়। অভ্যাসদ্বারা না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই; বোধ হয়, আসাম দেশের ছেলেপিলেকে অভ্যাস করাইলেও ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু সুধীর! মনে রাখিও, দুধ বলিলেই সকল দুধ এক রকমের নহে; দুগ্ধবিক্রেতাগণ দুগ্ধে নানা রকম ভেজাল দেয়। দুধে সময় সময় পোকা দেখা যায়, উহা আর কিছুই নহে,—দুধে যে পচা জল মিশ্রিত করা যায়, তাহারই পোকা।

সু। আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে আর কি এমন কিছু নাই, যাহা খাইয়া লোক বাঁচিতে পারে?

জ্ঞা। আহারীয় জিনিসের মধ্যে দুগ্ধের নীচেই আলু।

সু। কোন্ আলু?

জ্ঞা। গোল আলু।

সু। গোল আলুতে কি কি জিনিস আছে?

জ্ঞা। শ্বেতসার, চিনি, লবণ, এবং যবক্ষারযানঘটিত অন্যান্য এমন দ্রব্য আছে, যাহা খাইয়া লোক কিছুদিন জীবনধারণ করিতে পারে।

সু। আলুর নীচে আর কি কি খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট?

জ্ঞা। আলুর নীচে মাংস। আলুতে যাহা আছে, মাংসে তাহা নাই, আবার মাংসে যাহা আছে আলুতে তাহা নাই, মাংস যে খুব পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এক মাংস খাইয়া লোক অনেক দিন বাঁচিতে পারে না।

সু। মাংসে কি কি আছে?

জ্ঞা। চর্ব্বি, নাইট্রোজেন্ ও ফস্‌ফরাস্ ইত্যাদি আছে।

সু। মাংস কি গুরুপাক—না লঘুপাক?

জ্ঞা। তাহা মাংস বুঝিয়া। এক এক জন্তুর মাংস এক এক গুণবিশিষ্ট। আমাদের দেশের হিন্দুগণ পাঁঠা ও ভেড়ার মাংস ব্যবহার করেন। তৎসম্বন্ধেই এখন বলিব। পাঁঠার মাংস কিছু গুরুপাক বলিয়া মনে করা যায়,—তাহার কারণ, ঘির বিষয় যে উত্তর দিয়াছি, মাংস সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। সাহেব ও মুসলমানগণ পাঁঠার মাংস গুরুপাক বলিয়া মনে করেন। মাংস তাহাদের নিত্য ব্যবহারের জিনিস, মাংস ভিন্ন সাহেবদের খানাই হয় না; কিন্তু আমাদের দেশে যেরূপ মাংস খাওয়ার রীতি আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। পল্লীগ্রামের লোকে পূজা-পর্ব্ব-উপলক্ষে

মাংস চক্ষে দেখেন, তাহাও কাহারও ভাগ্যে কিছু বেশী জুটে, কেহবা হাড় খানাও পান না।

স্থ। কেন?

জ্ঞা। পল্লীগ্রামের পূজা-উপলক্ষে দুই একটা পাঁঠা বলি হইলে, হয় ত শতাধিক ব্রাহ্মণ ও দুই তিন শত শুদ্র নিমন্ত্রিত হয়, ব্রাহ্মণদের আহার হইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বাজে লোকে পায়। অনেক সময় ব্রাহ্মণদেরই পেট ভরে না, তা' আবার শুদ্রেরা কি খাইবে! আর ছ'মাস এক বৎসরান্তে যেরূপ পেট ভরিয়া খায়, তাহাতে কাহারও কাহারও হয় ত, দুই দিন ক্ষুধাই হয় না। কাহারও বা পেটে অসুখ হয়, কেবল মাংস নয়, মাংসের সঙ্গে অন্যান্য জিনিস গুরুতর ভোজন করিলে মাংস সহজেই গুরুপাক হইয়া উঠে, এজন্য মাংসের প্রতি কুসংস্কার আছে, যে মাংস সহজে হজম হয় না,—ইত্যাদি। আর এক কথা—আমাদের দেশের মাংস রন্ধনের রীতিও আপত্তিজনক; কেন না মাংসে গরমমসলা ও ঘৃতের ভাগ এতই বেশী দেওয়া হয় যে, মাংসের ঝোলের পরিবর্ত্তে ঘি ও মসলার ঝোলই খাইতে হয়, কাজেই লোকের তাহা হজম হইবে কেন?

স্থ। মাংসে তবে গরম মসলা কি খারাপ?

জ্ঞা। না—গরমমসলাকে আমি খারাপ বলি না; বরং অল্পমাত্রায় গরমমসলা দিলে মাংস হজমের পক্ষে সহায়তা করে; কারণ, আমরা দেখিতে পাই, পেটের অসুখ ও হজমের যত ঔষধ আছে, তাহার প্রায়ই এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি গরমমসলা দ্বারা প্রস্তুত।

স্থ। মাংসে তবে কি পরিমাণ গরমমসলা দেওয়া উচিত?

জ্ঞা। কতটুকু মাংসে কত টুকু গরমমসলা দিবে, তাহা পাক-রাজেশ্বর বা পাক-প্রণালীতে আছে ; সাহেবেরা প্রায়ই ওজনমত সমস্ত মসলা দিয়া পাক করে, তবে আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা খাটে না। কেবল একটু আন্দাজ ও বিবেচনা করিয়া দিলেই যথেষ্ট। মাংসের ঝোল যাহাতে বিস্বাদ ও গাঢ় না হয়, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া পাক করিলেই হইল। এ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ তোমরা ছেলে মানুষ, ও পুরুষ ছেলে, এখন তোমাদের পাকপ্রণালী শিক্ষার সময় নহে। ক্রমে ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারিবে। আর তোমাকে একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে মোটামুটী সাদাসিদে কথাগুলি মনে রাখিবে।

সু। ঘি ও দুধে যেমন ভেজাল থাকে, এবং তাহা দ্বারা শরীরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, মাংসে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

জ্ঞা। বাঃ! আছে নয় ত কি ?

সু। কি রকম ?

জ্ঞা। ঘি ও দুগ্ধ অপেক্ষাও মাংসে বেশী ভয়ের কারণ আছে; কেন না কসাইয়েরা সময় সময় বৃদ্ধ, পীড়িত বা ভিন্ন জাতীয় জন্তুর মাংস এমন কি মৃত জন্তুর মাংসও বিক্রয় করিয়া থাকে। অতএব মাংস কিনিতে হইলে খুব সাবধানে কিনিবে।

১। দেখিবে, মাংস টাট্‌কা না বাসি। টাট্‌কা মাংসের গন্ধ ও রঙের সহিত বাসি মাংসের রং ও গন্ধ বিষয়ে বিভিন্নতা আছে।

২। যে জন্তুর মাংস বলিয়া কিনিবে, তাহাতে অন্য মাংস ভেজাল আছে কি না ?

৩। যে জন্তুর মাংস বিক্রয় হইতেছে, তাহার মাথা ও লেজ পরীক্ষা করিবে। কিন্তু ধূর্ত্ত বিক্রেতাগণ আবার লোক দেখানের জন্য লেজ ও মাথা রাখিয়া হয় ত মাংসের সঙ্গে নানারূপ খারাপ মাংস মিশায়।

৪। জন্তুটী বৃদ্ধ বা পীড়িত ছিল কি না?—তাহা দেখিবে।

৫। স্ত্রীজাতীয় জন্তু হইলে ঐ জন্তু গর্ভিণী ছিল কি না?—দেখিবে।

সু। কেন?—দেখিবার আবশ্যক কি?

জ্ঞা। আবশ্যক আছে। এসব দেখিয়া না খাইলে চাই কি—হিতে বিপরীত হইতে পারে। কেন না, মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্য—শরীরের পুষ্টি সাধন করা, যদি তুমি বাসি বা পচা মাংস খাও, তাহা হইলে তোমার পরিপাকের ব্যাঘাত হইবে। যদি তুমি বৃদ্ধ বা রোগা জন্তুর মাংস খাও, তাহা হইলে তোমার শরীরে সেই রোগগ্রস্ত জন্তুর রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। হয় ত, সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত জন্তুর মাংস খাইলে তোমার সেই ব্যাধি হইতে পারে। আবার পাঁঠার মাংস বলিয়া কশাইগণ শৃগাল কুক্কুরের মাংস বিক্রয় করিতে পারে। তাহাতে তোমার প্রবৃত্তি কত দূর বিগড়াইয়া যাইবে, অবশ্য বুঝিতে পার। তুমি টের পাইলে হয় ত বমি করিতে করিতে অস্থির হইবে, অথবা চিরকালের জন্য তোমার মাংসের উপর ঘৃণা জন্মিবে, সত্য কি না?

সু। হাঁ! বেশ বুঝিলাম, একথা আমি বেশ স্মরণ রাখিব। কেন না, মাংস অপেক্ষা জন্তু খরিদ করিয়া তাহা মারিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়াই উচিত।

জ্ঞা। হাঁ! বেশ কথা; কিন্তু সকলের অবস্থায় একটা পাঁঠা

মারা ঘটিয়া উঠে না। এবং ঘটিলেও একটা পাঁঠা খাইয়া শেষ করা যায় না। যদি ঘরেও পাঁঠা মারা হয়, তবুও জন্তুটী সুস্থ কি—না, দেখিয়া মারিবে। নতুবা রোগা পাঁঠায় অনিষ্ট হইতে পারে। এবিষয়ে য়িহুদিরা বড় সাবধান। তাহারা বাজারের মাংস খায় না। মোল্লা দ্বারা জবাইকরা মাংস ভিন্ন অন্য মাংস তাহারা খায় না। মোল্লাও এমনই সাবধান ও শিক্ষিত যে কোন জন্তুর রোগ থাকিলে তাহা সে দেখিলেই টের পায়, এবং সন্দেহ স্থলে সে কখনই জন্তু জবাই করে না। কোন জীবহত্যা করিয়া আহার করা অনেকে পছন্দ করে না, কিন্তু কাটিয়া দিলে খাইতে আপত্তি নাই।

সু। পূজা উপলক্ষে যে সব পাঁঠা কাটা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই।

জ্ঞা। তাহাতে নানা রোগা পাঁঠা কাটা হয়; সে সব না কাটাই ভাল।

সু। মাংসের পর কি?

জ্ঞা। মাংসের পরই মাছ। মাছ নানাপ্রকার আছে,—তন্মধ্যে নানাপ্রকার চুণামাছ, কই, মাগুর, রুই, বাইন ও শোল প্রভৃতি মাছ বিশেষ পুষ্টিকর। অন্যান্য অনেক রকম মাছ আছে, তাহার অধিকাংশই উপকারী নহে, বরং কোন কোন মাছ অপকারী।

সু। চুণা মাছ কোন গুলি?

জ্ঞা। চুণামাছ একটা সাধারণ নাম, 'চুণা অর্থাৎ চুণের মত সাদা,' ছোট ছোট যত রকম মাছ আছে, সকলই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী—যেমন মৌরুল্লা, বেলে, চাঁদা, চাঁপলে, খল্‌শে, বাতাসী ইত্যাদি।

সু। মাছ সম্বন্ধে বাছনি চলে না।

জ্ঞা। মাছ অতি ক্ষুদ্র জন্তু, তাহার বাছনি চলে না বটে; কিন্তু তবুও পচা জলের মাছ, বা দুষিত মাছ খাইতে নাই। যে সমস্ত মাছ নানারূপ অখাদ্য খায়, তাহা খাওয়া উচিত নহে, মাছ যাহারা খায়, প্রকারান্তরে তাহারা সকলই খায়। কেন না, মাছ নানাপ্রকার ময়লা খায়। ঐ সব ময়লা মাছের শরীরে রক্তমাংসে পরিণত হয়, এবং সেই মাছ খাইলে প্রকারান্তরে সকল জিনিস খাওয়া হয়, ফলতঃ—বিবেচনা না করিয়া যে সে মাছ খাইলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা।

সু। মাছ মাংস না খাইলে কি চলে না? সেদিন আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ও হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের ভিতর এ বিষয় অনেক তর্কবিতর্ক হইতেছিল।

জ্ঞা। তাহাতে কে কি বলিলেন?

সু। হেড্মাষ্টার বলিলেন, "কাল মাংস খাইয়া পেটের অসুখ হইয়াছে,—পেট ফেঁপেছে—দুই তিনবার দাস্তও হইয়াছে। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন, 'এটী পাপের ফল'। দেখুন্ দেখি হাতে হাতে ফলিয়াছে। সেই জন্যই বৃথা মাংস খাইতে নাই।

জ্ঞা। তাহাতে হেড্ মাষ্টার কি বলিলেন?

সু। তাহাতে হেড্ মাষ্টার বলিলেন "কেন? কোন দেব-দেবী-সম্মুখে বা বেলতলায় বা বটতলায় পাঁঠাটি কাটিলেই তাহা শুদ্ধ হইল, আর যেখানে সেখানে কাটিলেই তাহা বৃথা হইল? ফলতঃ—দেব দেবীর উপলক্ষে যে পাঁঠা রাখা হয়, এবং পূজায় বলি দিয়া ভোগান্তে যাহারা প্রসাদ বলিয়া খায়, তাহারা একথা বলিতে পারে বটে; কিন্তু যাহারা পাঁঠাটী আগে হইতে 'খাব'

বলিয়া খরিদ করে, এবং পরে নামমাত্র দেবীর নামে উৎসর্গ বা অনুৎসর্গ করিয়া কোন মতে এক কোপ মারিয়াই, আনন্দে আহারের বন্দোবস্ত করে, তাহাদের মতে আর ধর্ম্মই কি—আর অধর্ম্মই কি—আর উৎসর্গ ই বা কি ? তাহাদের সেই মত কাটা-পাঁঠা ও আমাদের যেখানে সেখানে কপটতাবিহীন কাটা-পাঁঠা একই প্রকার। আমাদের কাটা মাংসকে বৃথা, আর আপনাদের কপটাচারে কাটামাংসকে কেহ শুদ্ধ বলিয়া মনে করিবেন না।”

জ্ঞা। পণ্ডিত এ কথায় কি উত্তর দিলেন ?

সু। তবুও পরমেশ্বরের নাম করিয়া পাঁঠাটি কাটিলে জীব-হত্যার পাপ হয় না। আপনারা যেরূপভাবে পাঁঠা কাটেন, তাতে বড়ই পাপ হয়।

জ্ঞা। মাষ্টার মহাশয় কি বলিলেন ?

সু। খাওয়ার জন্য জীবজন্তুহত্যা যদি পাপ বলিয়াই ধরেন, তবে দেবার্চ্চনার নাম করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়াই হউক, সকল বিষয়ই পাপ। কেন না দেবদেবী আর কখন পাঠা খান না, বা কাটিতেও বলেন না,—এটা লোকের স্বার্থসিদ্ধির ছলনামাত্র। তাই পাঁঠাকাটা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবিষয়ে বৈষ্ণবগণ অতি শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা হিন্দু হইলেও কালীপূজার সময় পাঁঠাকাটা চক্ষে দেখিতে পারেন না। পাঁঠাকাটা একটা শাক্তিক দৃষ্টান্ত।

জ্ঞা। এ কথায় পণ্ডিত মহাশয় কি বলিলেন ?

সু। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “বলিদান করিয়া মাংস খাওয়া শাস্ত্রে আছে, এবং অনর্থক পাঁঠা কাটিয়া খাইলে শাস্ত্রানু-সারে পাপ হয়—এই পর্য্যন্ত বুঝি। যুক্তি তর্কের ধার ধারি না ;

ইহাতে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বৈষ্ণবগণ কি হিন্দু নহেন? তাঁহারা তবে কি শাস্ত্র বিরোধী?"

জ্ঞা। পণ্ডিত মহাশয় কি উত্তর দিলেন?

সু। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"তাঁহারাও হিন্দু। তাঁহারা শাক্ত মত কি—তাহা বিশ্বাস করেন না, এবং শক্তিপূজা না করিয়া বিষ্ণু পূজা করেন; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে জীবহিংসা করা নিষেধ। তবে তাঁহারা মাছ খান কেন? মাছ কি আর জীব নহে?"

জ্ঞা। মাষ্টার মহাশয় কি বলিলেন?

সু। তিনি বলিলেন, "তাহা ঠিক, বিজ্ঞগণ বলেন, মাছ খাইলেও জীবহত্যার পাপ কতকটা হয়। তবে মাছ ক্ষুদ্র জন্তু, এবং তাহা প্রায়ই মৃতাবস্থায় খরিদ করা হয়, সুতরাং জীবহত্যার পাপ হয় না।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সে কথা নহে, আমরা খাই বলিয়াই মৎস্যজীবিগণ মাছ ধরে। আমরা না খাইলে তাহারা বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া কখনই এত লক্ষ লক্ষ জীবহত্যা করিত না। যাঁহারা মাছ ক্রয় করিয়া খান, পাপটী প্রকারান্তরে তাঁহাদের উপর বর্ত্তে।" এ কথায় মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"জীবহত্যার ভয়ে যাঁহারা মাংস খান না, তাঁহাদের মাছ খাওয়াও উচিত নহে, 'একথা সত্য' তাহার সন্দেহ নাই।

জ্ঞা। তাহার পর?

সু। তাহার পর আমরা চলিয়া আসিলাম, শেষে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা জানি না। মা! তবে মাছমাংস খাওয়া কি অন্যায়?

জ্ঞা। বাপু! এ এক বিষম সমস্যা। অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে ইহার মীমাংসা করা কঠিন। এ বিষয়ে

প্রবৃত্তি ও দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রয়োজন করে। যাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না, এবং অকপটচিত্তে ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ মনে করেন, তাঁহাদের মৎস্তমাংস না খাওয়াই কর্ত্তব্য। আর যাঁহাদের প্রবৃত্তি প্রবল, অথচ ধর্ম্মবিশ্বাস দুর্ব্বল, তাঁহাদের পক্ষে উহা না খাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল লোক দেখান ভণ্ডামী। তাহাও বেশী দিন টেঁকে না, এবং টিঁকিলেও মনে শান্তি থাকে না। দেখিলেও হয় ত খাইতে ইচ্ছা হয়। কেবল লোক দেখান দরকার বলিয়া হয় ত একটু সংযত হইয়া থাকেন মাত্র।

স্ত্র। যদি মাছমাংস না খে'লেও চলে, তবে অনর্থক কেন জীবহত্যাপাপে লিপ্ত হওয়া ?

স্বা। হাঁ! দুধ, ঘি ও শাক শব্জী যথেষ্ট পরিমাণে খাইলে, মাংস না খাইলেও চলে। তাহাতে শরীর খুব পুষ্ট থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা এক বিষম সমস্যা। এ বিষয় প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। আমাদের আধুনিক হিন্দুরা অনেক সময় তর্ক করেন, এবং বলিয়া থাকেন, মাংসাহারে পশু-ভাবের উত্তেজনা হয়—এবং তাহাতে লোককে নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলে এবং নানারূপ পাপাসক্ত করে; কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদেরই মতে শক্তির পূজা করিতে মদ্য মাংসের প্রয়োজন হয় কেন ? তবে, তাঁহাদের মনেও পশুভাবের উৎপত্তি হয়, এবং তাঁহারও পাপী। আবার দেখ! খ্রীষ্টান-পাদ্রিগণ, বৌদ্ধ-পুরোহিতগণ ও মুসলমান-সাধু-ফকিরগণের অনেকেই অতি কোমলপ্রাণ, ধার্ম্মিক ও সরল; কিন্তু, তাঁহারা ত মাছমাংস আহার করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে বৌদ্ধপুরোহিতগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মাংসই ভক্ষণ করেন।

কৈ ? তাঁহাদের ত পশুভাবের উত্তেজনা হইতে দেখা যায় না, বরং তাঁহারা যেমন নম্র, ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয়, এবং ক্রোধহীন, জগতের কোন ধর্ম্মের পুরোহিতই তেমন নহেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে শূকরের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ।

সু। মা ! যে ধর্ম্মে জীবহিংসা নিষেধ, সে ধর্ম্মের লোক মাংস খাইতে পায় কি করিয়া ?

জ্ঞা। জীবহিংসা করিতে নাই,—সেইজন্য আজ কাল আমরা ব্রহ্মদেশীয় লোককে মরা গরু, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদি জন্তুর মাংস খাইতে দেখি। জীবহিংসা না করিয়া স্বাভাবিক মৃত জন্তুর মাংস বোধ হয়, প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; এখনও দেখা যায়, বৌদ্ধেরা কসাইয়ের কাজ করে না। ব্রহ্মদেশীয় সকল কসাইই চীনা এবং মুসলমান। ব্রহ্মরাজের সময় কেহ কোন জীবহিংসা করিলে সাজা হইত। কিন্তু, ইংরাজের আমলে সাবেক প্রথার অনেকটা শিথিলতা হইয়াছে। সে দিন এক মেমের সঙ্গে তর্ক হওয়ায়, তিনি বলিলেন,—"আহারের জন্য মানুষজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সেই আহারের জন্য নিকৃষ্ট জন্তু বধ না করিলে অসংখ্য প্রাণী বৃদ্ধি হইয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত।" তাঁহারা আরও বলেন,—"বনে নানা জন্তু বাস করে,—তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও হিংস্র জন্তু। তাহারা আপনা হইতে দুর্ব্বল জন্তু সকল ধরিয়া আহার করে ; এবং ইহাই তাহাদের স্বভাব। তাহাতে তাহাদের মনে কোন গ্লানি বা পাপবোধ হয় না। শৃগাল-কুক্কুর ব্যাঘ্রের আহার, আবার সেই শৃগাল-কুক্কুর আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বল বিড়াল, শশক প্রভৃতি বিবিধ ক্ষুদ্র

জন্তু ধরিয়া আহার করে; বিড়ালেরা ক্ষুদ্র ইঁদুর, পাখী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। জলের মাছ ও আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মৎস্যাদি ধরিয়া আহার করে। পক্ষীসকল নানাপ্রকার কীটপতঙ্গাদি আহার করে। মোট কথা, পশু পক্ষী প্রভৃতি কীটপতঙ্গাদির অধিকাংশই আপনাপেক্ষা দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ধরিয়া আহার করে। আমি এই জন্যই বলি, যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ করিতে পারেন; এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমার মতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা না করাই ভাল।

সু। মৎস্য মাংসের পর আর কি খাদ্য ভাল?

জ্ঞা। ডিম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সু। কিসের ডিম?

জ্ঞা। যাঁহারা খান তাঁহাদের পক্ষে মুরগীর ডিম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; হিন্দুর পক্ষে হাঁসের ডিম ভাল।

সু। ডিম খাওয়ার নিয়ম কি?

জ্ঞা। খুব দুর্ব্বল রোগীকে ডাক্তরেরা কাঁচা ডিমের কুসুমের সঙ্গে চিনি, দুগ্ধও কখনও কখনও একটু ব্রাণ্ডি দিয়া থাকেন, উহা নাকি বড়ই বলকারক। সচরাচর খাওয়ার পক্ষে অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিম খুব ভাল। ডিম বেশী সিদ্ধ করিলে গুরুপাক হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে তাহা বড় পছন্দ করে না।

সু। তাহার পর?

জ্ঞা। আটা বা ময়দা। আটা চাউল অপেক্ষা গুরুপাক; ঘিএর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, আটা বা ময়দা সম্বন্ধেও তাই খাটে; তবে আমাদের এক বেলা আটা ও এক বেলা ভাত খাওয়াই উচিত। অনেক বাঙ্গালী এখন এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন।

ফলতঃ আটা বড় পুষ্টিকর খাদ্য। তরকারির মধ্যে আলু বাদে পটল, বেগুণ, মোচা, কাঁচকলা, শিম, বরবটী প্রভৃতি খুব ভাল।

সু। ফলের মধ্যে কোন্ ফল ভাল?

জ্ঞা। পেঁপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পেঁপে কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকারে খাইলেই উপকারী। পাকা পেঁপে কোষ্ট পরিস্কারক এবং স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট, এবং উহা বার মাস পাওয়া যায়।

সু। পেঁপের এমন গুণ! তাত আগে জানিতাম না! তারপর?

জ্ঞা। পেঁপের পর বার মাস ফলে—নারিকেল ও কলা। তাহা অপেক্ষা ভাল ফল আর নাই। তবে কালানুযায়ী আতা, পেয়ারা, দাড়িম্ব, আম, জাম, কুল এই সকল উৎকৃষ্ট ফল খাইলে বিশেষ অসুখ হয় না। তবে খারাপ জাতীয় পেয়ারার বীজে পেট অসুখ করে, আর টক কুল খাইতে নাই। কাঁকুড়, তরমুজ, শঁশা প্রভৃতি বড় ভাল জিনিস নহে। সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খে'লে বড় অসুখ করে না। অজীর্ণের পীড়া থাকিলে কখনও ইহাঁ খাইতে নাই।

সু। কলা, নারিকেল, কাঁঠাল কেমন?

জ্ঞা। কলা ভাল হইলে, বিশেষতঃ মর্ত্তমান কলা পুষ্টিকর এবং ভাল। 'অন্যান্য বীজবিশিষ্ট কলা ভাল নহে। নারিকেল খুব ঝুনা হইলে খাইবে না। খাইলে পেটের অসুখ করে। খাইয়া হজম করিতে পারিলে নেয়াপাতি নারিকেল খুব পুষ্টিকর জিনিস বটে; কাঁঠাল বড় গরম, অল্প মাত্রায় সুস্থ শরীরে খাইলে অসুখ হয় না; বেশী খাইলে অসুখ হয়।

স্থ। কলা, নারিকেল তুমি ভাল বলিলে,—আমাদের দেশে কলা নারিকেল দেখিয়া লোকে ভয় করে,—বলে জ্বর হয়, তা কি সত্য ?

জ্ঞা। একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে ; তবে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার বড় প্রাদুর্ভাব। সেখানকার লোকের স্বভাবতঃই শরীর দুর্ব্বল, ও রোগগ্রস্ত। তাহাদের পক্ষে যাহা খাওয়া যায়, তাহাতেই অসুখ হয়। মিষ্টির মধ্যে চিনি, বাতাসা, ওলা, মিশ্রি, টাট্‌কা সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল। বাসী মিঠাই খারাপ। গুড় ভাল জিনিস নহে।

স্থ। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম ; কিন্তু আরও কয়েকটা ছোট ছোট কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা ! পান তামাক খাওয়ার যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহা ভাল কি মন্দ ?

জ্ঞা। বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ! আমারও অনেক দিন হইতে সে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। বেশ সুযোগমত সময়ে কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তবে শুন। ভাত খাইয়া তামাক খাইতে হয়— এমন কোন স্বাভাবিক নিয়ম নাই। লোকে এক একটা আয়াসের জন্য ওরূপ অভ্যাস করে ; আহারান্তে পানটা খাওয়ায় বিশেষ অনিষ্ট করে না ; বরং পরিপাকের সহায়তাই করে। কারণ, পান চিবাইতে অনেক পরিমাণে লালা উদরস্থ হয়। তাহাতে পরিপাকের সহায়তা করে। লালা ভিন্ন খাদ্য পরিপাক হয় না ; যত রকম রসে খাদ্য পরিপাক হয়, লালা তাহার মধ্যে এক উৎকৃষ্ট রস। উহাতে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয়, এবং পানে শ্লেষ্মা নষ্ট করে। তাহার প্রমাণ—কবিরাজেরা পানের রস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয়তঃ,—পানের সঙ্গে

চুণ থাকায় উহাতে অম্ল নষ্ট হয়, এবং খয়ের ও সুপারি থাকায় উহা একটু আগ্নেয় ও সঙ্কোচক হইয়া উপকার করে।

সু। তবে আমাদের দেশের পান খাওয়া রীতিটা খুব ভাল। আমিও পান খাওয়া অভ্যাস করিব।

জ্ঞা। তোমাকে আমি পান খাওয়ার উপদেশ দিতে পারি না; কারণ, তুমি ছেলে মানুষ।

সু। কেন?

জ্ঞা। পান খাওয়ায় যে উপকারের কথা বলিলাম, তাহার চেয়ে দোষের ভাগ বেশী।

১। পান খাইলে জিভ্ পুরু হয়, এবং দাঁতের পাশে সুপারির কুচি জমিয়া থাকে, ঐ সকল পচিয়া মুখে দুর্গন্ধ হয়। এজন্য ছেলে বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস করিলে উচ্চারণ শক্তির ব্যাঘাত জন্মে, এবং দাঁত নষ্ট হয়। যে পান না খায়, তাহার জিভ পুরু না হওয়ায় কঠিন শব্দও সে ভালরূপে উচ্চারণ করিতে পারে।

২। অধিক পান খাইলে ক্ষুধা মন্দ হয়। অতিরিক্ত পান-খোরদের দেখা গিয়াছে, তাহারা আদৌ ভাত খাইতে পারে না।

৩। সুপারির কুচি হজম হয় না, মলের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। এই কুচি দ্বারা আমাশয়ের পীড়া জন্মিতে পারে।

৪। পানের সঙ্গে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু থাকে, এবং মাকড়শার জালের ন্যায় সাদা সাদা জাল থাকে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের ডিম্ব সকল দেখা যায়। তাহা না জানিয়া খাইলে না জানি কতই অনিষ্ট হয়। আজকাল জীবতত্ত্ব ও জীবাণু লইয়া যে হুলুস্থুল পড়িয়াছে, না জানি বিলাতের লোকে এই সকল

কীটাণু পরীক্ষা করিয়া কি বলিবেন ? দুর্ভাগ্য বশতঃ এখনও এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

৫। চুণের সঙ্গে নানা প্রকার ধাতব পদার্থ থাকিতে পারে। তাহাও এক বিবেচনার বিষয়; কারণ, যাহারা চুণ প্রস্তুত করে, তাহারা মূর্খ এবং অজ্ঞ। না জানি কত ময়লাই চুণে মিলিত থাকে।

৬। দোকান ও বাজারের তৈয়ারী পানের খিলী খাওয়া নিতান্তই অন্যায়। দোকানদারেরা এমনই অসতর্ক, এবং ক্ষুদ্রান্তঃকরণ যে তাহাদের পয়সা হইলেই হইল। সে যাহার নিকট হইতে পয়সা লইয়া পান বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহা একবারও ভাবে না। সেইজন্য লোকে দোকানের পান সময় সময় খাইয়া বমি করে,—কাহারও অতিরিক্ত চুণে গাল পুড়িয়া ঘা হয়। এই সমুদয় পানের মধ্যে বিড়ালকুকুরের লোম, ইঁদুর ও তেলাপোকার বিষ্ঠা, মাস ইত্যাদিও সময় সময় পাওয়া যায়।

৭। অনেক দুষ্টা ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক পানের সঙ্গে নানা প্রকার ঔষধাদিও মিশ্রিত করিয়া দেয়, তাহাতেও অনিষ্ট হইতে পারে; তা ছাড়া পান খাইলে দাঁতে ঘা হয়।

সু। তবে ত পান খাওয়া বড়ই খারাপ! আমি কখনও পান খাইব না। থাক্, আমার ভাল হজমে দরকার নাই।

জ্ঞা। বেশ বাছা! আমিও পরামর্শ দিই, কখনই পান খাইও না। অভ্যাস না করিলেই ভাল—কোন আপদ্ নাই। আজকাল অনেকেই পান খান না। পুরুষ ছেলের পক্ষে পান যত দোষণীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে তত নহে; কারণ, তাঁহারা নিজে হাতে পান সাজিয়া খান।

সু। পান খাওয়া সম্বন্ধে বেশ শিক্ষা হইল; কিন্তু তামাক খাওয়া ভাল কি মন্দ?

জ্ঞা।, তামাক আদৌ খাবে না।

সু। কেন?

জ্ঞা। তামাক খাওয়ায় লাভ কিছুই নাই,—বরং যথেষ্ট লোকসান।

সু। কি লোকসান? আমাদের দেশের ছেলে, বুড় প্রায় সকলেই তামাক খায়।

জ্ঞা। ছেলে বুড়োয় খাইলেই যে সে ভাল কাজ, তাহা কথনই নহে। কারণ, এটা একটী দেশাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন চীন দেশে আফিং, ও বিলাতে মদ, সকলেই খায়। তামাকও আমাদের দেশে সেইরূপ; তাই বলিয়া কি আফিং ও মদ খাওয়া খুব ভাল কার্য্য বলিব?

সু। তামাকে কি কি দোষ?

১। প্রথম দোষ—একটা নেশার বশবর্ত্তী হওয়া। তামাক না খাইলে শারীরিক কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বদভ্যাস বশতঃ এমনই একটা উদ্বেগ সৃষ্টি করা হয়, যে এক মুহূর্ত্ত না হইলে চলে না। তামাক না খাইলে অনেক গুড়ুকখোর ব্যক্তির পেট ফাঁপে,—কাহারও বা প্রাণ আই-ঢাই করে।

২। দীর্ঘকাল তামাক খাইলে কাশির ব্যারাম হয়।

৩। অনর্থক পয়সা নষ্ট হয়।

৪। তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে যাঁহাদিগকে সম্মান করা যায় তাঁহাদিগকে সম্মান দেখান যায় না।

আমাদের দেশের হুঁকায় বা ফরসীতে তামাক খাওয়ার

প্রথাটা খুব ভাল; কারণ, তামাকের ধুঁয়া জলের মধ্য দিয়া নলে আসায়, অনেকটা ঠাণ্ডাগুণ ধারণ করে। কিন্তু সাহেবগণের প্রথা বড় খারাপ।

তাঁহারা চুরুট বা পাইপ্ টানেন। তামাকের উগ্র ও শুষ্ক ধুঁয়া ফুস্‌ফুসের পক্ষে অপকারী। পাইপ্ বা চুরুট টানায়, তাঁহাদের অনেকেরই ঠোঁটে বা জিহ্বায় ক্যাসথায় বা কর্কট নামক সাংঘাতিক রোগ হয়। আমাদের দেশে অনেকে আজকাল হুঁকা ছাড়িয়া চুরুট পাইপ্ বা বাড়স্‌আই খাইয়া ভাল করিতেছেন না।

সু। তামাকে অতি সামান্য অর্থ নষ্ট হয়; তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

জ্ঞা। কি সামান্য অর্থ নষ্ট হয়, তাহার একটা হিসাব দেখাইব। মোটামুটী একটা হিসাব ধর। মনে কর, কোন ব্যক্তি রোজ এক পয়সার তামাক খায়। প্রতি দিন এক পয়সার তামাক খে'লে মাসে আট আনা, এবং বৎসরে তাহার ছয় টাকার তামাক খরচ হয়; এবং বিশ বৎসরে সেই লোকটা ১২০ টাকার তামাক নষ্ট করিয়া থাকে। যদি এই গরীব পরিবারে ছয়জন তামাকখোর থাকে, তবে ২০ বৎসরে সেই পরিবারের ৭২০৲ টাকার তামাক ব্যয় হয়; এখন বুঝিলে হিসাবটী? বঙ্গদেশের ৭ কোটী লোকের অন্ততঃ তিন কোটী লোক তামাক খায়। এই হিসাবে বঙ্গদেশে বৎসর ১৮ কোটী টাকার তামাক নষ্ট হয়। এখন বুঝ্‌লে, তামাক কি সর্ব্বনেশে জিনিস! অথচ, ইহাদ্বারা কোন ফললাভ হয় না।

সু। হাঁ মা! বেশ কথা। চক্ষু ফুটিল; এত প্রয়োজনীয় বিষয়

আর কে আমাকে এত স্নেহের সহিত বুঝাইতে পারে? স্ত্রী-লোকেরা যে তামাকের গুড়া (দোক্তার গুঁড়া) ব্যবহার করেন, তাহা কি ভাল?

জ্ঞা। তাহাও খারাপ। কেন না, তাহাতে তাঁহাদের দাঁত নষ্ট হয়, মাড়িতে ঘা হয়, এবং সকালে দাঁত পড়িয়া যায়। আবার এমন যে গুণের তামাক, তাহা একটু না হইলে তাঁহাদের মাড়িতে বেদনা হয়; এই বেদনা নিবারণের জন্য অনেক আশী বৎসরের বুড়ি পর্য্যন্ত দাঁতশূন্য মাড়িতেও তামাকের গুঁড়া মালিস করিয়া থাকেন।

সু। তবে অল্পবয়স্ক মেয়েছেলেরা তামাকের গুঁড়া দাঁতে দিতে শিখে,—তাহা বড় খারাপ।

জ্ঞা। তাহা যে খারাপ তাহা কি বলিবার? এজন্য অনে-কেই অল্প বয়সে দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পায়।

সু। তার পর আর কি?

জ্ঞা। আরও অনেক বিষয়ের অনেক কথা তোমাকে বলি-বার আছে; আজ এই পর্য্যন্তই ভাল। খাদ্যদ্রব্যসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, স্মরণ রাখিও। আচ্ছা! আজ খাদ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ-বিচারে কি কি শিখিলে।

সু। ১। আপন শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, তাহা সকলে-রই করা কর্ত্তব্য।

২। অতিরিক্ত আহার করিলে অসুখ হয়। আহার করা শরীর রক্ষার জন্য। সুমিষ্ট আহার্য্যের খাতিরে অতিরিক্ত আহার করিয়া সুস্থ শরীর অসুস্থ করা অসঙ্গত।

৩। লঘুপাক ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

৪। নিমন্ত্রণ খে'তে গিয়া বাহাদুরী করিয়া অতিরিক্ত আহার করিবে না।

৫। তরকারীর মধ্যে আলু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার 'পর পটল, বেগুণ ইত্যাদি।

৬। ডাইলের মধ্যে মসুরী, মুগ ও ছোলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭। মাছের মধ্যে চুণা মাছ ভাল।

৮। ফলের মধ্যে পেঁপে ভাল।

৯। ঘি ও মাংস পরিমাণমতে বলকারক—,গুরুপাক নহে।

১০। দুগ্ধের মধ্যে শরীর উপযোগী সমস্ত দ্রব্য আছে।

১১। পান অতিরিক্ত খাইলে ক্ষুধামান্দ্য ও জিভ পুরু হয়, দাঁতের পীড়া হয়, এবং পানের সঙ্গে নানা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইতে পারে। সুপারি হজম হয় না।

১২। তামাকে অনর্থক পয়সা নষ্ট হয়, এবং নেশার বশবর্ত্তী হইতে হয়।

১৩। মাছমাংস না খাইয়া, শুধু শাকশব্জী, দুধ, ঘি দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, এবং তাহাতে শরীরও সুস্থ থাকে।

জ্ঞা। তামাকে আর কি অনিষ্ট হয়?

সু। চুরুটপাইপে তামাক খাইলে জিহ্বায় এবং ঠোঁটে কর্কট রোগ হয়।

জ্ঞা। আর কি অনিষ্ট হয়?

সু। আর ত মনে নাই।

জ্ঞা। বল না কানু! আর কি অনিষ্ট হয়?

কা। তামাকের গুঁড়া দাঁতে দিলে দাঁত নষ্ট হয় আর দাঁতের পীড়া হয়।

জ্যা। হাঁ কানু, ঠিক কথা। কাদম্বিনী আমার সব কথা মনে রাখে, আর তার দাদা ভুলিয়া গিয়াছে।

কা। • দুধে নানা পুষ্টিকর জিনিস আছে; মায়ের স্তনের দুধ পাতলা বলিয়াই সদ্যজাত শিশুরা তাহা খাইয়া থাকে। ঘন দুধে তাহাদের পেটে অসুখ হয়। মায়ের দুধ না থাকিলে দুভাগ গাই-য়ের দুধের সহিত এক ভাগ জল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়।

জ্যা। বাহবা! বেশ কথা কয়টী মনে রাখিয়াছে। দেখ্‌লে সুধীর, কাদম্বিনী কেমন মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছে; আরও অনেক কথা বলিয়াছি। যাহা হউক, এ গুলি মোটামুটী মনে রাখিবে, এবং এ বিষয়ে আর এক দিন আলোচনা করিব; তখন একটী কথাও ছাড়া হইবে না,—সব কথা তোমাদের মুখে শুনিব। চল, রাত্রি বেশী হইয়াছে, এখন গিয়া শুই।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শারীরিক নিয়মপালন এবং জলবায়ুর বিশুদ্ধতার প্রয়োজন।

জ্ঞা। আজ যে বিষয় আমরা আলোচনা করিব, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। সেইজন্য বলি, তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শিখিবে।

সু। সে কি বিষয় মা?

জ্ঞা। শারীরিক নিয়ম পালন ও জলবায়ুর বিশুদ্ধতার প্রয়োজন।

সু। শারীরিক নিয়ম কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা আগে বল?

জ্ঞা। শরীরকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত রাখিতে হয়, তাহা হইলে লোকটা কর্ম্মিষ্ঠ হয় এবং শরীর ভাল থাকে।

সু। কি কি নিয়ম?

জ্ঞা। প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা উচিত, তৎপরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া বেশ ভালরূপে মুখ ধোয়া উচিত।

স্থ। তাহার পর?

জ্ঞা। তাহার পর একটু বিশুদ্ধ হাওয়ায় বেড়ান উচিত, পরে সামান্য রকমের কিছু জলযোগ করিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগ দিবে।

স্থ। পরে?

জ্ঞা। পরে প্রায় নয়টার সময় স্নান করিবে, স্নানান্তে আহার করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বসিয়া বিশ্রাম করিবে, ঠিক দশটা কি সাড়ে দশটার সময় স্কুলে যাইবে। মনে রাখিবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে স্কুলে যাইতে হইবে। অনেক ছেলে অনর্থক পথেঘাটে কিম্বা বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিয়া কাটায়, পরে স্কুলের ঘণ্টা বাজিলে দৌড়াদৌড়ি উপস্থিত হয়, কেহ বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে স্কুলে পোঁছে ও হাঁপাইতে থাকে। হয় ত ক্লাসের পাঠারম্ভ হইয়াছে, শিক্ষক অনেক প্রয়োজনীয় কথা ক্লাসের ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন, অনিয়মিত ও অমনোযোগী ছাত্রগণ তাঁহার শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় এবং শিক্ষকের ধমক্ খাইয়া থাকে, কোন দিন বা বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার দরুণ জরিমানা দিতে হয়, কিম্বা শাস্তি স্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। স্কুলের পাঠের সময় শিক্ষক যাহা বলেন,—কি ক্লাসের ভাল ভাল ছাত্রগণ যাহা আলোচনা করে, তাহা খুব মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিবে, কখনই অন্যমনস্ক থাকিবে না। পাঠের সময় অন্যমনস্ক থাকিলে বা বাহিরের কোন খেলার প্রতি মন থাকিলে স্কুলের মাষ্টার যত কথা বলিবেন, তোমার নিকট তাহা বৃথা হইল বলিয়া মনে করিবে। কারণ, বিনা মনোযোগে কোন বিষয়ই ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না, আর এক সময় দুই কার্য্য করা যায় না। তাহা যে করিতে চায়,

তাহার দু'দিকই নষ্ট হয়। যে যে উপদেশ আজ পেলে, কাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিবে না, যে সকল ছাত্র মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করে, তাহারা অনায়াসে শিক্ষককে প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠে, আর অমনোযোগী ছাত্র শিক্ষকের ঘৃণার পাত্র হয়। এখন বুঝিতে পার নিয়মিত ও মনোযোগী ছাত্রে কত প্রভেদ।

সু। হাঁ মা, বুঝিলাম আমি এখন হইতে খুব মনোযোগী ও নিয়মিত হইব, এবং কখনই পাঠের সময় অন্যদিকে মন দিব না। তার পর?

জ্ঞা। টিফিনের সময় ঘণ্টা বাজিলেই একটু বিশ্রাম করিবে, সামান্য একটু জলযোগ করিয়া ছেলেদের সঙ্গে খোসগল্প করিবে, বা যাহা উপদেশ পেলে, তাহার একটু আলোচনা করিবে। অনেক ছেলে টিফিনের সময় রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করে, বা বৃষ্টিতে ভিজে। তাহা কখনও করিবে না, এরূপ করিলে শীঘ্রই অসুখ করিতে পারে।

সু। মা, তুমি টিফিনের সময় গল্প করিতে বল কেন?

জ্ঞা। গল্প করিতে বলিলাম এই জন্য যে, ২½ ঘণ্টা বকিয়ে মাথা একটু গরম হয়, ও মন একটু বিরক্ত হইতে পারে, তাই গল্প করিলে মস্তিষ্কের একটু বিশ্রাম দেওয়া হয়, এবং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। অনেক অলস ও অনিয়মিত বালক বাটীতে পড়া মুখস্থ করে না, ক্লাসে আসলে যখন মাষ্টার মহাশয় পড়া নিতে থাকেন, তখন তাহারা গোপনে গোপনে একবার মাষ্টারের দিকে তাকায়, আর অন্য ছাত্রের আড়ালে কেতাব খুলিয়া দেখিতে থাকে। ইহাতে তাহার দুই দিকই নষ্ট হয়,

কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সময় দুই কার্য্য করা যায় না। আবার টিফিনের সময় সেই অলস ছাত্র তিরস্কারের ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়া মুখস্থ করিতে বসে। তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন ফল হয় না, কেন না অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদের গোলমালে কখনই তাহার পড়া মুখস্থ হয় না, সে কেবল বক্‌বক্‌ করিয়া আবৃত্তি করিতে থাকে, ফলে কিছুই হয় না।

সু। মা, বেশ বুঝিলাম, আমারও এই অভ্যাস আছে; তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা যেন তোমার দেখা কথা। মা! তুমি কোথায় এসব বিষয় শিখিলে?

জ্ঞা। বাপু! আমরাও এক দিন স্কুলে পড়িতাম, তাই দেখিয়া শুনিয়া ঐ প্রকার ধারণা হইয়াছে; তার পর বলি শুন। চারিটার সময় ছুটী হইলে বাড়ীতে আসিয়া কিছু খাবার খাইয়া খেলা করিতে যাবে।

সু। কি খেলা ভাল?

জ্ঞা। যে খেলাতে শারীরিক পরিশ্রম খুব হয়:—যেমন ব্যাট্‌বল, ফুটবল, টেনিশ, হেরেগুড়ু, ও জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌, কুস্তি, ডন প্রভৃতি এক ঘণ্টাকাল এই সব খেলা খেলিবে, এবং যাহাতে শরীরে খুব ঘাম ছুটে তাহা করিবে। এরূপ খেলা সাঙ্গ হইলে একটু বিশুদ্ধ বায়ুতে বেড়াইবে।

সু। কোথায় খেলা করা ভাল?

জ্ঞা। পরিষ্কার ময়দানে ও মুক্তস্থানে খেলা করিবে।

সু। কেন—বাড়ীর মধ্যে খেলা, কুস্তি বা জিম্‌ন্যাষ্টিক অভ্যাস করিলে কি হয় না?

জ্ঞা। তাহাও হয়, তবে মুক্তবায়ুতে শারীরিক পরিশ্রম

করিলে শরীরের পক্ষে যত উপকার হয়, বদ্ধ বায়ুতে তত উপকার হয় না।

সু। মা, বদ্ধ বায়ু ও মুক্ত বায়ুতে কি প্রভেদ? আর তুমি বারে বারে বিশুদ্ধ বায়ুর কথা বল; বায়ুর আর বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা কি?

জ্ঞা। বায়ুর বিশুদ্ধতা, অবিশুদ্ধতা এবং মুক্ত ও বদ্ধ বায়ুর দোষ গুণ পরে বলিতেছি; এখন শারীরিক নিয়মের যাহা বাকী আছে, তাহা বলিতেছি।

সু। শারীরিক পরিশ্রম করিলে পরে কি করিবে?

জ্ঞা। দেখ, একটী কথা ভুল হইয়াছে, তোমরা যখনই শারীরিক পরিশ্রম করিবে, তখন শরীরে অত্যন্ত ঘাম হইলে হঠাৎ গায়ের জামা বা কোট খুলিবে না। কারণ তাহাতে শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সর্দ্দিগর্‌মি হইতে পারে, বা ফুস্‌ফুসে পীড়া হইতে পারে।

সু। সর্দ্দিগর্‌মি কি?

জ্ঞা। সর্দ্দিগর্‌মি বড় শক্ত ব্যারাম। তাহাতে হঠাৎ শরীর অস্থির হইতে পারে, এবং মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।—

সু। কি কারণে সর্দ্দিগর্‌মি হয়?

জ্ঞা। তবে বলি শুন। আমরা যে যে দ্রব্য আহার ও পান করি, তাহার সারাংশ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীরকে পুষ্ট করে, আর কতক অংশ মলরূপে পরিণত হইয়া নির্গত হয়। আর আহারীয় দ্রব্যের জলীয় অংশ মূত্র ও ঘামরূপে এবং বায়বীয় অংশ নিশ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। মলমূত্রত্যাগ, ঘাম ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য ভাল না চলিলেই শরীরের নিয়-

মিত কার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় নানা পীড়া উৎপন্ন হয়। শরীরের চর্ম্মে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। তাহা দ্বারা ঘামরূপে রক্তের দূষণীয় অংশ নির্গত হইয়া যাওয়ায় শরীর সুস্থ থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রম করিলে যখন শরীর গরম হয়, রক্তের বেগ চর্ম্মাভিমুখে ধাবিত হয় এবং রক্তের জলীয় অংশ ঐ সকল ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, গরমে রক্ত তরল হয়, এবং তাহার গতির বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডায় রক্তের গতি মন্দ হয়, ও চর্ম্মের ছিদ্র সকল সঙ্কুচিত হইয়া রুদ্ধ হয়। এই কারণে খুব পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাবস্থায় শরীরের জামা হঠাৎ খুলিলে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া চর্ম্ম হঠাৎ শীতল হয়, এবং ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় ঘাম নির্গত হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং রক্তে দূষণীয় পদার্থগুলি রহিয়া যায়, এবং রক্তের গতি হঠাৎ রুদ্ধ হওয়ায় ভিতরে গরম ও বাহিরে ঠাণ্ডা থাকায় শরীর অস্থির হয়।

সু। এ কথা বেশ বুঝিলাম, কিন্তু ফুস্‌ফুসে রোগ কি প্রকারে হয়?

জ্ঞা। ফুস্‌ফুসের রোগও ঐ প্রকারে হইতে পারে। অত্যন্ত পরিশ্রম করিলে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, চর্ম্মে ঠাণ্ডা লাগাইলে বাহিরের দিকে রক্তের গতির রোধ হওয়ায় ফুস্‌ফুসের কোন অংশে হয় ত রক্ত জমা হয় এবং ঠাণ্ডা দ্বারা সেই রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া ঐ স্থানে ভারি এবং বেদনা বোধ, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং কাশি জন্মায়। তাহাতে লোকের প্রাণনাশ হওয়ার সম্ভাবনা।

সু। তবে ত হঠাৎ গায়ে ঠাণ্ডা লাগান বড়ই অন্যায়।

জ্ঞা। আর এক কথা বলি নাই—পরিশ্রম করিয়া হঠাৎ

ঠাণ্ডা জলপান করিলে বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে ঐ প্রকার শারীরিক অসুস্থতা হইতে পারে, সাবধান, এ কথা যেন বেশ মনে থাকে।

সু। হাঁ মা, এমন প্রয়োজনীয় কথা কখনই ভুলিব না।

জ্ঞা। ব্যায়াম ক্রীড়া করিয়া গৃহে ফিরিবে, এবং হাত মুখ ধুইয়া পড়িতে বসিবে। খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়া শুনা করিবে। প্রায় ৮টার সময় রাত্রিকালের আহার করা উচিত, ইহার আধ ঘণ্টা আগেই হউক বা পরে হউক। মনে রাখিবে, আহার করার কিছু-কাল পূর্ব্বে কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিবে, এবং আহার অন্তেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করা উচিত। বরং এই অবকাশে কোন সংবাদপত্র পাঠ করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ তাহাতে মনের অনেকটা স্ফূর্ত্তি হয়, এবং মানসিক পরিশ্রম অধিক না করিয়া নানা সংবাদ অবগত হওয়া যায়, ও মন প্রফুল্ল হয়। যখনই কোন গুরুতর বিষয় মুখস্থ বা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তখন প্রায়ই চিন্তা করিতে করিতে মাথা ধরে ও পাঠে বিরক্তি জন্মে; সেই সময় সংবাদপত্র পাঠ করিলে মনে অনেক শান্তি হয়, এবং শ্রান্তি দূর হয়।

সু। তাহার পর?

জ্ঞা। প্রায় প্রতিদিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জাগিবে, তাহার পর নিদ্রা যাইবে। বেশী রাত্রি জাগিলে শরীর অসুস্থ হইতে পারে। অনেক সময় স্কুলের পড়া অধিক পড়ে। কিম্বা পরীক্ষার সময় রাত্রি দশটার সময় শুইলে পড়া শুনা হয় না। স্কুলে গিয়া গালি খাইতে হয়, পরীক্ষায় সকলের নীচে পড়িতে হয়, তখন ত এই নিয়ম পালন করা বড়ই কঠিন।

স্থ। আমাদের ক্লাসের ভুবন, জ্যোতিঃ প্রভৃতি সকলে বারটা একটা পর্য্যন্ত পড়ে, কই তাহাদের ত কোন অসুখ হয় না!

জ্ঞা। বাপু, আমি যাহা বলিলাম তাহাই প্রকৃত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম। এখন যদি কেহ সেই নিয়ম ভাঙ্গে, তবে উপদেশ-দাতার কি হাত আছে। ভুবন, জ্যোতিঃ ১২টা ১টা জাগিয়া পড়ে বটে, কিন্তু যখন পীড়িত হইবে, তখন অতিরিক্ত রাত্রি জাগিয়া যেটুক পড়িয়াছিল, হয়ত তাহার চতুর্গুণ লোকসান হইবে। যাহারা স্কুলের খুব ভাল ছেলে, তাহারা প্রায়ই অধিক রাত্রি জাগে না। আর যাহাদের স্মরণশক্তি কম ও বুদ্ধিশক্তি ক্ষীণ, তাহারাই অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়ে। পড়ার একটা উৎকৃষ্ট নিয়ম এই জানিবে যে, যখনই ঘুম ধরিবে, তখনই কেতাব বন্ধ করিয়া শোবে, কারণ ঘুমে ঘুমে পড়া অপেক্ষা না পড়াই ভাল, তাহাতে কোনই ফল হয় না। ইহাতে তিনটা লোকসান হয়। ঘুমাইয়া আরাম করিতে পারে না, অনর্থক তৈল নষ্ট হয়, পড়াও শিক্ষা হয় না। প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠাভ্যাস করিলে খুব মনে থাকে। রাত্রিকালে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তিন ঘণ্টায় যে পড়া মুখস্থ না হয়, প্রাতঃকালে এক ঘণ্টায় তাহা মুখস্থ হয়। ঘুম নিবারণের জন্য লোকে নানা উপায় অবলম্বন করে, তাহা অন্যায়। স্বভাবের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিলে উৎকট পীড়া হয়, এরূপ করাতে কাহারো কাহারো চক্ষু নষ্ট হইতে শুনা গিয়াছে, কখনও এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে না।

স্থ। তবে ত ঘুম প্রতিরোধ করা বড় অন্যায়। আমি কখনই এরূপ করিব না।

জ্ঞা। ঘুমের প্রতিরোধ করিলে আর এক অনিষ্ট হয়,—অধিক রাত্রি জাগিয়া নিয়মিত পরিমাণে ঘুম না গেলে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা যায় না। অধিক বেলা পর্য্যন্ত অনেকে ঘুমায়। শয্যা হইতে বিলম্বে উঠিলে নিয়মিত সময়ে ও রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে মুখে জল উঠে, শরীর অসুস্থ বলিয়া বোধ হয়। মাথা ধরে ও ক্ষুধা ভাল হয় না; সুতরাং নিয়মিত আহারের ব্যতিক্রম ঘটে। বাড়ীতে কিম্বা স্কুলে গিয়া পড়া শুনায় মনোযোগ হয় না। এখন দেখিতে পাইলে, সময় মত নিদ্রা না হইলে কত অনিষ্ট হয়! শুধু শরীর খারাপ হয় তাহা নহে, রাত্রি জাগিয়া যে একটু অধিক পড়া হয়, তাহার তিনগুণ ক্ষতি হয়।

সু। মা, খুব বুঝিলাম, আমি এই সকল কথা ভুবন, জ্যোতিঃ প্রভৃতিকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিব; তাহারা না শুনিলে যুক্তি তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে আটকাইয়া ফেলিব। নিয়মিত সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কেন অসুখ হয়?

জ্ঞা। নিয়মিত সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে পিত্তি বৃদ্ধি হয়, তাই অসুখ হয়।

সু। পিত্তবৃদ্ধি কাহাকে বলে?

জ্ঞা। আমরা যে যে দ্রব্য খাই, তাহা পাঁচটী রসে বেশ পরিপাক হয়, তাহার মধ্যে পিত্ত একটা প্রধান রস। এই উপলক্ষে খাদ্য-পরিপাক-প্রণালীর সার কয়টা কথা বলিব।

সু। আর কি রস?

জ্ঞা। তুমি দেখিতে পাইতেছ, মুখ হইতে লালা নির্গত হয়, এই লালার মধ্যে পরিপাকশক্তিবিশিষ্ট এমন জিনিস আছে,

যাহা খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের অনেকটা সহায়তা করে। মুখে খাদ্য পড়িলে এই রসে খাদ্য মিলিয়া আর্দ্র হয়, দাঁতে ঐ খাদ্য পেষণ করে এবং জিহ্বায় নাড়িয়া চাড়িয়া খাদ্যকে পিণ্ডাকার করে। তাহার পর যখন এই লালাতে মিলিয়া খাদ্য পিণ্ডাকার হয়, তখন জিহ্বা পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া অন্ননালীতে দেয়, তথায় খাদ্য পৌঁছিলে মাংসপেশীর এমন বন্দোবস্ত আছে, যে টানিয়া নীচে পাকস্থলীতে লইয়া যায়। তথায় গিয়া খাদ্য উপস্থিত হইলে আর এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়, উহা অম্লময়, উহা দ্বারা খাদ্য অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয় এবং খাদ্য দ্রব্যের অধিকাংশ পুষ্টিকর পদার্থ পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা আকর্ষিত এবং শোষিত হয়। বাকী যাহা থাকে, তাহা পাকস্থলী হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। তখন পিত্ত ও আরো দুইটী রস উহার সহিত মিলিত হয় এবং উহা হইতে আরো যাহা শরীরের পুষ্টির পক্ষে পোষণ উপযোগী, তাহা ঐ ক্ষুদ্র নাড়ীর মধ্যস্থ সহস্র সহস্র শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়; বাকী যাহা থাকে, তাহা মলরূপে বৃহৎ অন্ত্রে অবস্থিতি করে, এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে মল নির্গত হয়।

স্থ। লালা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

জ্ঞা। কর্ণমূলের নিম্নে ও নিচের চোয়ালের দুই কোণে, ভিতরে দুইটী গ্রন্থি আছে, ঐ গ্রন্থি হইতে লালার উৎপত্তি।

স্থ। কর্ণমূলের নিম্নের গ্রন্থি হইতে যদি এই রস উৎপন্ন হয়, তবে তাহা মুখের ভিতর কোন্ পথ দ্বারা আসে?

জ্ঞা। এই দুইটী গ্রন্থি হইতে হাঁসের পাখার কলমের মত মোটা দুইটী নালী দুই দিক হইতে আসিয়া উপরের দাঁতের

মাড়িতে মুখের কোণে ও নাকের মধ্য রেখার মধ্যস্থলে দাঁতের গোড়ায় আসিয়া শেষ হয়।

সু। তাহার প্রমাণ কি মা? তুমি তাহা দেখেছ কি?

জ্ঞা। হাঁ, দেখিয়াছি বই কি, তাহা সকলেই দেখিতে পাবে।

সু। কিরূপে দেখা যায় বল দেখি?

জ্ঞা। আচ্ছা, তোমাকে এখনই দেখাই, এসো মা কাদম্বিনী, মুখ খোল, (কাদম্বিনীর মুখ খুলিয়া পরে জ্ঞানবালা উপরের ঠোঁট উঠাইয়া এক গাছি ফেঁচলা ঘাসের ডাঁটা ঐ ছিদ্রে দিয়া) এই দেখ ঐ ছিদ্র মধ্য দিয়া এই ঘাসের ডাঁটা চলিয়া যাইতেছে, এখন বিশ্বাস করিলে ত?

সু। মা! মা! বেশ দেখি একটা ছিদ্র দেখা যাইতেছে, আমার মনে এখন একটু বিশ্বাস দৃঢ় হইল, কেন না তুমি যত কথা বলিয়াছ, তাহা বিশ্বাস করিলেও জাজ্জ্বল্যমান দেখা বিষয় যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুই নহে। আচ্ছা, খাদ্য যে এই লালা দ্বারা পাক হয়, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। তাহার প্রমাণ এই যে, কোন খাদ্য মুখে দিলেই মুখ এই রসে ভরিয়া উঠে, এবং কোন সুস্বাদু জিনিষ দেখিলেই মুখ হইতে এই রস নির্গত হয়, ইহাই লালা, এবং এই গ্রন্থি হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়। যদি লালা দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের পরিপাকের সহায়তা না হইত, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে লালার এত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিত না। আবার দেখা যায় যে কোন ঘৃণাজনক দ্রব্য দেখিলে সর্ব্বদা থু থু ফেলিতে হয়, তাহাতে অধিক পরিমাণে লালা উদরস্থ না হওয়ায় পারিপাকের বিঘ্ন হয়।

সু। খাদ্য মুখে দিলে হয়তো অন্যান্য গ্রন্থি হইতেও রস

আসিতে পারে। তাহাও হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিক পরিমাণ লালা ঐ দুই গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হয়।

জ্ঞা। তবে শোন, একটা দেখা ঘটনা বলি। কর্ত্তাও ডাক্তার সাহেব একটী রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাহার মুখের বাম পার্শ্বে কাণের মধ্য হইতে মুখ পর্য্যন্ত দা দ্বারা একজন কাটিয়া এরূপ জখম করিয়াছিল, যে, হাড়ের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কাটিয়া গিয়াছিল। দুই মাস চিকিৎসা করিয়া ঐ ঘা আরাম করিলে পরও চোয়ালের মধ্যে একটী নালী ঘায়ের মত ছিদ্র রহিয়া গেল, সেই ছিদ্র কিছুতেই বন্ধ হইল না, সকলে নালী ঘা হইয়াছিল বলিয়া মনে করিল। রোগী আর চিকিৎসা করাইল না, কিছুদিন পর রোগী স্বয়ং আসিয়া বলিল, যে, ঐ ছিদ্র এখনও বন্ধ হয় নাই; যখনই কোন খাদ্যবস্তু মুখের মধ্যে দেয়, তখনই ঐ ছিদ্র দিয়া প্রচুর পরিমাণে পাতলা রস বহির্গত হয়, তাহাতে এমন কি কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। তখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। "লালা নিঃসরণের নালীর সম্মুখের অংশ কাটিয়া গিয়া ঘা হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঐ পথ দিয়া মুখের মধ্যে লালা বহির্গত হইতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য মুখে দিলেই রস স্বভাবের নিয়মানুসারে বহির্গত হইয়া বাহিরে পড়ে। তখন সাহেব তাহাকে রাজী করিয়া ঐ ছিদ্র-সোজাসুজি মুখের ভিতর একটী ছিদ্র করিয়া দিয়া রূপার তার দিয়া ভিতরের ছিদ্র মুক্ত রাখিলেন, এবং বাহিরের ছিদ্র সেলাই করিয়া দিলেন। সুতরাং খাওয়ার সময় লালা ঐ কৃত্রিম ছিদ্র-দ্বারা মুখের ভিতর যাইতে লাগিল, এবং ক্রমে বাহিরের ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেল, এখন বুঝিলে কিনা?

সু। মা! তবে ত বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা! ডাক্তারেরা কি বুদ্ধিমান্ এবং কি কৌশলী! নিয়মিত সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে অসুখ হয় কেন, তাহা বল?

জ্ঞা। তাইতো বলিতে গিয়া এত কথা বলিলাম। কারণ, তোমাকে গোড়া হইতে না বলিলে তুমি বুঝিবে না, এবং বিশ্বাসও করিবে না। তবে শুন, পিত্তের যেমন পরিপাকশক্তি আছে, তেমন কিছু বিরেচকগুণও আছে। যকৃতে পিত্তকোষ আছে, যকৃত অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র বা কল বিশেষ। এই কল দ্বারা রক্ত হইতে পিত্তকে পৃথক্ করে, এবং তাহা পিত্তকোষ নামক থলীতে জমা থাকে। শারীরিক অনিয়ম বশতঃ যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ আহার নিদ্রার অনিয়মে যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে, পিত্তনিঃসরণের কার্য্য হ্রাস হয়, এবং যথেষ্ট পরিমাণে পিত্ত নিঃসৃত না হওয়ায় কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, এবং পেটের মধ্যে মল দূষিত হইয়া দুর্গন্ধময় হাওয়া উৎপন্ন করে, এবং দূষিত অংশ রক্তে শোষিত হইয়া যায়। রক্তে পিত্ত বেশী হওয়ায় শিরঃপীড়া হয় এবং মুখ দিয়া জল উঠে। পরে জ্বরও হইতে পারে। এখন বুঝিলেতো? পিত্ত বৃদ্ধি কাহাকে বলে,—রক্তে পিত্ত বৃদ্ধির নামই পিত্ত বৃদ্ধি।

সু। বুঝিলাম, তবে বুঝি এই জন্যই একটু জ্বর হইলে ডাক্তারেরা জোলাপ দেয়; তাহাতে বোধ হয় পিত্ত নিঃসৃত হয়, এবং দূষিত মল রক্তে শোষিত হইতে পারে না।

জ্ঞা। হাঁ বাছা! ঠিক কথাই বলিয়াছ।

সু। তবে তো দেখি অনিয়মিত সময় আহার নিদ্রা যাওয়া বড়ই অন্যায়, ইহাতে সোনার শরীর মাটী করে।

জ্ঞা। স্নান ও আহারের প্রণালী তোমাকে বলিতে ভুলিয়া

গিয়াছি, এখন বলি, শোন। আমাদের দেশের স্নানের রীতি নদী বা পুকুরে নামিয়া স্নান করা। সাহেবগণ বাটীতে স্নান করে, আর আমাদের দেশেও যাঁহারা সহরে বাস করেন, ও যাঁহারা ভাল অবস্থাপন্ন, তাঁহারাও বাটীতে তোলা জলে স্নান করেন। তোলা জলে স্নান করা মন্দ নয়। আমাদের দেশের স্নানের রীতি ভাল নহে। জলে নামিয়া স্নান করা ভাল বটে ; কিন্তু, যে পুকুর বা চৌবাচ্চার জল খাওয়া যায় তাহাতে নামিয়া স্নান করার মত অন্যায় কাজ আর নাই।

সু। কেন? পাড়া গাঁয়ে এমন পুষ্করিণী নাই, যে, যাহাতে শত শত লোক নামিয়া স্নান না করে। তাহাতে এমন কি গরু পর্য্যন্ত নাওয়ান হইয়া থাকে। তাহাতে তো কোন লোকসান হয় না।

জ্ঞা। তুমি ছেলে মানুষ সুধীর! তাই ইহার গুরুত্বের পরিমাণ বুঝিতে পার নাই। আর তোমাকেই বা কি দোষ দিব গ্রামের বুড় প্রাচীনগণ, যাঁহাদিগকে সকলে বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ বলে তাঁহারাই ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারেন না। তবে বলি শোন। পুষ্করিণীর জল একটী সীমাবদ্ধ স্থানে থাকে। যত লোক প্রতি দিন তাহাতে নামিয়া স্নান করে, তাঁহাদের গায়ের ময়লা এবং কাপড়ের ময়লা ধুইয়া গিয়া ঐ জলের সঙ্গে মিলিত হয়। এই প্রকারে প্রতিদিন শত লোকের গায়ের ময়লা সেই সীমা বদ্ধ জলে মিলিত হইয়া থাকে। আবার শুধু গায়ের ময়লা নহে পাড়ার স্ত্রীলোকে ক্ষার, খইল, গোবর, প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন শরীর পরিষ্কার করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ পানীয় জলের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহা অপেক্ষাও কুৎসিৎ রীতি আছে, যাহার পাচড়া, উপদংশ, বা কুষ্ঠ হইয়াছে

এমন লোকেও ঐ জলে নামিয়া স্নান করে, ও তাহাদের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে, এই সমস্তই সেই জল মিশ্রিত হইয়া যায়। পাড়াগাঁয়ের অনেক স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের এমনই কুস্বভাব আছে, যে, তাহারা স্নান করিবার সময় বাড়ী থেকে কিম্বা জঙ্গলের ভিতর হইতে মলত্যাগ করিয়া আসিয়া থাকে, ও স্নানের সময় জলে নামিয়া শৌচ কার্য্য সম্পন্ন করে। কেহবা মুত্রত্যাগ করিতেও ত্রুটী করে না। এখন, দেখ সুধীর! যত ময়লা জলের সহিত ধুইয়া মিশ্রিত হয়, তাহাই আবার পানীয় জলের সঙ্গে উদরস্থ হয়, এবং জলদোষেই নানা পীড়া উৎপন্ন হয়।

সু। কি কি পীড়া হয়?

জ্ঞা। পেটে অসুখ, বদ্‌হজমি, আমাশয়, এমন কি কলেরা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সু। মা, কি ভয়ানক কথা! এমন জানিয়া শুনিয়া আপন মলমূত্র আপনিই খায়, ইহার কি প্রতিবিধান করিতে কেহ নাই?

জ্ঞা। পাড়াগাঁয়ে ইহার প্রতিবিধান কে করিবে। সকল গ্রামেই লোকে আপন আপনকে প্রধান বলিয়া মনে করে, কেহ কাহারো কথা শুনে না। যদি এই কথা কেহ কাহাকে বলে, তবে সকলে তাহাকে টিট্‌কারী দেয়, বিদ্রূপ করে, এবং শত্রুতাচরণ করে। গ্রামের মোড়লগণ যদি ইহার গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝেন, তবে কি আর লোকে এমন ময়লা খায়! সহরের পুকুরে এরূপ হইবার যো নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিজ্ঞ লোক, তাঁহারা কখনই এরূপ করিতে দেন না।

সু। আমাদের গ্রামে মজুমদারদের যে পুকুর আছে—যাহার জল আমরা পান করি—তাহারও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত। আমি আজ হইতে এবিষয়ের জন্য সকলকে খোসামোদ করিব, এবং যাহাতে এই কুৎসিত রীতি স্থগিত হয় তাহা প্রাণপণে করিব।

জ্যা। বাপু, তুমি ছেলে মানুষ, তোমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেন না; তোমার পিতা কতবার এবিষয় লইয়া কমিটী করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ বা বলেন, হাঁ এইরূপ করা উচিত, কেহবা বলেন, ওসব কথা রেখে দাও, চিরকাল এইরূপে চলিয়া গেল, এখন আবার নূতন বুজরুকি। পুকুরে নামিয়া স্নান না করিলে কি শরীর শুদ্ধ হয়, তোলা জলে স্নান করিয়া তৃপ্তি হয় না। সেবার মুখুয্যেদের ছোট বাবু এক সাইন-বোর্ড লট্‌কাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাতে লিখিয়াছিলেন, কেহ যেন পুকুরে নামিয়া স্নান না করেন, সকলেই উপরে জল তুলিয়া স্নান করিবে, ক্ষার, খইল, গোবর কেহ এই জলে ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই কথায় লোকে তাঁহার উপর অত্যন্ত নারাজ হইল, কেহ প্রতিজ্ঞা করিল, "মরিলেও বেটার পুকুরে যাব না, ওর পুকুরে যাই তাহাতেই অহঙ্কার এত বর হইয়াছে, ওর অহঙ্কার চূর্ণ করার দরকার। কেহ বা বলিলেন, "উহাকে সমাজ হইতে একঘরে করিব", আর দুই চারিজন দুষ্ট লোকে সেই সাইন বোর্ডের নানা বিকৃত অর্থ করিয়া গালাগালি লিখিয়া রাখিল ইত্যাদি, মুখুয্যে মহাশয় বেচারা না টিকিতে পারিয়া সাইনবোর্ডখানা উঠাইয়া লইলেন। এইতো পাড়াগাঁয়ের অবস্থা, আমাদের দেশের লোক এ বিষয়ে এমনই মূর্খ যে, অনেকে কলেরা

ও বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ও বিছানাদি রাত্রিকালে চুপ করিয়া পুকুরে ধৌত করে। তাহারা কিন্তু মনে করে, খুব চালাকী করিলাম এবং অন্যের চক্ষে ধুলি দিলাম। "কিন্তু ইহা একবার বুঝে না, যে, তাহারা নিজের পায় নিজে কুঠার মারে।

সু। মা, তোমার কথা শুনিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, কি! কলেরার মলমূত্র পর্য্যন্ত পানীয় জলের পুকুরে ধৌত করে?

জ্ঞা। তা ধৌত করে বই কি; এ কাল্পনিক কথা নহে, কত জন ধরা পড়িয়াছে।

সু। তবে এরূপ অবস্থায় কুয়ার জল খাওয়া ভাল। কারণ, তাহাতে নামিয়া লোকে জল খারাপ করিতে পারে না।

জ্ঞ। হাঁ পাতকূয়ার জল যদি ভাল হয় তবে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর নাই; কিন্তু খারাপ কূয়ার জল হইলে বড় অনিষ্ট হয়।

সু। পাত-কুয়ার আবার ভাল মন্দ কি? সকলই সমান—সকল কূয়ার জলই মাটীর নীচে হইতে উঠে।

জ্ঞা। পাতকূয়া ভাল মন্দ নাই তবে কি, যে স্থানে কূয়া প্রস্তুত হয়, সেখানকার মাটী খুব ভাল হইলে এবং তাহার নিকটে পচা মাটীর স্তূপ বা ডোবা না থাকিলে সে কূয়ার জল উৎকৃষ্ট হওয়ার সম্ভব। আবার কূয়ার নিকটে গোবরের রাশ কি পচা আবর্জ্জনা থাকিলে, কিম্বা নিকটে কোন পচা নর্দ্দমা থাকিলে সেই কূয়ার জলও পচা গন্ধ বিশিষ্ট হয়।

সু। বেশত কারণ! পচা মাটীর স্তূপ উপরে থাকে, আর বিশ হাত নীচে কূয়ার জল খারাপ হয়?

জ্ঞা। প্রথমতঃ দেখ, কূয়ার জল কোথা হইতে আইসে।

সমস্ত বৎসর যত বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল মাটীর নীচে বসিয়া জমা হয়। কূয়া কাটিলে চতুর্দ্দিক হইতে সেই জল চুয়াইয়া কূয়াটি পূর্ণ করে। সুতরাং বুঝিলে, যে স্থানে পচা নর্দ্দমা বা পচা গোবরের রাশ থাকে সেই স্থানের বৃষ্টির জল সেই পচা, গলিত দ্রব্য গুলি ধুইয়া নীচে গিয়া জমা হয়, এবং তাহাই তাহার নিকটস্থ কূয়ার ভিতরে গিয়া পতিত হয়, এই জন্য অনেক কূয়ার জল পচা গন্ধ বিশিষ্ট দেখা যায়।

সু। বুঝিলাম, আমাদের দেশের লোক এইটা না জানিয়া শুনিয়া যেখানে সেখানে একটা কূয়া খনন করিয়া ফেলে; কিন্তু একটুকুও বিবেচনা করে না। কূয়ার জল খারাপ হইলে নিজ নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা করে।

জ্ঞা। ঠিক কথা বলিয়াছ সুধীর!

সু। নদীর জলে এরূপ কোন দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞা। যদি নদী খুব প্রশস্ত এবং স্রোতস্বতী হয়, তবে সহজে যেরূপ পুষ্করিণীর জল নষ্ট হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে, নদীতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু নদীর জলে যেরূপ অত্যাচার হয় তাহা অকথ্য, এবং তজ্জন্য নদীর জলও নিরাপদ নহে।

সু। কেন?

জ্ঞা। নদীর জলে যাহা কিছু নিক্ষেপ করা যায়, সেই সকল নিম্নদিকে স্রোতে লইয়া যায় সত্য; কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, যে, তোমাদের নিক্ষিপ্ত ময়লা যেমন নীচে যায়, সেইরূপ তোমাদের উজানে যে সকল গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামের নিক্ষিপ্ত ময়লা তোমাদের ঘাট দিয়া ভাসিয়া যায়, এবং যাহারা নদীর জল খায়, তাহারা সেই ময়লা পানীয় জলের সঙ্গে উদরস্থ করে।

তোমাদের নিক্ষিপ্ত ময়লা তোমরা খাও না বটে, কিন্তু তোমাদের ভাটিতে যে সব গ্রাম আছে, সেই গ্রামস্থ লোকে উহা জলের সঙ্গে পান করে। আমাদের দেশের লোকেরই স্বভাব, যত গলিত ও পচা পায়খানার ময়লা এবং মৃত গরু, ঘোড়া প্রভৃতি সমস্তই নদীর জলে ফেলে। এই অভ্যাস যে কত খারাপ তাহা সকলই বুঝিতে পার। এই সকল জন্তু ও গলিত দ্রব্য ক্রমে পচিয়া সমস্ত নদীর জলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অল্পাধিক সকলেই উহা উদরস্থ করে।

সু। মা! তবে নদীর জল খেতেও ঘৃণা বোধ হয়?

জ্ঞা। তা' হয়ইতো, এত বলিলাম প্রশস্ত ও স্রোতস্বতী নদীর কথা, কিন্তু যদি ছোট নদীর কথা ধর—যাহাতে বৎসরে ৯মাস জলের স্রোত থাকে না, তাহা ভাবিলে আরো ভয়ঙ্কর। বর্ষাকালে বড় কি ছোট নদী উভয়েই নানা উচ্চ স্থানের ময়লা এবং পাহাড়ের পচা গলা বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়া নদীর জলের আকারের বৃদ্ধি করে, অতএব বর্ষাকালে কোন নদীর জলই পান করা উচিত নয়। যে সকল নদীর স্রোত বর্ষান্তে বন্ধ হয়, তাহার দশা ও পুষ্করিণীর দশা প্রায় সমান, বরং পুষ্করিণী অপেক্ষা ঐ সকল নদীতে অত্যাচার আরও বেশী হয়।

সু। কেন?

জ্ঞা। তাহার কারণ, নদীর কোন মালিক নাই, নির্ব্বিবাদে তাহাতে যথেচ্ছা অত্যাচার হইয়া থাকে। আর এক রীতি আছে, যত মরা তাহা এই নদীর তীরে জ্বালান হয়, এবং কখন বা অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় সেই মৃত দেহ জলে ফেলা হয়, তাহা আবার পচিয়া জল অত্যন্ত খারাপ করে। পাড়া গায়ের অনেকে জলে

পাট পচায়, কেহবা কলেরা রোগীকে জলে ফেলিয়া দেয়, এবং পালে পালে গরু, ঘোড়া, মহিষ জলে নামাইয়া স্নান করায়, এবং এই জলে বাঁশ ও কাঠ ভিজাইয়া রাখে ইত্যাদি।

সু। বাপ্‌রে! এত অত্যাচার করে ইহা দেখি পুষ্করিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।

জ্ঞা। তাহা বইকি?

সু। মা, আমি তোমার নিকট যত উৎকৃষ্ট কথা শিক্ষা করিলাম, তাহা ভাবিয়া আর আমার আনন্দ ধরে না; মা, তোমার মত সকল মাই যদি আপন আপন সন্তানদিগকে এত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়, তবে কি আমাদের দেশের সমাজের অবস্থা এই রূপ হইতে পারে।

জ্ঞা। সকল মাতার পক্ষে আপন ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে, কেন না অনেকেই লেখা পড়া জানে না—আবার যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও শৈথিল্য বশতঃ বা কুসংস্কার বশতঃ এ বিষয় দৃষ্টি করেন না। সভ্য দেশে বিশেষতঃ বিলাতের লোকেরা কেন এত চারি চৌপাটে বিচক্ষণ হয় তাহা জান? তাহারা শিশু কাল হইতেই মায়ের নিকট জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিক্ষা পায়। আবার সেই শিক্ষা স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে মিলিত হইয়া ছেলেগুলিকে এক প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে পরিচালিত করে। তাহা হ'লে কি কেবল স্কুলে পড়িলেই লোকে এত মহৎ হইতে পারে? মায়ের হাতে ছেলের জীবন যেন কাঁচা মাটী। কাঁচা মাটী যেমন ভাবে গড়িবে সেই ভাবেই রহিবে, কিন্তু মাটী শুকাইলে তাহা আর ইচ্ছামত গঠন করা যায় না, ছেলে বেলা হইতেই সুশিক্ষা দিলে ছেলেরা বেশ মানুষ হয়।

সু। তবে স্নানের কি ব্যবস্থা করিবে ?

জ্ঞা। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের তোলা জলে স্নান করা মন্দ নহে। শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবে, এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবে।

সু। স্নান করার সময় তৈল মাখা রীতিটা কেমন ?

জ্ঞা। যদি স্নান করার সময় গা বেশ করিয়া মাজিয়া তৈল উঠাইয়া ফেলিতে পারে, তবে তৈল মাখা মন্দ নয়।

সু। তৈল না উঠাইলে কি হয় ?

জ্ঞা। তৈল না উঠাইলে শরীরে ময়লা আঁটিয়া গিয়া ঘাম বাহির হওয়ার ব্যাঘাত হয়, কাজেই পীড়া হওয়ার সম্ভব।

সু। কেন তৈল মাখায় কি তবে গুণ নাই ?

জ্ঞা। গুণ আছে বই কি, তৈল মাখিলে চর্ম্ম মসৃণ থাকে, এবং খুজলি প্রভৃতির পক্ষেও ভাল।

সু। কোন তেল ভাল ?

জ্ঞা। খুজ্‌লীর পক্ষে খাটি সরিষার তৈল ভাল।

সু। কেন সরিষার তৈলে এমন কি জিনিষ আছে, যে, তাহা খুজ্‌লির পক্ষে ভাল ?

জ্ঞা। তুমি জান যে খুজ্‌লি হইলে ডাক্তারেরা গন্ধকের মলম দেয়। সরিষার তৈলে ঐ গন্ধকের ভাগ বেশী আছে, তাহাতেই খুজ্‌লি আরাম হয়, কিন্তু সরিষার তৈল মাথায় দিলে মাথা আটা হয়।

সু। মাথায় কোন্ তৈল দিবে ?

জ্ঞা। মাথায় দেওয়ার পক্ষে নারিকেল তৈল খুব ভাল, কেননা উহা মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ রাখে, তিলের তৈলও মন্দ নয়।

সু। সাহেবগণ তৈল মাখে না শুনি, তাহাদের স্বাস্থ্য কি খারাপ?

জ্ঞা। সাহেবেরা তৈল মাখে না বটে, কিন্তু তাহারা সাবান মাখিয়া স্নান করে। সাবানও তৈল দ্বারা প্রস্তুত হয়। স্নানও গাত্র মার্জ্জনের পক্ষে সাবান উৎকৃষ্ট; সাবানের মত তৈলে গায়ের ময়লা পরিষ্কার হয় কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৈল মাখিয়া শরীর যদি না মাজিয়া ফেলা যায়, তবে শরীরে ময়লা আঁটিয়া যায়, এবং ঘামের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়, আর পরিষ্কার কাপড় গায়ে দিলে তৈলের ময়লায় শীঘ্র ময়লা হইয়া যায়।

সু। তবে সাবান ব্যবহার করাই কি ভাল?

জ্ঞা। আমার মতে গায়ে সাবান ও মাথায় একটু নারিকেল তৈল ব্যবহার করিলেই বেশ উপকার হয়। মাসে দুই দিন কি একদিন মাথাটা সাবান দ্বারা ধুইলেই যথেষ্ট হয়। আমাদের দেশে যখন তৈল মাখার রীতি হইয়াছিল, তখন সাবান কাহাকে বলে কেহ জানিত না; এখন যখন সাবান সস্তা এবং নানা মনোমুগ্ধকর মসলায় উহা প্রস্তুত হয়, তখন সাবান ব্যবহার করাই উচিত। সাবানে শরীরের ময়লা ছাপ করিয়া ঘাম নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেওয়ায় শরীর সুস্থ থাকে।

সু। তবে আমি সাবানই ব্যবহার করিব। তেল গায়ে মাখিলে যখন গায়ে ময়লা আটকাইবার সম্ভাবনা, তখন আর গায়ে তৈল মাখিব না, স্নান করা সম্বন্ধে আর কি কি নিয়ম?

জ্ঞা। আর বেশী কিছু দেখিতে হবে না, তবে পচা জলে কখনও স্নান করিবে না। কারণ, তাহাতে খুজ্‌লি প্রভৃতি হইতে পারে। আর জলে নামিয়া স্নান করিলেও অনেকক্ষণ জলে

ডুবাডুবি করা উচিত নহে। একটু সাঁতার খেলা বরং ভাল। পনর মিনিটের বেশী জলে থাকা উচিত নহে। আর এক কথা, স্নানের ঘাট অনেক দূরে হইলে ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ থাকা উচিত নহে। স্নান করিবার সময় শুক্‌না কাপড় জুতা ও ছাতা সঙ্গে লওয়া উচিত, খালি পায়ে চলা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদের পায়ে চোট লাগিয়া জখম হইতে পারে। রৌদ্রের সময় স্নান করিয়া আসিলে রৌদ্র লাগিয়া হয়তো মাথা ধরিতে পারে, তজ্জন্য ছাতা লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

সু। কোন্ সময় স্নান করা উচিত?

জ্ঞা। আমাদের দেশে অনেকেই ১০, ১১, ১২টার সময় স্নান করে। অধিক রৌদ্রের উত্তাপে পুকুরের জল গরম হইয়া উঠে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বেলা দুই প্রহরের সময় স্নান করা অন্যায়। সাহেবগণ এ রীতির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা সন্ধ্যা বেলায় ও প্রত্যূষে স্নান করেন।

সু। স্নান আহারের পূর্ব্বে কি পরে করা উচিত?

জ্ঞা। স্নান আহারের পূর্ব্বেই করা উচিত। কেননা, আহারের পর স্নান করিলে পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।

সু। আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না?

জ্ঞা। আছে বই কি। কোন্ কোন্ সময় আহারের নিয়ম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন কি প্রণালীতে আহার করিবে তাহাই বলিতেছি—তাহা আর বেশী কিছুই নহে। আহার করিবার সময় আস্তে আস্তে চিবাইয়া আহার করিবে। কার্য্যের অনুরোধে বা পড়ার চাপে তাড়াতাড়ি আহার করিবে না। অত্যন্ত গরম গরম আহার করা ভাল নয়, তাহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত

হয়। বেশী গরম জিনিষ কখনই খাবে না, তাহাতে যে কেবল পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়, তাহা নহে, জিহ্বা এবং মুখ দগ্ধ হইয়া বেদনা উৎপন্ন করিতে পারে। প্রথমে সহজে হজম হয়, এরূপ দ্রব্য খালি পেটে আহার করিবে; খালি পেটে কঠিন ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে পেটে বেদনা হইতে পারে। আহার করিতে করিতে যখনই ক্ষুধার শান্তি হইল দেখিবে, তখনই মনে করিবে, আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর কখনই আহার করিবে না। লোকের অনুরোধে বা কোন সুমিষ্ট দ্রব্যের খাতিরে কখনই অতিরিক্ত আহার করিবে না, তাঁহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নিয়ম যে পালন করে, তাহার কখনও পেটের অসুখ করে না বা অজীর্ণ জন্মায় না। অন্যের অনুরোধে খাইলে অন্যের কোন অনিষ্ট হইবে না, ভুগিতে তুমিই ভুগিবে। অনেকে একদিন আহার করিয়া তিন দিন কষ্ট পান, তাহা কখনই করিবে না।

সু। না, মা, এরূপ কখনই করিব না এবং আমার ক্লাসের অন্যান্য কেহ এরূপ কখনও না করে, তাহাও বুঝাইয়া দিব।

জ্ঞা। আচ্ছা, এখন জলবায়ুর দোষগুণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। শারীরিক নিয়ম সম্বন্ধে যাহা যাহা তোমাকে বলিলাম, জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা শিক্ষা করা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর বিষয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে জলবায়ুর দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি করে না। আর জলবায়ুর বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাসও করে না, বিশ্বাস করিলেও জাতীয় শৈথিল্যে বা দেশাচার গুণে তদনুযায়ী কার্য্য করে না, আমি সেই জন্য তোমাদের মত ছোট ছেলেকে গোড়া হইতেই এই সকল গুরুতর বিষয়গুলি হৃদয়ে উত্তমরূপে ধারণা করাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। তোমাদের

দ্বারা ভবিষ্যতে ইহার ফল ফলিবে। বিলাতী লোকের এবিষয় এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জলবায়ুর দোষগুণ দেখিলে তাহাদের কি মূর্খ, কি বিজ্ঞ সকলেই বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহা নহে, প্রত্যুত তদনুরূপ কার্য্যও করিয়া থাকে। আমারও এই ইচ্ছা, গোড়া হইতেই তোমাকে যেমন শিক্ষা দিয়া ভাল মন্দ বুঝাইতেছি, তুমিও ভবিষ্যৎ জীবনে তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

সু। জলের দোষ গুণের কথা ইহার আগেই বলিয়াছ, পুষ্করিণীর এবং নদীর জল কিরূপে খারাপ হয় এবং কূয়ার জল কিরূপে দূষিত হয়, তাহাও বুঝাইয়া বলিয়াছ।

জ্ঞা। হাঁ, জলের কথা অনেক বলিয়াছি বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ জল পানের ব্যবস্থা বলি নাই। বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বচ্ছ এবং কোন প্রকার গন্ধ ও স্বাদবিহীন।

সু। কোন্ জল বিশুদ্ধ ?

জ্ঞা। বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, পরিস্রুত জলও খুব বিশুদ্ধ। কিন্তু বৃষ্টির জল বর্ষাকালেই প্রচুর পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ষাকালেরই উপযোগী, কেননা বর্ষকালে নদী নালা, কূয়া, পুকুর প্রভৃতি ময়লা জলে পরিপূর্ণ হয়। তখন বিশুদ্ধ জল বড় মেলে না।

সু। পরিস্রুত জল কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। পরিস্রুত জল, কলের দ্বারায় চুয়াইয়া বাষ্পাকারে সঞ্চিত হয়, বড় বড় ঔষধালয়ে ইহা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সু। বৃষ্টির জল কি বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য ? আমাদের দেশের লোকে বৃষ্টির জলকে ভাল বলিয়া মনে করে না।

জ্ঞা। কি করিয়া বৃষ্টির জল ধরিতে হয়, আমাদের দেশের লোকে তাহা জানে না। খড়ের ঘরের চাল ধুইয়া বা দালানের

ছাদ গড়াইয়া যে জল নীচে পড়ে, তাহাই দেখিয়া বৃষ্টির জলের প্রতি ভক্তি হয় না।

সু। কি করিয়া বৃষ্টির জল ধরিতে হয়?

জ্ঞা। খুব ধোলাই একখানা মোটা চাদর চাঁদোয়ার মত উপরে টাঙ্গাইয়া, তাহার নিচে খুব বড় একটা টব্ বা বড় একটা জালা, একটু উচ্চ আসনে বসাইয়া রাখিলে ঐ কাপড়ের উপর যত জল পড়ে তাহা নিম্ন স্থিত টবে সঞ্চিত হয়।

সু। আর কোন্ উপায়?

জ্ঞা। আর এক উপায় এই, যাহাদের টিনের ঘর আছে, তাহারা যদি ঘরের ছঞ্চায় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃত আলম্ব টিনের খোল রাখিয়া একদিক্ একটু নিম্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে ঘরের উপরে যে জল পড়ে, তাহা ঐ টিনের খোল দ্বারা নিম্নগামী হয়। এবং বৃষ্টির সময় ইচ্ছামত জল ধরিয়া রাখিতে পারা যায়। কিন্তু টিনের ঘরের জল ধরিতে একটু সাবধান হইবে। বৃষ্টির আগে ঘরের চাল দেখা উচিত। কেননা নানাপ্রকার ময়লা ও কাক প্রভৃতির বিষ্ঠা চালের উপর থাকিতে পারে; জল ধরিবার সময় আগে কিছু পরিমাণে জল চাল ধুইয়া পড়িয়া গেলে পরে জল ধরা উচিত।

সু। তবে যাহাদের টিনের ঘর নাই, তাহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ জল ধরা হইবে না?

জ্ঞা। কেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকার কাপড় দ্বারা ধরিতে পারা যায়। আরও এক কাজ করিতে পার, আঙ্গিনায় চারিটা খুঁটি পুতিয়া পাঁচ খানা করুগেটেড্ টিন দ্বারা একটা চৌবাচ্চার মত করিয়া রাখিলে তাহাতে প্রচুর জল জমিতে পারে।

সু। করুগেটেড্ টিন কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যে টিন দ্বারা ঘর ছাওয়া যায়, তাহাকে করুগেটেড্ টিন বলে।

সু। সে তো একটা সোজা কাজ নহে, তাহাতে পয়সা ও বুদ্ধির প্রয়োজন, ইহা হয় তো অনেকেই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে।

জ্ঞা। আমাদের দেশের লোককে সৎপরামর্শ দিলেই তাহা উপহাস করিয়া উড়ায়, একটু বুদ্ধি খাটান বা দু পয়সা খরচের কাজ পড়িলেই লোকে তাহা হইতে বিরত হয়, এই জন্যই তো এত দুর্দ্দশা।

সু। কি দুর্দ্দশা?

জ্ঞা। দুর্দ্দশা বই কি, এই সকল নিরুদ্যমতা, অলস প্রকৃতি এবং কুসংস্কারেতেই এদেশের অবস্থা মাটি হইয়াছে। সেই জন্যই আমাদের দুরবস্থার একশেষ, সেই জন্যই লোকে অন্ন পায় না, যদি সকলে পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল হইত এবং বুদ্ধি খাটাইতে জানিত, দেখিয়া শুনিয়া শিখিত, তাহা হইলে আজ দুই শত বৎসরকাল ইংরেজের অধীনে থাকিয়া ইংরেজের যে সমস্ত গুণ তাহা শিক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু দোষের ভাগ বেশ শিক্ষা করিয়াছে।

সু। দোষের ভাগটা কি?

জ্ঞা। দোষের মধ্যে মদ খাওয়াটাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নব্য বাবুদের অনেকেই এ বিষয়ে সাহেবদের অনুকরণ করেন, পিতা মাতা ও আত্মীয়গণকে বড় জিজ্ঞাসা করেন না।

সু। টিনের দ্বারা কিরূপ জলের বন্দোবস্ত করিবে তাহা বুঝিলাম।

জ্ঞা। ইহাতে কিছু খরচ হইবে সন্দেহ নাই, দশ বার টাকা খরচ হওয়ার সম্ভব, কোন লোহার কামার দ্বারা চারি খানা টিনের চারি কিনারায় নিম্নে একখানি টিন স্ক্রুপ্ দ্বারা আঁটিয়া একটী চৌব্বাচ্চার আকার নির্ম্মাণ করিবেক; এবং রাঙ্গ দ্বারা তাহা এরূপ ভাবে ঝালিবে যে, জল না পড়ে। এই টিনের চৌবাচ্চাটী খুটি দ্বারা উচ্চে আবদ্ধ রাখিবে, আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রায় মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জল ঐ টিনের পাত্রে সঞ্চিত হইলে উহা উঠাইয়া লইয়া হাঁড়ী, জালা প্রভৃতি পাত্রে জমা করিয়া রাখিলেই পানীয় জলের উৎকৃষ্ট ব্যবহার হয়। এরূপ ব্যবস্থা করিলে দুই তিনটী পরিবারের পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে।

সু। বিশুদ্ধ জলের বিষয় শিখিলাম, কিন্তু অবিশুদ্ধ জলের পরীক্ষা কিরূপ ?

জ্ঞা। অবিশুদ্ধ জলের পরীক্ষা ঠিক বিশুদ্ধ জলের বিপরীত। ঘোলা, কাল রং, কখন কখন বা লাল রং বিশিষ্ট জল পান করিলে একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়, কোন কোন জলে কষায় আস্বাদ পাওয়া যায়।

সু। জলের স্বাভাবিক রং বা স্বাদের পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ কি ?

জ্ঞা। জলের সঙ্গে নানা ধাতব দ্রব্য, গলিত উদ্ভিদ্ সকল মিশ্রিত হইলে স্বাদের ও রংএর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীর জলে মাটি মিশ্রিত হওয়ায় স্বাদের ও রংএর ব্যতিক্রম হয়, এবং উচ্চ স্থান হইতে নানা প্রকার গলিত পদার্থ ধৌত হইয়া আসিয়া নদীর জলে মিশ্রিত হওয়ায় জল খারাপ করিয়া তুলে, কোন কোন পুকুরের কিনারায় নানারূপ জঙ্গল ও গাছ গাছড়া

থাকে, তাহাও পচিয়া জলের রং ও স্বাদের ব্যতিক্রম ঘটে। কূয়ার জলে মৃত্তিকার নিম্নে ধাতব পদার্থ, লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় এক প্রকার কষায় স্বাদ অনুভূত হয়; কূয়াতে ও পাতা পচিয়া এবং ভেক ইন্দুর প্রভৃতি সময় সময় মরিয়া ঐ জলকে দূষিত করে।

সু। উঃ! জলের তবে সামান্য আপদ্ নহে!

জ্ঞা। ইহা ভিন্ন আর একটী আপদ্ আছে।

সু। সে কি?

জ্ঞা। সে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু, উহা জলে ভাসিয়া থাকে, পুরাতন ও ছায়া যুক্ত কূপের জলে ও জঙ্গলাবৃত পুরাতন পুকুরে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে আবার স্ত্রী পুরুষ আছে; উহাদের শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি হয়।

সু। কই, সে কীটাণু তো আমরা কখনও দেখি নাই!

জ্ঞা। তাহা কি আর চক্ষে দেখা যায়? অনুবীক্ষণ নামক যন্ত্রে এক ফোঁটা জল রাখিয়া দেখিলে বেশ প্রতীয়মান হয়।

সু। সেই কীটের কি আকৃতি?

জ্ঞা। সেই কীটের নানা জাতি আছে, এবং নানা জাতির নানারূপ আকৃতি দেখা যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ-চক্ষে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে বড় বড় কচ্ছপাকার, মৎস্যাকার ইত্যাদি দেখা যায়; এইরূপ কত শত কীট যে দেখা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সু। সর্ব্বনাশ, এক ফোঁটা জলে এত কীট দেখা যায়, না জানি আমরা পানীয় জলের সঙ্গে প্রতিদিন কত লক্ষ কীট উদরস্থ করি। হায়! হায়! লোকে জানিতে পারিলে কি

আর এমন জিনিষ উদরস্থ করে, মা! তুমি কি এই কীট দেখিয়াছ?

জ্ঞা। বাপু! আমি না দেখিলে কি তোমাকে এই সব কথা বলি।

সু। কোথায় শিখিলে?

জ্ঞা। আমি কর্ত্তার কাছে শিখিয়াছি, তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন। আমিও তোমার মত অজ্ঞ ছিলাম, কত তর্ক করার পর আজ বিশ বৎসর যাবৎ এই সব শিখিয়াছি, কর্ত্তার এত কষ্ট করিয়া শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন ছেলে পেলেকে এই সকল কথা শিখাই—এই তাঁহার বিশেষ অনুরোধ। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সকল কাজ কর্ম্ম ফেলে তোমাদের সঙ্গে দিন রাত্রি যে এত বকিতেছি—তাহার কারণ এই।

সু। আমিও সকল ছেলেকে শিখাইব যে, ঐ সকল পোকা দ্বারা কি অনিষ্ট হয়।

জ্ঞা। ঐ সকল পোকা দ্বারা পেটের অসুখ হয়, আমাশয় ও কলেরা হইতে পারে, জ্বর এবং ক্ষয় ও ইহাতে হওয়ার সম্ভব।

সু। সেই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালী এত কাহিল, দুর্ব্বল ও চিররোগা।

জ্ঞা। তা নয়তো কি। পল্লী গ্রামের যে সকল স্থান খুব ভাল, নদীর ধারে তথায় এই সব পীড়া খুব কম। যে সকল গ্রাম অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে, এবং যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানকার লোক অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সবল, এবং নীরোগী, আর যেখানে দেখিবে পুরাতন গ্রাম জঙ্গলাদি পরিপূর্ণ, খাল, নালা, ডোবা সকল জঙ্গলে ঢাকা, তথাকার সকল লোকেরই প্রায় প্লীহা, যকৃত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তথাকার লোকও

দেখিতে দুর্ব্বল, এসব জলের দোষেই হয়, কিন্তু লোকে বৃথা স্বীয় অদৃষ্টকে দোষারোপ করে ও ঈশ্বরকে নিন্দা করে।

সু। মা! পল্লীগ্রামের পুরাতন কূপ ও পুকুরের জলের যে ভয়ানক কথা শিখিলাম, তাহাতে সর্ব্বদা মনে একটা আশঙ্কা রহিয়া যাইবে। স্থানান্তরে দুই চারি দিনের জন্য গেলে যে তৃপ্তির সঙ্গে জলপান করা ঘটিবে না, যখন এ সকল জানিতাম না, তখন কোন লেঠাই ছিল না। এখন কি উপায়ে এই আশঙ্কা দূর হইতে পারে তাহা বল। যদি বৃষ্টির জল না মিলে, ভাল পুকুরের বা নদীর অথবা কূয়ার জল না মিলে, তবে কি উপায় করিব?

জ্ঞা। ইচ্ছা থাকিলেই একটা না একটা উপায় অবলম্বন করা যায়, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।

সু। কি, কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে?

জ্ঞা। বর্ত্তমান সময়ে আবিষ্কৃত ফিল্‌টারগুলি এ বিষয়ে খুব ভাল।

সু। ফিল্‌টার কাহাকে বলে?

জ্ঞা। ফিল্‌টার জলশোধক যন্ত্র বিশেষ। পথিকের পক্ষে ছোট ছোট বোতলের ফিল্‌টার ভাল। এই সকল বোতলের মধ্যে কয়লা ও বালু এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে; তাহার মধ্য-দিয়া জল প্রবেশ করিলে জলের দূষিত পদার্থ গুলি কয়লা ও বালুকা দ্বারা শোষিত হইয়া জলকে শোধিত করে। একটা বাল্‌তি বা জলের হাঁড়ির মধ্যে ঐ ফিল্‌টারের বোতলটী বসাইয়া রাখিয়া দিলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা ভিতরে জল প্রবেশ করে এবং প্রয়োজন মত সেই জল পান করিলে বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। যে জলে এই ফিল্‌টার রাখিবে তাহা পূর্ব্বেই খুব ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

সু। কেন জল ফুটাইবার প্রয়োজন কি?

জ্ঞা। জল খুব গরম করিলে তাহাতে যে জীবিত পদার্থ থাকে, সব মরিয়া যায়। এবং ফিল্‌টার দ্বারা অন্যান্য দূষিত বস্তু শোধিত হয়।

সু। জল ফুটাইলেও কি খুব ভাল?

জ্ঞা। ভাল যে তা এক শ বার।

সু। ঐ ফিল্‌টারের দাম কত?

জ্ঞা। দুই টাকা হইতে ১০৲।১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ছোট ছোট ফিল্‌টারের দাম, খুব বড় বড় ফিল্‌টারের দাম ১৫০।২০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে।

সু। সকলের ভাগ্যেতো ফিল্‌টার কেনা ঘটে না, আবার দেশের গোঁড়া হিন্দুগণও ফিল্‌টারের জল পান করিবেন না, তখন কি উপায়?

জ্ঞা। তাহার উপায় এই যে জল ফুটাইয়া পরে ছাঁকিয়া খাওয়া মন্দের ভাল, তাহাতে একটু কর্পূর দিলে আরও ভাল, কারণ কর্পূরের কীটনাশিনী শক্তি আছে, জল শোধন করিবার আর এক প্রশস্ত উপায় আছে, ঘরেও ফিল্‌টার প্রস্তত করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা খুব সহজ্।

সু। কি প্রকার?

জ্ঞা। ইহাতে তিনটী হাঁড়ির প্রয়োজন। প্রথম হাঁড়িতে কয়লা, দ্বিতীয় হাঁড়িতে পরিষ্কৃত ধোয়া বালু রাখিবে, এই দুইটী হাঁড়ির নিচেই গোল্ গোল ছিদ্র করিবে এবং ঝরণার মত প্রস্তুত করিবে ও অন্য একটী হাঁড়ীর মুখে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া সর্ব্ব নিম্নে রাখিবে এবং একটী তিন থাক যুক্ত ত্রিপায়ার উপর

এই হাঁড়ী তিনটী এমনভাবে রাখিবে, যেন কয়লার হাঁড়িটী সর্ব্ব-উপরে থাকে এবং বালুকার হাঁড়িটী মধ্যে, তাহার নিম্নে মুখে কাপড় দেওয়া হাঁড়িটী থাকিতে পারে। প্রথমে কয়লাপূর্ণ হাঁড়িতে জল ভরিয়া দিবে, ঐ জল ক্রমে ক্রমে ঝরণার মত কয়লার মধ্য দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে পড়িবে। ইহাতেই এককালে ছাঁকার কার্য্যটী হয়, কিন্তু মনে রাখিবে এই সামান্য ফিল্‌টারটীতে জল খুব ফুটাইয়া দিবে।

সু। এ ফিল্‌টার ও ইংরেজী ফিল্‌টারে কি প্রভেদ ?

জ্ঞা। অবশ্যই কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু এই উপায়ই বৃষ্টির জল শোধন করার এক প্রশস্ত উপায়। আমার মতে পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে এই প্রকার ফিল্‌টার প্রস্তুত করিয়া তাহার জল পান করিলে এত অনিষ্ট হইতে পারে না।

সু। এমন সহজ উপায় অবলম্বন করিলেই যদি রোগ ও শোক হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তবে কে না এইরূপ করে ? বোধ করি লোকে জানে না বলিয়াই করে না।

জ্ঞা। জানিবে না কেন ? অনেকে জানিয়াও করে না, সেবার কর্ত্তা কত লোককে পরামর্শ দিলেন ও প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন, কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করিল না।

সু। তাইতো লোককে ভাল কথা শিখাইলেও যদি না শিখে বা তদনুযায়ী কার্য্য না করে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়, এবং দেশের অমঙ্গল। কূয়ার ও পুকুরের জল সংশোধন করিবার কি আর কোন উপায় নাই।

জ্ঞা। আছে বই কি। যদি কোন পুরাতন পুকুর হয়, এবং গ্রীষ্মকালে যদি তাহার জল শুকাইয়া যায় তখন তাহার পঙ্কোদ্ধার

করা উচিত। ইহা অবশ্য ব্যয়বাহুল্য সন্দেহ নাই। যে জলই জীবন মৃত্যুর কারণ, সেই জল ভাল করিবার জন্য যে একটা ব্যয় হইবে, তাহা কি অপব্যয় বলিয়া গণ্য করা উচিত। আর পুকুরে পানা ও শেওলা থাকিলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত, এবং পুকুরের চারি ধারে যে জঙ্গল থাকিবে, তাহা কাটিয়া বেশ পরিষ্কার করিবে, এবং পুকুরের নিকটবর্ত্তী বড় বড় গাছ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিবে, নচেৎ তাহাতে পুষ্করণীর জলে রৌদ্র লাগিতে পায় না। এবং ঐ সব গাছের পাতা পুকুরে পড়িয়া জল খারাপ করে।

সু। পুকুরের জলে রৌদ্র লাগিলে কি হয়?

জ্ঞা। রৌদ্রের তাপে জল ভাল থাকে, এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পচা পুকুরের জলে অসংখ্য কীট থাকে, রৌদ্রের তাপে সেই প্রকার কীট সকল মরিয়া যায়।

সু। তবে রৌদ্রের তাপ তো ঐ সকল কীট নষ্ট করিবার এক স্বাভাবিক নিয়ম।

জ্ঞা। যদি পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভব না হয়, তবে বৃক্ষাদি পরিষ্কার করিয়া খুব বেশী পরিমাণে গুঁড়া চূণ নৌকায় করিয়া সমস্ত পুকুরে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চূণের দ্বারা জল শোধন করা যায়। জলে চূণ দিয়া সমস্ত জল একবার আলোড়ন করিয়া দিবে।

সু। কূয়া সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম?

জ্ঞা। হাঁ কূয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম, তবে কূয়ার আয়তন ছোট বলিয়া কূয়ার জলকে আরো নিরাপদ করা যায়।

সু। সে কি প্রকার?

জ্ঞা। কূয়ার নিকটে জঙ্গলাদি থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিবে, এবং পুরাতন কূয়ার ভিতরে যদি কোন গাছ গাছড়া থাকে, তাহা কাটিয়া দিবে, পচা পাতা সকল মধ্য হইতে উঠাইয়া ফেলিবে। পরে দুই তিন খানা ভাল ইট আগুনে পোড়াইযা, আগুনের মত লাল করিবেক, শেষে ঐ ইট কূয়ার ভিতর নিক্ষেপ করিলে কূয়ার জল ঐ ইটের গরমে উচ্ছ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে জলের ভিতরের কীটাণু সকল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে। যদি কূয়া একটা ইন্দারার মত বড় হয়, তবে ১৷৹ তোলা পার্‌মেন্ গ্যানেট্ অব্ পটাশ্ জলে গুলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ কূয়ার জলে ঢালিয়া দিবে, পরে জলটা খুব আলোড়ন করিয়া রাখিয়া দিবে।

সু। পার্‌মেন্ গ্যানেট্ অব্ পটাশ্ দিলে কি হয়? এবং উহা কোথায় পাওয়া যায়?

জ্ঞা। পার্‌মেন্ গ্যানেট্ অব্ পটাশ জলে দিলে জলের সেই ভাসমান কীট এককালে নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ঐ জলে আর কোন ভয় থাকে না। উহা সকল ডাক্তার খানায়ই পাওয়া যায়, দামও অধিক নহে। ছোট কূয়ায় বার আনা ওজনে ঔষধ দিলেই যথেষ্ট।

সু। মা, এই ঔষধ না পাইলে?

জ্ঞা। না পাইলে টুকরী খানেক চূণ ঢালিয়া দিবে, এবং দুই চারি দিন কূয়ার জল খাওয়া বন্ধ করিবেক, কারণ সমস্ত চূণটা অধঃস্থ হইলে জল খাওয়া ভাল।

সু। কেন মা? পুকুরে ঐ ঔষধটা দিবে না কেন?

জ্ঞা। পুকুরে ঐ ঔষধ দিলে অনেক খরচ হয়, তাই উহা না দিয়া চূণ দেওয়াই ভাল। তবে পয়সা খরচ করিয়া উপরোক্ত

ভাবে বিশুদ্ধ জল সঞ্চয় করিতে পারিলে অবশেষে ভাল জানিবে। তবে সুধীর! জলে দোষ কি তাহা সংক্ষেপে বলিলাম, আর একটী কথা স্মরণ রাখিবে।

সু। কি কথা মা?

জ্ঞা। যদি অন্য কোন গ্রামে কলেরা হয়, তবে সেই গ্রামে কার্য্যোপলক্ষে গেলে তথায় আহার না করিবারই চেষ্টা করিবে। যদি আহার করিতে হয়, তবে তথাকার জল বা দুধ মোটেই পান করিবে না। কে বলিতে পারে—ঐ গ্রামের পুকুর কি কূয়ার জল দূষিত হইয়া কলেরার সৃষ্টি করে নাই? একবার দেখাও গিয়াছে আমাদের চাকর কলেরা রোগাক্রান্ত গ্রামে গিয়া জল পান করায় কলেরায় আক্রান্ত হয়।

সু। তবে তথায় গিয়া জল পান না করিয়া কিরূপে থাকিবে?

জ্ঞা। ঐ স্থানে যদি লেমনেড্, সোডা পাওয়া যায়, তবে তাহা পান করিবে, নচেৎ নারিকেলের জল পান করিবে, অথবা তথায় যাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত একটা বোতলের ফিল্‌টার লইয়া যাইবে।

সু। হাঁ বুঝিলাম, আমি যেন দুই এক দিনের জন্য নারিকেলের জল, লেমনেড্, সোডা খাইয়া থাকিলাম, কিন্তু সেই গ্রামের যে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—তাহার কি?

জ্ঞা। তাহাদের জন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ দিবে, এবং যাহাতে কূয়া ও পুকুরের জল যেরূপ শোধন করা যাইতে পারে, এবং কয়লা ও বালুকা দ্বারা জল যেরূপ শোধন করিতে হয়, তাহার পরামর্শ দিবে। আর যদি কোন কুয়া ও পুকুরের জলের প্রতি

সন্দেহ হয়, তবে তাহা হইতে আদবেই জল ব্যবহার করিবে না, এইরূপ পরামর্শ দিবে। এই নিয়ম তোমার নিজ গ্রামে ও পার্শ্বস্থ গ্রামে চালাইবে।

সু। মা! তুমি যখন জলের দোষ গুণের কথা বলিতে চাহিয়াছিলে তখন মনে করিয়াছিলাম, জলের আবার দোষ গুণ কি? অনর্থক বাজে কথা বলিবে মাত্র। কিন্তু এখন জলের দ্বারা এত অনিষ্ট হইতে পারে জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং কত যে নূতন কথা শিখিলাম, তাহা ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আচ্ছা, এখন তবে বায়ুর বিষয় বল।

জ্ঞা। মৎস্য যেমন জলজীব, জল না হইলে বাঁচে না, আমরা স্থল জীব সকলও তদ্রূপ বায়ু না হইলে ১০ মিনিটও বাঁচিতে পারি না। মৎস্য যেমন জলে বিচরণ করে, আমরাও তদ্রূপ বায়ু সমুদ্রে বিচরণ করিতেছি। যদি পৃথিবী জলশূন্য হয়, তবে অল্প সময় মধ্যেই যেমন জলজন্তু প্রাণত্যাগ করিবে, সেইরূপ পৃথিবী বায়ু শূন্য হইলেও আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিব। অতএব বায়ু যে জীবন ধারণের একটী প্রধান জিনিষ—তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

সু। হাঁ বুঝিলাম, বায়ু ভিন্ন আমরা এক দণ্ডও বাঁচি না। বায়ুতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাতে আমরা বাঁচিতে পারি?

জ্ঞা। বায়ু আমাদের শরীরের পক্ষে এক প্রকার আহার্য্য বিশেষ। যেরূপ অন্ন, জল আহার করিলে আমাদের শরীর পুষ্ট হয় ও রক্ত বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ বায়ুদ্বারা শরীরের রক্তের উৎকর্ষতা লাভ হয়।

সু। বায়ু দ্বারা শরীরের রক্তের কি প্রকার উৎকর্ষতা লাভ হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

জ্ঞা। প্রথমতঃ—দেখা উচিত, বায়ুতে কি কি জিনিষ মিশ্রিত আছে। অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান এবং কার্ব্বনিক-অ্যাসিড্ গ্যাস প্রভৃতি নানা দ্রব্য বায়ুতে মিশ্রিত আছে। তাহার মধ্যে অম্লজান নামক বায়ুই শরীর রক্ষা করে।

সু। কিরূপে?

জ্ঞা। বিষয়টী বুঝান কঠিন, তবুও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। খুব মনোযোগ দিয়া শুনিবে? শরীরে দুই প্রকার রক্ত আছে যথা—ধামনীয় রক্ত ও শৈরিক রক্ত। যে রক্ত ধমনী দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকে ধামনীয়, আর যাহা শিরা দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকে শৈরিক রক্ত বলে।

সু। ধমনী কাহাকে বলে?

জ্ঞা। শরীরের মধ্যে যাহাকে রক্ত বহা নাড়ী বলে, অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া লাল রক্ত সকল প্রবাহিত হয় তাহাকে ধমনী বলে, অসুখ হইলে ডাক্তার কবিরাজেরা যে নাড়ির টিপ্ দেখিয়া রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তাহাই ধমনী। হাতের মণিবন্ধে, বগলে, গলদেশে যেখানেই আঙ্গুল দ্বারা চাপ দিবে সেখানেই এক প্রকার স্পন্দন অনুভব করিবে, তাহাই ধমনী, এবং স্বাভাবিক রক্ত তদ্দ্বারাই প্রবাহিত হয়। আর হস্তে, পদে যে কাল রগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে শিরা বলে, এবং শিরার রক্ত কাল। শিরার রক্তের গতি এত মৃদু যে তাহা দ্বারা স্পন্দন অনুভূত হয় না।

সু। ধমনীর রক্ত তাহা হইলে খুব জোরে চলে?

জ্ঞা। ধমনীর রক্ত জোরে চলে বই কি, জোরে চলে বলিয়াই

ডাক্তার কবিরাজগণ হাত দিয়া বলেন, জ্বর আছে কি—না ও শরীরের অবস্থা কেমন।

সু। নাড়ীর গতি দেখিয়া আবার শরীরের অবস্থা, জ্বর ইত্যাদি কেমন করিয়া জানা যায়, আর নাড়ীর গতি কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

জ্ঞা। আগে নাড়ীর গতি কিরূপে হয় তাহাই তোমাকে বলিব। আমি কর্ত্তার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলি। বক্ষস্থলের বামপার্শ্বে হাত দিয়া দেখ, একটা স্থান ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

সু। হাঁ মা! সত্যই, ওটা কি ?

জ্ঞা। ওটাকে হৃদ্‌পিণ্ড বলে। হৃদ্‌পিণ্ডের আকার হরতনের টেক্কার মত ও উহার চারিটী কোটর আছে।

সু। উহা দ্বারা কি কার্য্য হয় ?

জ্ঞা। উহা দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের কার্য্য হয়।

সু। কি রূপে ?

জ্ঞা। পা হইতে পেটের নাড়ীর সংশ্রবে যত রকম শিরা আছে, তাহারাই ঐ সকল স্থান হইতে রক্ত লইয়া পেটের মধ্যস্থ একটা বড় শিরায় ঢালিয়া দেয়। ঐ বড় শিরা কাল রক্ত সকল যকৃতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ কোটরে ঢালিয়া দেয়, এবং মাথা ও হাতের ছোট ছোট শিরা সকল কাল রক্ত লইয়া বড় আর একটা শিরায় উপস্থিত করে। তখন ঐ বড় শিরা কাল রক্ত গুলিকে লইয়া গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক ঐ দক্ষিণ কোটরে ঢালিয়া দেয়। ঐ সব রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছিবা মাত্র হৃদ্‌পিণ্ড একটা চাপ মারে, চাপ মারা মাত্রই ঐ রক্ত সকল একটী শিরা দ্বারা ফুস্‌ফুসে চালিত হয়। ফুস্‌ফুসে নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু

নীত হয়, তাহার অম্লজান বাষ্প রক্তে মিলিত হয় এবং কাল রক্তের কার্ব্বনিক গ্যাস্ নামক পদার্থ ফুস্‌ফুসের বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। এই বিনিময় কার্য্য প্রতিনিয়ত শরীরের মধ্যে চলিতেছে। অম্লজান বায়ুর সংঘর্ষে কাল রক্ত লাল হয়, এবং অন্যান্য রক্তবহানাড়ী সকল দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের বাম কোটরে উপস্থিত হয়। এবং বাম কোটরে পড়া মাত্রই বাম কোটর চাপ মারে, ও তখনই ঐ লাল রক্ত সকল একটা বড় ধমনী দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইয়া অন্যান্য রক্ত প্রণালী দ্বারা সমস্ত শরীরে অতি দ্রুতবেগে চালিত হয়। আমরা হাতের নাড়ী ধরিলে যে টিপ মারা অনুভব করি, তাহা আর কিছুই নহে, হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা বা চাপ দ্বারা প্রবাহিত রক্তের গতি মাত্র।

সু। তবে হৃদ্‌পিণ্ড যে ধুক্ ধুক্ করে, তাহা ঐ রক্ত সঞ্চালনের ধাক্কা মাত্র।

জ্ঞা। হাঁ, ঠিক কথা বলিয়াছ।

সু। তবে কি হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা ও নাড়ীর ধাক্কা একই সময়ে উৎপন্ন হয়?

জ্ঞা। হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা ও নাড়ীর ধাক্কা একই তবে একটু সামান্য আগে পরে অনুভব করা যায়।

সু। কতক বুঝিলাম, যে, হৃদ্‌পিণ্ড দ্বারা দূষিত রক্ত গ্রহণ ও ফুস্‌ফুসে চালন এবং ফুস্‌ফুস্ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত পুনঃ গ্রহণ কার্য্য হয় এবং পরে ঐ রক্ত ধমনী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়। শরীরের কাল রক্ত কোথা হইতে আইসে?

জ্ঞা। ধমনীর রক্ত সকল শরীরের সমস্ত মাংসপেশী, মস্তিষ্ক ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত হইয়া

গিয়া শেষে কৈশিকা নাড়ীতে নীত হয়। তথায় এক প্রকার দাহন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ দগ্ধ বিধান সকল হইতে কার্ব্বনিক গ্যাস্ নির্গত হইয়া, ধমনীর শেষ ও শিরার৺ আরম্ভ হয়। তখন ঐ রক্ত কাল রং ধারণ করিয়া কৈশিকা হইতে ক্ষুদ্র শিরায় এবং তথা হইতে ক্রমে বড় শিরায় উপস্থিত হয় ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ কোটরে গিয়া পৌঁছে।

সু। হাঁ! বুঝিলাম, ধমনীর রক্ত পরিণামে শিরার রক্তে পরিণত হয়, তাহা আবার রূপান্তরিত হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আইসে এবং এই কার্ব্বনিক গ্যাস্ ফুস্‌ফুসের অম্লজানের সঙ্গে বিনিময় হয়, অর্থাৎ কাল রক্তের কার্ব্বনিক গ্যাস্ বায়ুতে মিশে ও বায়ুর অম্লজান রক্তে মিশিয়া রক্তকে লাল ও বিশুদ্ধ করে। আচ্ছা, যে কার্ব্বনিক গ্যাস্ বায়ুতে মিশে, তাহা কোথায় যায়?

জ্ঞা। তাহা প্রশ্বাস দ্বারা বাহির হইয়া গিয়া বাহিরের বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়, এখন বুঝিলে ত, বায়ু দ্বারা শরীর পোষণের কি কার্য্য হয়?

সু। বেশ বুঝিলাম শরীর পোষণ পক্ষে৺ অন্ন, জল অপেক্ষাও বায়ু শত গুণে বেশী দরকার, অন্ন, জল না খাইলে লোকে দুচারি, দশ দিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু বায়ু ভিন্ন ১০ মিনিটও বাঁচিতে পারে না।

জ্ঞা। এইক্ষণ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমাকে কতকগুলি ডাক্তারী কথা বুঝাইতে হইল, নতুবা তুমি সহজে বিশ্বাস করিবে না।

সু। বায়ুর বিশুদ্ধতার প্রয়োজন কি?

জ্ঞা। এখনই বলিলাম যে, নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ফুস্‌ফুসে

বায়, তাহার অম্লজান ভাগ রক্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যে বায়ুতে অম্লজান বায়ু বেশী থাকে ও কার্ব্বনিক গ্যাস্ কম থাকে তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলা যায়, বা যাইতে পারে। যত অধিক অম্লজান বায়ু আমরা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি, ততই রক্তের পক্ষে ভাল, আর যে বায়ুতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ ইত্যাদি ও অন্যান্য অনিষ্টকর পদার্থ থাকে, তাহাই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর', কারণ, কার্ব্বনিক গ্যাস্ নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে রক্ত শোধিত না হইয়া আরো বিষাক্ত হইয়া উঠে, এবং তাহাতেই নানা ব্যাধি হইয়া জীবন সংশয় করে। জানিও, স্বাস্থ্যের পক্ষে অম্লজান অমৃত এবং কার্ব্বনিক বিষ স্বরূপ। নিশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ কার্য্য বদ্ধ হইলে শরীরের সমস্ত দূষিত হইয়া লোকটা মারা পড়ে।

সু। মা! খুব বুঝিলাম, এমন প্রয়োজনীয় বিষয় খুব স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিব। এখন বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ বায়ু বুঝিব কেমন করিয়া?

জ্ঞা। খোলা ময়দান, প্রশস্ত জলাশয় ও বিস্তৃত নদীর বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; তাহাতে অম্লজান অধিক থাকে। আর বদ্ধ স্থানে, জনতাপূর্ণ স্থানে, জঙ্গলাদিময় স্থানে পচা নর্দ্দামার নিকট, গোবরের ভুরের নিকট ও পচা-ঘাস-পাতাযুক্ত স্থানের বায়ু বিশুদ্ধ নহে, এই সকল স্থানে যে কেবল কার্ব্বনিক গ্যাস্ বেশী থাকে বলিয়াই এই বায়ু দূষিত, তাহা নহে, ইহাতে নানা বিষাক্ত পদার্থ ও মিশ্রিত থাকে। এবং তদ্দ্বারা শরীরের ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কি জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইতে পারে। বায়ুর বিশুদ্ধতা-অবিশুদ্ধতা-সম্বন্ধে জল সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছি, ঠিক সেইরূপ। জলে যেমন নানা আপদ উপস্থিত হইয়া বিশুদ্ধ জলকে

দূষিত করিয়া বিষবৎ করে, বিশুদ্ধ বায়ু সেই প্রকার দূষিত হইয়া প্রাণনাশক হয়।

সু। লোকারণ্যে বায়ু দূষিত হইবার কারণ কি?

জ্ঞা। সুধীর! এ বিষয় তুমি আপনিই দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যখন কোন সীমাবদ্ধ বায়ুতে বহুলোক একত্র বাস করে, তখন লোকে যতই প্রশ্বাস ত্যাগ করে, ততই কার্ব্বনিক গ্যাস্ অধিক পরিমাণে বায়ুতে মিশ্রিত হয়, এবং অম্লজানের ভাগও ক্রমেই কমিয়া আইসে, কারণ বহুলোকের জীবন রক্ষার জন্য সততই অম্লজান নিঃশেষ হইতে থাকে। এই জন্য জনতাপূর্ণ স্থানের বায়ু কার্ব্বনিক গ্যাস্ দ্বারা দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়, এবং জনতাপূর্ণ স্থানে অধিক দিন বাস করিলে এই কারণে ক্ষয়কাস প্রভৃতি প্রাণনাশক রোগ জন্মিতে পারে। এখন বুঝিলে?

সু। বুঝিলাম। লোকে বলে ম্যালেরিয়া গ্যাস্,—তাহা কি প্রকার?

জ্ঞা। ম্যালেরিয়া গ্যাস্ কি প্রকার—তাহাও বলিতেছি; প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কোন পচা নর্দ্দমা হইতে, আর্দ্র ও সেঁত্‌সেঁতে মাটি হইতে, এবং পচা পাতা ও গাছ গাছরা হইতে এক প্রকার দূষিত বাষ্প উঠে—তাহাকেই ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়া গ্যাস্ বলেন। এই ম্যালেরিয়া গ্যাস্ নিশ্বাস দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃতবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা রোগ উৎপন্ন করে।

সু। এই ম্যালেরিয়া গ্যাস্ দ্বারা যে জ্বর হয়, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। এটা একটা অনুমান মাত্র। যে সমস্ত স্থানে এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়, সেই সব স্থানে সর্ব্বদা জ্বর হয়। লোক দুর্ব্বল ও রুগ্ন

হইয়া থাকে। অনেকেরই পেট মোটা হইয়া উঠে, আর যেখানে ম্যালেরিয়া নাই সেখানের লোক সবল ও রোগ বিহীন, এবং তথাকার লোকের বংশের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার প্রমাণ বাঙ্গলার যত পুরাণ গ্রাম। যেখানে জঙ্গলে পূর্ণ এবং খালা নালা সব পচা জলে পূর্ণ, যেখানে রৌদ্রের তাপ বড় লাগে না, সেই সকল স্থানের লোকালয় জনশূন্য হইয়াছে, এইরূপে সমৃদ্ধিশালী বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে, কত মাতা আপন প্রাণাধিক পুত্ররত্নকে হারাইয়া শোকময় জীবন যাপন করিতেছেন।

সু। উঃ! ম্যালেরিয়াই কি তবে সর্ব্বনাশের মূল! হায়! পাড়াগাঁয়ের মূর্খ লোকে ইহার নাম গন্ধও জানে না এবং আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করে। এবং পরমেশ্বরকে অভিশাপ দিয়া পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতির শোক সহ্য করে কিন্তু, যদি জানিত এবং বিশ্বাস করিত যে, এই ম্যালেরিয়াই তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল, তাহা হইলে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও এই সকল দোষ নিবারণ করিত।

জ্ঞা। সুধীর! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা লোকে জানিলে কি এরূপ অনিষ্ট হইতে পারে? আমি যে এত করিয়া তোমাকে শিখাইতেছি, তাহার কারণ এই যে, তুমি নিজকে শোধন করিবে, এবং অপর দশ জনকেও সংশোধন করাইবে।

সু। মা! তা আমি ইহা অবশ্যই করিব, সাধ্যানুসারে যতদূর পারি চেষ্টা করিব।

জ্ঞা। সাধু ছেলে! (সুধীরের মুখ চুম্বন) হাঁ, এই তো চাই, তাহা হইলে তোমাকে "গর্ভধারণ করিয়াছিলাম" সার্থক মনে করিব। এইরূপ যদি শিক্ষিত অল্প বয়স্ক বালকগণ ঘরে ঘরে প্রচার করে,

তবে না কত মঙ্গল হয়। আহা! সোণার বাঙ্গলা ছারেখারে গেল। এই ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

সু। হায়! দেশের লোকে কি ইহার কারণ একটুও ভাবে না!

জ্ঞা। দেশের লোকে ইহার কারণ ভাবিবে না কেন, তাহারা ভাবে আপন আপন অদৃষ্ট মন্দ, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল বা আপন পুত্রগণ ও কন্যাদি পূর্ব্ব জন্মের শত্রুতা সাধনের জন্য এইরূপ জন্ম-গ্রহণ করিয়া কষ্ট ও শোক দিতে আসিয়াছিল। জ্বররোগ নিবারণের জন্য অনেকে জরাসুরের পূজা করে এবং কলেরা হইলে লোলাঝোলা বা ওলাদেবীর বা রক্ষাকালীর পূজা করে।

সু। মা! নিজেরা এমন অদৃষ্টকে দোষ দিয়া বসিয়া থাকিলে আর কোন উপায় নাই, ইহাতে কি রোগের কারণ দূর হয়। এই জরাসুরের পূজা করিলে কি জ্বর দূর হয়?

জ্ঞা। বাপু! পরমেশ্বরই জানেন। জরাসুরের পূজা করিলে জ্বর আরাম হয় কি না, তা যাঁহারা করেন তাঁহারাই জানেন। খৃষ্টানগণ কখনও জরাসুরের পূজা করেন না। তবে তাঁহারা কিরূপে আরোগ্য হন। আমরা সাধারণ মোটা বুদ্ধিতে যাহা বুঝি ও দেখিতে পাই, তাহাতে কোন ফল দেখি না। তাহা হইলে বাঙ্গালীর পুরাতন গ্রাম সকল একবারে উচ্ছন্ন হইত না। প্রতি বৎসর শত শত লোকও এই ম্যালেরিয়ায় যমালয় যাইত না। আবার দেখ যে সব গ্রাম নদীর চরের উপরে বা উচ্চ স্থানে তথাকার লোকে জরাসুরের পূজা করে না, অথচ তথাকার লোক এইরূপে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না।

সু। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—তাহা বেশ বুঝিলাম।

জ্ঞা। এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার দুইটী উপায় আছে প্রথম উপায়, জল হাওয়া যাহাতে সংশোধন করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিবে, আর দ্বিতীয় উপায় স্থানপরিবর্ত্তন অর্থাৎ জঙ্গলা, পচা, পুরাতন গ্রাম ছাড়িয়া নূতন স্থানে বসতি করা।

সু। জল হাওয়া কিরূপে সংশোধন করিতে হইবে?

জ্ঞা। জল সংশোধন করার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কেবল হাওয়া কি প্রকারে সংশোধন করিতে হয় তাহা বলি, শুন।

১। বাসস্থানের নিকট যদি কোন পচা জলপূর্ণ ডোবা থাকে, তবে সেই জল হয় তো নালা করিয়া কাটিয়া বাহির করিয়া দিবে, নতুবা ঐ ডোবা মৃত্তিকার দ্বারা বুজাইয়া দিবে।

২। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহাতে বর্ষার জল না জমিতে পারে, তাহা করিবে, এবং যে স্থানে জলবদ্ধ হওয়ার সম্ভব, তথা হইতে নালা কাটিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের সহিত মিলাইয়া দিবে।

৩। নিকটবর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিবে এবং পচা পাতা ও গলিত গাছ গাছরা সকল দূরে নিক্ষেপ করিবে, না হয়, শুকাইয়া আগুনে পুড়াইবে।

৪। বাটীর নিকট কোন গোবরের ভূর কি আবর্জ্জনারাশি থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দূর করিবে।

৫। বাটীতে ঘরের নিকট বা আঙ্গিনার পার্শ্বে বাঁশের ঝাড় বা তেঁতুল গাছ থাকিলে তাহা অবিলম্বে কাটিয়া ফেলিবে।

৬। যথাসাধ্য বাটীর চতুর্দ্দিক্ খোলা রাখিবে, যেন আঙ্গিনার মধ্যে বেশ বাতাস খেলিতে পারে ও রৌদ্র লাগিতে পারে।

৭। বাটীতে নিমের গাছ থাকিলে নাকি নিমের পাতার হাওয়ায় ম্যালেরিয়া নষ্ট করে, অতএব বাটীর পার্শ্বে নিম গাছও লাগাইবে।

৮। আজ কাল এত নূতন কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা এখন এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে। মশা ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে, এবং যখন লোককে দংশন করে, তখন ঐ হুলের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্যারসাইট বা কীটাণু মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। এ কথা সত্য ; যাহাতে মশা জন্মিতে না পারে, বা মশার কামড় সহ্য করিতে না হয়, তাহা করিবে।

৯। মলমূত্রত্যাগের উত্তম ব্যবস্থা করিবে। পল্লীগ্রামে অনেকেই ঘরের বারান্দায় বসিয়া প্রস্রাব করেন, ও ঘরের পাশেই মলত্যাগ করেন, ইহাতে বায়ু দূষিত হয়। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিবে না। সকল বাটীতে একটী বা দুইটী পায়খানা থাকা উচিত। পায়খানায় মল বেশী জন্মিলে শুষ্ক গুঁড়া মাটী দ্বারা তাহা ঢাকিলে দুর্গন্ধ দূর হয়।

১০। পল্লীগ্রামে বা সহরে যাহাদের মেটে ঘর, তাঁহারা যেন অন্ততঃ বর্ষাকালে মাটীতে শয়ন না করেন।

১১। আর বায়ু বিশুদ্ধ করিবার জন্য সহরে বা পল্লীগ্রামে যাহাদের পক্ষে সম্ভবে, তাঁহারা যেন পায়খানা ও সেঁত সেঁতে স্থানে রোজ "সংক্রামকবীজনাশক" বা "দুর্গন্ধহারক" জল বা গুঁড়া ছড়িয়া দেন। এই সকল ঔষধ না পাইলে শুষ্ক বালু বা মৃত্তিকা দ্বারা ঐ স্থান ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের পাড়া

গাঁয়ে যে গোবর ছড়া দেওয়ার রীতি আছে, তাহা খুব ভাল। গোবরের দুর্গন্ধ-হারক গুণ বড় চমৎকার। দুর্গন্ধময় পায়-খানায় গোবরগোলা দেওয়া খুব ভাল।

সু। বাঁশের ঝাড় ও তেঁতুল গাছ না কাটিলে কি হয় না?

জ্ঞা। বাঁশের ঝাড় ও তেঁতুলগাছ প্রভৃতি ঘরের কাছে থাকিলে দুইটী অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ বাড়ীতে রৌদ্র আসে না, দ্বিতীয়তঃ গাছের নিম্ন ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকল আদ্র থাকে ও আদ্র থাকার জন্য ঐ স্থান হইতে এক প্রকার গ্যাস বা হাওয়া উঠে, তাহাতেই পীড়া জন্মায়। পীড়ার প্রধান কারণ এই যে, বাটীতে বাতাস খেলেনা, সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ু আসিতে পারে না ও দূষিত বায়ুও দূরীভূত হইতে পারে না।

সু। বুঝিলাম, কিন্তু তবে আবার নিমের গাছ রোপণ করিতে বলিলে কেন?

জ্ঞা। নিমের গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাতে ঐ প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, বরং ম্যালেরিয়ার পক্ষে উহা উপকারী হইতে পারে, কারণ ছোট ছোট গাছ থাকিলে দূষিত গ্যাস্ শোষণ করিতে পারে। তাই বলিয়া বৃহৎ ২ নিমের গাছ দ্বারা হাওয়া বন্ধ করা উচিত নয়।

সু। মশা যাহাতে উৎপন্ন না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবে কি প্রকারে?

জ্ঞা। কেরোসিন তৈল মশার পক্ষে প্রাণনাশক বিষ। মশার উৎপত্তিস্থান, পচা জল ও বাঁশের ঝাড় ও জঙ্গলাদির পচা-পাতা-বিশিষ্ট স্থান। মশার ঐ সকল আশ্রয় স্থানে কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে মশার উৎপত্তির ও বৃদ্ধির অনেক

ব্যাঘাৎ হয়। এমন কি, বদ্ধ জলের উপর কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে মশা আদৌ জন্মিতেই পারে না। কারণ যেখানেই বদ্ধ জল, সেখানেই জলের উপর মশায় ডিম পাড়ে; সেই ডিম হইতে মশার উৎপত্তি। এবং কেরোসিন তৈল দ্বারা সেই ডিম-গুলি নষ্ট হইয়া যায়।

সু। সে তো বড় সোজা কথা নয় এবং কম খরচের বিষয়ও নহে।

জ্ঞা। তা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে এরূপ করিতেই হইবে, তবে সকলের পক্ষে একথা খাটিবে, তাহা নয়। তোমাদিগকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই এক কথা বলিয়া রাখিলাম।

জ্ঞা। কালেঅবস্থা বিশেষে ফলদায়ী হইতে পারে, এপ্রসঙ্গে ব্যক্তি-গত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় কিছু বলিব, আমি আশা করি যে, এসব কথা তোমরা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

সু। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কি প্রকার ?

জ্ঞা। স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে ও খাদ্য দ্রব্যের বিষয়ে যত কথা বলিয়াছি, ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যত কথা বলিব, তাহা মনে না রাখিতে পারিলে, সকলই বলা নিষ্ফল হইবে, আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন বলি যে, শরীরটী যাহাতে ছাপ ছাপাই থাকে, পোষাক-যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কালানুযায়ী ও সভ্যতার উপযোগী হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে।

১। শরীরটা মাজিয়া ছাপ রাখিবে।

২। মাথার চুলগুলি প্রতিদিন অন্ততঃ একবার বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া পরিপাটী রাখিবে।

৩। তুমি যে পোষাক পরিধান করিবে, তাহা যেন ময়লা

না হয়। ময়লা কাপড় কদাচ ব্যবহার করিবে না, ময়লা কাপড় ব্যবহার করিলে নানা চর্ম্মরোগ হইতে পারে, এবং লোকেও অবজ্ঞা করে।

৪। বাহিরে যাওয়ার জন্য একপ্রস্থ পোষাক স্বতন্ত্র রাখা ভাল এবং যখন ঘরে থাকিবে, তখন পরিষ্কার অথচ সাদাসিদে মত এক প্রস্থ ব্যবহার করিবে।

৫। নিজের শয়ন ঘরে বেশ বন্দোবস্ত মত জানালা রাখিবে, যেখানকার যাহা, তাহা সেখানে সাজাইয়া রাখিলে দেখিতে ভাল হয়। তাহাতে মনও আনন্দিত থাকে, আর জিনিষগুলিও যত্নে থাকে।

৬। বৈঠকখানা ঘরটী বেশ স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিবে, ইহাতে যাহার যেমন অবস্থা, সে সেই মতই করিতে পারে।

৭। নিজের চর্ম্মরোগ বা অন্য কোন সংক্রামক পীড়া থাকিলে অন্যের সংসর্গে যাবে না। এবং অন্যের ঐরূপ কোন ব্যারাম থাকিলে তাহার সংস্পর্শেও যাওয়া উচিত নহে। ইহা বড়ই অনিষ্টকর।

৮। আমাদের হাত দিয়া আহার করা রীতি, সুতরাং আহার করিবার সময় সাবান দ্বারা হাত বেশ করিয়া ধুইয়া তবে আহার করিতে বসিবে। বিশেষতঃ ডাক্তারদের ইহা খুব প্রয়োজনীয়, কারণ তাঁহারা হাত দিয়া নানা রোগী পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও মরা পর্য্যন্তও হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করেন। সাহেবগণ কাঁটা চামচ দ্বারা আহার করেন; চীন,সান ও জাপানী-লোক বাঁশের বা হাতের শলার সাহায্যে মুখে আহার তুলিয়া দিয়া থাকে, এনিয়মটী খুব ভাল।

৯। কাঁশার বা পিত্তলের বাসনে আহার করা অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। সাধ্যমত উহা পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা অপেক্ষা কলার পাতায় আহার করা বরং ভাল, কিন্তু তাহাতেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। কারণ কলার পাতায় নানা প্রকার ময়লা, পাখীর মল ও বহু ক্ষুদ্র ২ কীট থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এসব কীট চক্ষের অগোচর।

১০। যিনি আমাদের পাচক বা পরিবেশনকারী, তাঁহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চর্ম্মরোগ বিহীন হওয়া উচিত, এবং তাঁহাকে জানান উচিত যেন কোন ময়লা জিনিষ না খাওয়ান। অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিবেশনকারীর হাতে দাদ, বা পাচড়া থাকে, সে বড়ই খারাপ, যেহেতু তাহার দাদ বা পাচড়ার ময়লা ভোজনকারীর উদরস্থ হয়।

১১। আহার করিবার সময় পরিষ্কার স্থানে বসিয়া মনের সুখে তৃপ্তির সহিত আহার করা উচিত, নতুবা পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

সু। যত নিয়ম বলিলে,তাহা পালন করিতে গেলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবে।

জ্ঞা। এজন্য এক তিলও চিন্তা করিবে না, যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা প্রাণপণে করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে লোকের নিন্দায় কর্ণপাত করিবে না, অজ্ঞ লোকের নিন্দা ক্ষণস্থায়ী হয়। সে শেষে তোমার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারিয়া তোমাকে প্রশংসা করিবে।

সু। আচ্ছা মা বেশ কথা, আমি কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর দানে আমাকে সন্তুষ্ট কর।

জ্ঞা। কি প্রশ্ন আছে বল।

সু। মা, তুমি প্রথমে বলিলে যে ম্যালেরিয়া, সেঁতসেঁতে স্থান, জলডোবা স্থান ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সকল হইতে উৎপন্ন হয়। পরে বলিলে যে মশাই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ; এই দুই কথার কোন্ কথা সত্য?

জ্ঞা। বাপু! ঠিক কথা বলিয়াছ। আজ পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ডাক্তার রোলাণ্ড রস্ সাহেব এই নূতন কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এনোফেল্লাশ জাতীয় এক প্রকার মশা আছে, সেই মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে শেষোক্ত ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়।

সু। এনোফেলাশ মশা কেমন?

জ্ঞা। যে মশার হুল শরীরের সঙ্গে সমান্তরাল বা সোজা দেখিবে, তাহাকে এনোফেলাশ মশা বলে। আর যে মশার হুল শরীরের সঙ্গে সমুকোণাকৃতি দেখিবে, অর্থাৎ যে মশার পীঠ কুব্জাকৃতি, তাহাকে কিউলেক্স মশা জাতীয় বলে। এনোফেলাশ মশাই নাকি বড় বিপদজনক।

সু। ম্যালেরিয়ার মূল উৎপত্তি কোথায়?

জ্ঞা। ম্যালেরিয়ার মূল কারণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা এখনও কেহ বলিতে পারেন না, তবে ম্যালেরিয়ার রোগীর শরীর হইতে রক্ত শোষণ করিয়া সুস্থ শরীরে দংশন করিলে, সুস্থ ব্যক্তি যে জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে।

সু। হাঁ বেশ বুঝলাম। তবে মশাগুলি মারিয়া ফেলিতে

পারিলে বা মশা না জন্মিতে পারিলে বোধ করি দেশে আর কাহারো জ্বরে ভুগিতে হইবে না।

জ্ঞা। ঠিক কথা। ডাক্তারেরা এখন যাহাতে মশা না জন্মিতে পারে,তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন,যেখানে বদ্ধ জল থাকে, অর্থাৎ পুরাতন নালা ডোবা, পুরাতন টিনে, ও পাত্রাদিতে যে জল আবদ্ধ থাকে, তাহাতেই মশা ডিম পাড়ে। এবং সেই ক্ষুদ্র২ ডিম্ব গুলি ফুটিয়া লম্বা লম্বা কীটাকৃতি ধারণ করিয়া ময়লা জলে ক্রীড়া করিতে থাকে। ক্রমে সেই কীটগুলি মশারূপে পরিণত হইয়া উড়িতে আরম্ভ করে এবং তাহাতেই লোকের সর্ব্বনাশ করে। কোন বদ্ধ জলের উপর কিছু কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিলে সেই জলে আর মশা উৎপন্ন হইতে পারে না। এখন বুঝলে?

সু। হাঁ মা বেশ বুঝিলাম।

জ্ঞা। আজ যে সকল কথার আলোচনা হইল, তাহা অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু অতি বিস্তৃত। আমি আশা করি, তোমরা এ সকল কথা মোটামোটী মনে রাখিয়াছ।

সু। হ্যাঁমা,আমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি বলিতে পারি কি না?

প্রশ্ন।

(১) জ্ঞা। আচ্ছা বল দেখি বদ্ধ বায়ু ও মুক্ত বায়ুতে কি প্রভেদ?

সু। বদ্ধ বায়ুতে কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি দূষিত গ্যাস থাকায় সুস্থ শরীরের পক্ষে অপকারী কিন্তু খোলা বায়ুতে দূষিত গ্যাস থাকিতে পারে না। ইহাতে অম্লযান বায়ু অধিক পরিপাণে থাকায় উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(২) জ্ঞা। হাঁ৷মা ঠিক। অম্লজান বায়ু কি প্রকারে আমা-দের স্বাস্থ্যের উপযোগী? কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসই বা অনিষ্ট-কারী কেন?

সু। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে হাওয়া গ্রহণ করি, তাহার অম্লযান বাষ্প রক্তে নীত হইয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং রক্তের দূষিত বাষ্প কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বহির্গত হইয়া আইসে। অম্লযান বায়ু আমাদের রক্ত পরিষ্কার না করিলে আমরা কার্ব্ব-নিক এসিড গ্যাস্ দ্বারা বিষাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি।

(৩) জ্ঞা। বেশ উত্তর দিয়াছ। ঠিক্ ঠিক্ কথাগুলি মনে রেখেছ। আচ্ছা বলত হৃদ্‌পিণ্ড কোথায় থাকে এবং তাহার কার্য্য কি?

সু। হৃদ্‌পিণ্ড বুকের বামদিকে যে স্থানে ধুক্‌ধুক্ করে, তথায় থাকে। হৃদ্‌পিণ্ড শরীরে কালরক্ত গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুসে চালিত করে, এবং তথা হইতে পরিষ্কার রক্ত গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীরে পুনরায় চালনা করে।

(৪) জ্ঞা। শিরা ও ধমনীতে কি প্রভেদ?

সু। শিরাতে কাল রক্ত এবং ধমনীতে লাল বা বিশুদ্ধ রক্ত থাকে।

(৫) জ্ঞা। বেশ মনে রেখেছ। সর্দ্দি গরমি কি জন্য হয়?

সু। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া শরীর ঠাণ্ডা না হইতেই যদি স্নান করা যায় বা গায়ের কাপড় খুলিয়া শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান যায়, তাহা হইলে সর্দ্দি গরমি হইতে পারে।

(৬) জ্ঞা। কিরূপ স্থানে পাতকুয়া বা ইঁদারা করা উচিত?

এবং পাতকুয়া বা পুকুরের জল শোধন করিতে কি উপায় অবলম্বন করিবে?

সু। যেখানে পচা মাটী, গোবরের ভুস্ব বা ময়লা নর্দ্দমা থাকে, সেখানে বা তাহার নিকটে কোন পাতকুয়া বা ইন্দারা করিবে না, কারণ পচা মাটীর ধোয়ানী জলে কুয়ার জল খারাপ হয়। কুয়ার জল খারাপ হইলে, গুঁড়া চূণ ঢালিয়া দিলে, বা পার ম্যানগ্যানেট পটাশ জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিলে জল শোধন করা যায়। পুকুরের জলও ঐপ্রকারে শোধন করা যায়।

(৭) জ্ঞা। ঠিক। পুষ্করীর জলে নামিয়া স্নান করিলে কি দোষ?

সু। পুষ্করীর জলে নামিয়া স্নান করিলে গায়ের ও কাপড়ের ময়লা ধুইয়া ঐ জলে মিলিত হয়। এবং কাপড়ের গায়ে খুজলী বা অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে, তাহাও ধুইয়া ঐ জলে মিলিত হইয়া ঐ জলকে অত্যন্ত দূষিত করিয়া তোলে। সুতরাং ঐ জল পান করিলে নানা রোগ হইতে পারে।

(৮) জ্ঞা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা কি করিয়া করিবে?

সু। বর্ষাকালে প্রায় নদী নালা ও পুকুরের জলই ময়লা হয় বলিয়া বৃষ্টির জল ধরিয়া পান করিলে ভাল হয়। নচেৎ ফিল্টারের জল ব্যবহার করিবে। ফিল্টার না থাকিলে জল ফুটাইয়া তাহা ছাঁকিয়া কর্পূর দিয়া পান করিলে জলের দোষ বড় থাকে না।

(৯) জ্ঞা। বিশুদ্ধ হাওয়ার এবং বদ্ধ জলের কি ব্যবস্থা করিবে?

সু। কোন ডোবা বা বদ্ধ জল বাটীর নিকটে থাকিলে

নালা কাটিয়া তাহা বাহির করিয়া দিবে। বাটীর চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাদি থাকিলে সাধ্য মত পরিষ্কার করিবে। কোন পচা দুর্গন্ধময় নৰ্দ্দমা থাকিলে তাহা ভরাট করিয়া ফেলিবে। বাঁশ ও তেঁতুলের গাছ ইত্যাদি যথাসাধ্য গৃহের নিকটে রাখিতে চেষ্টা করিবে না। যথা তথা মল বা মূত্র ত্যাগ করিবে না। কোন স্থানে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইলে দুর্গন্ধনাশক চূর্ণ বা গোবরগোলা ছড়াইয়া দিবে। বাটীর আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখিবে। মা এই সকল মোটামোটী বলিলাম।

(১০) জ্ঞা। বল দেখি, পিত্তি বৃদ্ধি কাহাকে বলে? এবং পিত্তের কার্য্য কি?

সুঃ। যকৃত হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অনিয়মিত সময় আহার নিদ্রা প্রভৃতি অত্যাচার হইলে যকৃতের কার্য্যের বিঘ্ন হয়। সুতরাং যকৃত রক্ত হইতে পিত্ত গ্রহণ করিতে পারে না। তাই রক্তে পিত্তের ভাগ অধিক হয়। রীতিমত পিত্ত নিঃসরণ না হইলে, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। কেন না পিত্তের পরিপাক শক্তি অল্প এবং পিত্ত কোষ্ঠনিঃসারক।

(১১) জ্ঞা। বেশ উত্তর দিয়াছ। আমার শিক্ষার ফল হইয়াছে। এখন কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই আজ ক্ষান্ত দিব। বল দেখি, ম্যালেরিয়ার আধিক্য কি কারণে হয়?

সুঃ। ডাক্তার রস্ সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন, যে এনো-ফেলাশ নামক এক জাতীয় মশাই ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর শরীরের রক্ত পান করিয়া সুস্থ শরীরে দংশন করিলে, সেই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হয়। আর বদ্ধ জলই মশা উৎপত্তির

আকর। বদ্ধ জল না থাকিলে মশা হয় না এবং মশা না হইলে ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইতে পারে না।

জ্ঞা। ঠিক। সুধীর, আমি আশা করি, এই নিয়ম ও কারণ গুলি মনে রাখিয়া হাতে কলমে তাহার ব্যবহার করিবে। শুধু মুখে বলিলে বা মনে রাখিল কোন ফল হইবে না। কার্য্যতঃ দেখাইতে পারিলেই শিক্ষার প্রকৃত ফল ফলে।

আজ আর না। আবার কাল অন্যে বিষয় আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাতা ও পুত্রের কথোপকথন।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা।

জ্ঞা। সুধীর, তোমাকে আজ যে সব কথা বলিব, তাহা আরো মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করিবে।

সু। কি কথা মা?

জ্ঞা। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে শিক্ষা হয়, আজ তোমাদের কোমল প্রাণে সেই কথা বেশ করিয়া আঁকিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আজ যাহা যাহা বলিব, তাহা সম্যক না হইলেও, যদি কতক পরিমাণেও তোমাদের ভাবী জীবনে ফলদায়ী হয়, তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক মনে করিব। এবং এত যে বকিতেছি, তাহা সফল হইবে।

সু। মানুষ মাত্রেরই মনুষ্যত্ব আছে, তাহার আবার প্রকৃত অপ্রকৃত কি?

জ্ঞা। প্রকৃত মনুষ্যত্বে লোককে দেবভাবে এবং অপ্রকৃত মনুষ্যত্বে তাহাকে পশুভাবে পরিণত করে।

সু। সে কি রকম বুঝিলাম না।

জ্ঞা। তা বুঝিবেও না। অনেক প্রাচীন লোকেও বুঝে না। তোমরা ছেলে মানুষ, যত সহজে পারি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমরা না বুঝিয়া বুঝেছি বলিও না, এরূপ করা বড়ই খারাপ।

সু। না মা, যাবৎ না বুঝিব তাবৎ ছাড়িব না।

জ্ঞা। পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, মানব জন্মই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সু। কোন্ বিষয়ে ?

জ্ঞা। দেখ প্রাণী মাত্রেরই আত্মা আছে। অন্যান্য জন্তুদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, সুখ বোধ ও চলাচল করিবার শক্তি আছে। মানুষেরও তদ্রূপ ক্ষমতা আছে। মনুষ্যের সহিত অন্যান্য জন্তুর এ সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। কারণ আহার নিদ্রা অভাবে যেমন অন্যান্য জন্তু মৃত্যু মুখে পতিত হয়, মানুষও তদ্রূপ আহার নিদ্রার অভাবে বাঁচিতে পারে না। তবে মানুষের এমন কি ক্ষমতা বা গুণ বেশী আছে, যাহা অন্যান্য জন্তুর নাই। যাহা দ্বারা মানুষ সর্ব্ব জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, তাহাকে লোকে পরমাত্মা বলে এবং সর্ব্বসাধারণ জন্তুর যে জীবনী শক্তি আছে, তাহাকে জীবাত্মা বলে।

সু। জীবাত্মার কার্য্য কি ?

জ্ঞা। আগেই বলিয়াছি, জীবাত্মা থাকার জন্যই ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয়, মল মূত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়, জীবাত্মা না

থাকলে সকল বস্তুই জড়-পদার্থের ন্যায় মৃতাবস্থায় থাকিত।

সু। পরমাত্মার কার্য্য কি?

জ্ঞা। পরমাত্মার কাজ হিতাহিত জ্ঞান, পাপ পুণ্য বোধ, মনের ভিতর আত্মগ্লানি বা পরিতাপ বোধ করা, যাহাকে বিবেক বলে। ইতর প্রাণীর মধ্যে উহা দৃষ্ট হয় না। এই গুণ থাকাতেই মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই হিতাহিত-জ্ঞান, পাপ-পুণ্য বোধ, বুদ্ধির চালনা ও মনের মধ্যে পরিতাপ বা আত্মগ্লানি ইতর প্রণীতে দৃষ্ট হয় না।

সু। এখন জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি যে ইতর জন্তুর মধ্যে নাই, তাহার প্রমাণ কি, তবে তাহারা কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, এই প্রভেদ। বোধ হয় তাহারা কথা বলিতে পারিলে এই ভ্রম সংশোধন অনায়াসেই হইত।

জ্ঞা। বেশ ত কথাটী ধরিয়াছ। ইতর জন্তুর ঐ সকল ভাব ও জ্ঞান নাই, তাহার এক মোটা কথায় উত্তর এই যে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি কখনই হয় নাই এবং হইবেও না। সৃষ্টির আদি হইতে ঐ সকল জন্তু যে ভাবে আহার, নিদ্রা, বিচরণ ও সন্তান পালন ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপেই করে এবং পরেও করিবে। যদি তাহাদের বুদ্ধি শক্তি চালনা করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে কি আর গরু, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি লোকের চিরদাস হইয়া বনের ঘাস পাতা খাইয়া, তোমার বোঝা টানিয়া ক্ষুণ হইত? ইহাদের হিতাহিত বোধ থাকিলে তৎক্ষণাৎ তোমার অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তোমার বোঝা দূরে নিক্ষেপ করিয়া জঙ্গলে পলাইত।

সু। একথা ঠিক, কিন্তু আমরা যে দেখিতে পাই, গাভীটা ছানা পাইলেই কত আগ্রহের সহিত তাহার গা চাটিতে থাকে, এবং ছেলে পেলে নিকটে গেলেই তাড়া করিয়া আসিতে থাকে, এবং ঠিক মানুষের মত যত্ন ও রক্ষা করিতে থাকে,এবং শাবকটীর প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ দেখায়। আরও দেখিতে পাই, পক্ষী সকল কেমন বুদ্ধি ও কৌশল করিয়া নিজেদের বাসা নির্ম্মাণ করে। উহা তাহাদিগকে কেহ শিখায় না, তাহাদের আপন বুদ্ধিতেই ঐসব করে। এসব কি আর বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আরও দেখিয়াছি, পিপীলিকারা কোন স্থানে মিষ্ট দ্রব্য থাকিলেই কিরূপে যেন তাহা টের পায়, আর দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ঠিক গঙ্গাযাত্রার মত চলিতে থাকে, এবং যতক্ষণ তাহা আপন বাসস্থানে আনীত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকে। মধুর মাছি গুলি দিবা রাত্রিই পরিশ্রম করিয়া মৌচাক নির্ম্মাণ করে এবং নানা ফুলের মধু সংগ্রহ করিয়া ঐ চাকে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মা! এসব বুদ্ধি ইহাদিগকে কে শিখায়? আপন বুদ্ধি না থাকিলে এমন আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ কার্য্য কি করিয়া সমাধা করিতে পারে?

জ্ঞা। সুধীর! এসকল বড়ই আশ্চর্য্য ও চিন্তার বিষয় বটে, কিন্তু যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহাও স্থির করা যায় যে, এসকল জন্তুর স্বাভাবিক বুদ্ধি বলেই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা কোন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত জ্ঞান নহে। বিনা শিক্ষায় এবং বিনা দৃষ্টান্তে সকল জন্তুই আপনাপন জাতীয় ভাবে আপন কার্য্য চালাইয়া থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকম জন্তু সব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞান দ্বারা চালিত হয়।

সু। এই স্বাভাবিক বুদ্ধি বা জ্ঞান ইহাদিগকে কে শিক্ষা দেয়?

জ্ঞা। কে শিক্ষা দেয়, জানিনা। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই সৃষ্টিকৌশলে এই সকল ইতর জন্তুগণ আপনাপন স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। যতটুকু স্বাভাবিক জ্ঞান যাহার পক্ষে প্রয়োজন, ততটুকু ভিন্ন ইহারা অতিরিক্ত বুদ্ধি খাটাইতে পারে না এবং এক তিলও অসম্পূর্ণরূপে সেই কার্য্য করিবে না! মানুষ সম্পূর্ণ এবিষয়ের বিপরীত, কেহ আপন বুদ্ধি পরিচালন ও পরিশ্রম দ্বারা, পূর্ব্বে যাহা হয় নাই বা করে নাই, তাহাই করিয়া থাকে। আবার কেহ এমন বোকা ও হতভাগা যে নিজের অলসতা, মুর্খতা দোষে পূর্ব্বপুরুষের কৃত কার্য্যও রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু ইতর জন্তু এক তিলও বেশী কম করে না, ঠিক তাহাদের যতটুকু দরকার, তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে, এখন বুঝিলে কি?

সু। ইতর জন্তুর মনে যে আত্মগ্লানি বা পাপ পুণ্যের ভাব নাই, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। তাহার প্রমাণ, মানুষ যতই পাপী বা মূঢ় হউক না কেন, সে যদি অভ্যাস দোষে কোন একটা গুরুতর কাজ করিয়া বসে, তাহাতে তাহার মনে নিশ্চয়ই একটা পরিতাপ হইয়া থাকে; চোর ডাকাইত বা নরহন্তা নিশ্চয়ই আপন মনে আত্ম-গ্লানি অনুভব করিয়া থাকে। গরু ঘোড়া প্রভৃতি ইতর জন্তুকে পরের বেড়া ভাঙ্গিয়া শস্য খাইতে দেখা যায়, কিন্তু অন্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাহাদিগকে ঐ কার্য্যতে বিরত হইতে দেখা যায় না, বা দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। বাঘে মানুষ

বা শৃগাল কুকুরের ছানা লইয়া গিয়া কখনই পরিত্যাগ করে না। একথা সত্য।

সু। ইতর জন্তুর মুখের ভাব দেখিয়া কি আমরা বুঝিতে পারি, তাহার মনে পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে কিনা? তাহারা ত আর কথা কহিতে পারে না।

জ্ঞা। দেখ, কথা বলিতে না পারিলেও চক্ষের মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে কি না; চক্ষের ও মুখের ভাব দেখিয়া গরু ঘোড়ার মনের ভাব বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করা সহজ নহে। সহজ ও স্থূল দৃষ্টি দ্বারা তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু সূক্ষ্মরূপ দৃষ্টি করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, গরু ঘোড়ার কোন অসুখ হইলে চক্ষের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এবং বোধ হয় যেন মনে কতই যন্ত্রণা পাইতেছে। আমার একথা অনেকে স্বীকার করিবেন না, কিন্তু আমি যতদূর পীড়িত জন্তুর চেহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারি, মনে কষ্ট থাকিলে চেহারা পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাদের যদি হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকিত বা কোন অন্যায় কাজ করিয়া পরিতাপ করিত, তবে আর কাহারও অনিষ্ট করিতে গরু ঘোড়াকে পূর্ব্ববৎ দেখা যাইত না। তবে তাহাদের চক্ষের মুখের কোন পরিবর্ত্তন হয় না কেন? পর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন যন্ত্রণা বোধ হইলে, তাহাদের চক্ষের ও মুখের চেহারা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু এস্থলে হয় না কেন? জন্তুগণের শারীরিক যন্ত্রণা থাকিলে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু নিঃস্মরণ হইতে দেখা যায়। ইহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন।

সু। মা, বুঝিলাম যে মানুষে পরমাত্মা থাকায় মানব জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমাত্মাই আসল মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। এবং ইতর প্রাণীর উহা না থাকায় তাহারা যে পশু, সেই পশুই থাকে। এখন মানুষ মাত্রেই যখন পরমাত্মা আছে, তখন প্রকৃত ও অপ্রকৃত মনুষ্যত্ব কিরূপে সম্ভবে ?

জ্ঞা। সেই কথা বলিতে গিয়াই এত বাহুল্য কথা বলিলাম। জীবাত্মার কার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য শরীরে যতটুক সংশ্রব, তাহাতে সকল মানুষই সমান। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্যের জীবাত্মার কার্য্য এবং পশুর জীবাত্মার কার্য্যে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহাকেই পশুভাব বলা যাইতে পারে। কারণ 'সকলেরই ক্ষুধা বোধ ও তৃষ্ণা বোধ হয়, এবং সকলেই মল মূত্র ত্যাগ করে, নিদ্রা যায় ও রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, সকলেরই সুখ দুঃখ আছে এবং জন্ম মৃত্যু সকলেরই হইয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মার কার্য্য সকল মানুষেও সমান রূপে প্রস্ফুটিত হয় না।

সু। কেন ?

জ্ঞা। কেন, তাহা বলা কঠিন, বলিলেও সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে না। কিন্তু দেখা যায়, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ, ঈশ্বর-বিশ্বাস সকল মানুষে সমান নহে। আর অধিক পরিমাণে শিক্ষা ও সংসর্গাদি দোষ গুণের উপর নির্ভর করে।

সু। ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

জ্ঞা। তবে আরও খুলিয়া বলি। বিনা শিক্ষা ও সংসর্গ দোষগুণে যেটা আপনা আপনি লোকের অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহাকেই আপন স্বভাব বলা যায়, পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবের এইরূপেই স্বাভাবিক জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং সেই

রূপেই কোন কোন ব্যক্তি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, কেহ কেহ বা দুষ্ট, মিথ্যাবাদী এবং অশান্ত হয়। শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে এই পরমাত্মার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়।

সু। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বল।

জ্ঞা। সে দিন ও বাড়ীর যাত্রা গান শুনিয়াছিলে?

সু। শুনিয়াছিলাম।

জ্ঞা। কোন্ পালা হইয়াছিল?

সু। প্রহ্লাদ চরিত্র।

জ্ঞা। আর দাসেদের বাড়ীতে কোন্ পালা?

সু। ধ্রুব-চরিত্র।

জ্ঞা। প্রহ্লাদ চরিত্রে শিক্ষা করিলে কি?

সু। এই পালায় জানিলাম যে, প্রহ্লাদ বড় হরিভক্ত ছিল, আর তাহার বাপ হিরণ্যকশিপু হরিবিদ্বেষী ছিল, তার আরও অনেক দোষ ছিল, নিজে হরিবিদ্বেষী ও পুত্র হরিভক্ত বলিয়া প্রহ্লাদকে কত কষ্ট দেয়, পর্ব্বত হইতে ফেলে দেয়, আগুনে পোড়াইয়া মারিবার জন্য হুকুম দেয়, কিন্তু প্রহ্লাদের হরির প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হয়েন, এবং হরি স্বয়ং নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত দানব রাজাকে সংহার করেন।

জ্ঞা। আর ধ্রুবচরিত্রে কি শিখিলে?

সু। ধ্রুবের মাকে তাহার বাপ ভালবাসিত না। ধ্রুবের বৈমাত্র ভাই, পিতার কোলে বসিয়াছিল দেখিয়া বালক ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিমাতা সুনীতি ধ্রুবকে তিরস্কার করায় ধ্রুব তাহার জননী সুরুচির

নিকট কাঁদিয়া বিমাতার ব্যবহারের কথা বলিলেন এবং আরো বলিলেন যে,আমি মা এমন স্থান লাভ করিব,যেখানে রাজা প্রজায় ইতর বিশেষ নাই, এবং রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীও যেখানে যাইতে পারেনা। এই বলিয়া ধ্রুব এক নিবিড় বনে গিয়া সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আরাধনা করেন। অবশেষে ঈশ্বর সদয় হইয়া তাঁহার প্রর্থনা মঞ্জুর করেন।

জ্ঞা। হাঁ সবে এই কয়েকটী কথা মনে রাখিয়াছ। আচ্ছা, এখন এই বিষয় দ্বারাই তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রহ্লাদ স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক ও হরিভক্ত ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত পিতার ভয়ে একটু মাত্রও ভীত না হইয়া, নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্যও সংকল্প করিলেন, তবুও হরিনাম পরিত্যাগ করিলেন না। দুষ্ট দানবগণের মধ্য হইতে কেমন এক মহা সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদকে কেহ হরিনাম শিক্ষা দেয় নাই, অথবা কাহারও সংসর্গে থাকিয়া হরি. ভক্তি শিক্ষা হয় নাই। তিনি স্বাভাবিক ভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন।

আর ধ্রুব পাঁচ বৎসর বয়সে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদের পিতা স্বভাবতঃই পাপী, অবিশ্বাসী ও পাষণ্ড ছিল। আর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষপরায়ণাতায় ও অহঙ্কারে মত্ত থাকিত। আর সুনীতি ও সতীন পুত্রকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতেন এবং রাজার অনুগ্রহরূপ অহঙ্কারে মত্ত থাকিতেন। এখন বুঝিতেছ, মানুষের পরমাত্মা থাকিলেও স্বভাবের দ্বারা সেই পরমাত্মার উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সাধিত হয়।

সু। এই স্বভাবসিদ্ধ গুণের কথা বুঝিলাম, এখন শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা সেই পরমাত্মার কিরূপে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সাধিত হয়, তাহা বল?

জ্ঞা। যখন সকল লোকের প্রকৃতি সমান নহে, তাহাতে আমার বোধ হয়, যতগুলি লোক, তাহাদের প্রকৃতি প্রায় তত গুলি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের প্রকৃতি হয়তঃ খুব ভাল, আবার কাহারও খারাপ। আর কতকগুলি লোকের স্বভাব ভাল মন্দ জড়িত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক প্রকৃত শিক্ষা ও ভাল সংসর্গ পাইলে খুব ভাল হইতে পারে। আবার কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ দোষে অতি জঘন্য ভাব ধারণ করিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে অতি পাষণ্ডকেও সময় সময় অতি সাধু ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়।

সু। কিরূপে হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

জ্ঞা। জগাই মাধাই এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাহার প্রকৃত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সু। হাঁ জগাই মাধাই এর নাম শুনিয়াছি বটে, কিন্তু বিশেষ বিবরণ জানি না।

জ্ঞা। নবদ্বীপ ইহাদের বাড়ী ছিল, ইহারা মাতাল ও বদমাইস ছিল। চৈতন্যদেব ইহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য চৈতন্যের সহচর নিত্যানন্দকে ইহারা প্রহার করিয়া রক্তাক্ত করিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য অপমানিত হইয়াও অকাতরে হরিনাম ও হরিভক্তি দ্বারা সেই পাষণ্ড দুই ভাইকে পরম সাধু করিয়াছিলেন।

সু। হাঁ বুঝিলাম। বিল্বমঙ্গল কে?

জ্ঞা। বিল্বমঙ্গল এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন। চরিত্র অতি খারাপ ছিল। সর্ব্বদাই কুস্থানে থাকিতেন ও কুক্রিয়ায় ডুবিয়া রহিতেন। লোকটার এমনই অধোগতি হইয়াছিল যে, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া মনঃপীড়া বশতঃ তাহার পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু পিতার মৃত্যুতেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। এমন কি, পিতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের দিনে লোক ধরিয়া নিয়া কোনরূপে ঐকার্য্য সম্পন্ন করায়। কিন্তু সেই দিনই আবার বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবার সংকল্প করেন। তখন রাত্রি হইয়াছিল। প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল, ঘন ২ বিদ্যুতপাত হইতেছিল, তাহাতে আবার একটী নদী পার হইয়া যাইতে হইবে; নদীতেও ভয়ানক তুফান হইতেছিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল সেই সব বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। নদী পার হইবার অন্য উপায় না থাকায়, একটী কি ভাসিয়া যাইতেছিল দেখিয়া উহা ভেলা কল্পনা করিয়া কোনরূপে ঐ নদী পার হইলেন এবং গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাঁড়ীর বহির্দ্বারঃ বন্ধ থাকায়, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোন সুবিধা দেখিলেন না। শেষে একস্থানে একটী রজ্জুবৎ কি ঝুলিতেছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ঐ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন এবং সেই জঘন্য ঘরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, সে অতিশয় রাগান্বিত হইল, ও বিল্বমঙ্গলকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "তুমি বড় নির্ব্বোধ! তোমার মরণেরও ভয় নাই। তুমি আমার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া যেমন বিপদাপন্ন অবস্থায় আসিয়াছ, ঈশ্বরকে যদি এত ভক্তি ও ভাল-

বাসিতে, তাহা হইলে তোমায় পরকালের মঙ্গল হইত, এই কথায় বিল্বমঙ্গল ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিলেন, মনে ঘৃণা হইল এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং নিবিড় বনে গিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কষ্টে সৃষ্টে ঈশ্বরারাধনা করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এখন দেখিলে, স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি কিরূপে সংশোধিত হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল, নদী পার হইবার সময় একটী মৃতদেহকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার সময় একটা সাপের লেজকে রজ্জু বলিয়া ধরিয়াছিলেন।

সু। হাঁ মা বুঝিলাম; আচ্ছা আমরা এই তিন শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীভুক্ত?

জ্ঞা। আমরা মধ্যম শ্রেণী ভুক্ত, অর্থাৎ ভাল মন্দে জড়িত। তাই আমাদের পরমাত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে ভাল শিক্ষা ও সুসংসর্গের প্রয়োজন। সেই জন্য যাহাতে তোমাদের প্রকৃত শিক্ষা হয়, সেই সব কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; প্রকৃত মনুষ্যত্ব লোককে দেবভাবে ও তাহার বিপরীত পশুভাবে পরিণত করে। আমি যে সব কথা বলিলাম, তাহা হইতে কি শিক্ষা করিলে, বল দেখি। ইহার মধ্যে প্রকৃত মানুষ কে, আর মানুষ হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করে কে?

সু। প্রকৃত মানুষ ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

জ্ঞা। আর মানুষ হইয়া পশুবৎ কে?

সু। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু মানুষ হইয়া পশুবৎ ছিলেন।

জ্ঞা। ঠিক কথা, আমার যাহা বলা উদ্দেশ্য, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ, এখন আর তোমাকে বুঝাইতে বেশী কষ্ট হইবে না। এত গেল, লোকে স্বভাবসিদ্ধ ধার্ম্মিক বা পাষাণ্ড হয়,সেই কথা; শিক্ষা ও সঙ্গগুণে যে লোককে সাধু ও ধার্ম্মিক করে, তাহার দৃষ্টান্ত কি ?

সু। তাহার দৃষ্টান্ত জগাই মাধাই ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

জ্ঞা বেশ কথা, এখন দেখা যাক, প্রকৃত সাধু ও ধার্ম্মিক কি প্রকারে হওয়া যায়। প্রকৃত সাধু ও ধার্ম্মিক হইতে হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রয়োজন। এইটী ধর্ম্মের মূল ও গোড়া।

সু। মা, একথায় আবার কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, কারণ না বুঝিয়া বুঝিলাম বলিতে তুমি বারণ করিয়াছ,তাই জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কে এবং তিনি কোথায় থাকেন ?

জ্ঞা। এ অতি গুরুতর কথা, পৃথিবীতে দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহাদের এক সম্প্রদায় ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস করে, আর এক সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং ঐশ্বরিক কোন কথাই তাহারা গ্রাহ্য করে না বা মানে না। তাহাদিগকে নাস্তিক বলে, তাহাদের সংখ্যা খুব কম; আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা জানি, তাই বলিব। ঈশ্বর এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, কিন্তু পরমাত্মা দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি।

সু। ঈশ্বর যে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি ?

জ্ঞা। তার প্রমাণ এই যে কর্ত্তা না থাকিলে কোন কার্য্য

হয় না। এ জগতে যত কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহার অবশ্য কোন না কোন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার কার্য্যের পরিচয় দিতেছে, তিনি অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অসীম ও অতি মহান হইবেন, তাহার আর কি কোন সন্দেহ আছে?

সু। তিনি কোথায় থাকেন?

জ্ঞা। তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছেন। তোমরা কি বোধোদয়ে পড় নাই যে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন?

সু। হাঁ মা, তাহা পড়িয়াছি ও মুখস্থ করিয়াছি, কিন্তু ইহার প্রকৃত ভাব ও অর্থ বুঝিতে পারি নাই। শিক্ষকগণ বুঝাইতেও তত চেষ্টা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছেন, তোমরা ও কথা বুঝিতে পারিবে না। তোমরা ছেলে মানুষ, যখন বড় হইবে তখন বুঝিতে পারিবে। এখন এই মাত্র মনে রাখ, ঈশ্বরের কোন আকার নাই, তিনি চেতন স্বরূপ, সর্ব্বদা সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন। মা, যে নিরাকার, যাহার আকার নাই, সে আবার চৈতন্যস্বরূপই বা কি প্রকার হইতে পারে? আবার সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বা কিরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে? যাহার আকার নাই, তাহার কি প্রকারে অস্তিত্ব স্থির করা যাইতে পারে?

জ্ঞা। কোন আকার না থাকিলেই যে অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না, তাহার প্রমাণ কি? বায়ুর আকার নাই, কিন্তু বায়ু যে আছে, তাহা সকলেই জানি। বায়ু না থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না, আবার মনের মধ্যে যে

সুখ, দুঃখ ইচ্ছা ভালবাসা প্রভৃতিরও কোন আকার নাই, অথচ এগুলি মনের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহা সকলেই জানেন। কেন না, অনুভব করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায়। আত্মার আকার নাই, অথচ তাহার কার্য্য আছে। এখন বুঝিলে কি যে, আকার না থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব আছে।

সু। বুঝিলাম যে, আকার না থাকিলেও অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তাহার প্রমাণ কি?

জ্ঞা। তাহার প্রমাণ এই বিশ্ব অনন্ত; এই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে তাঁহার সুকৌশলে ও অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা সমুদয় কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে। তুমি, আমি বা অপর সাধারণে যে কার্য্য করি, তাহা সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়, আমাদের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্বারা চলিতে, বলিতে বা কোন কার্য্য করিতে পারি; আমরা যে নিজের ইচ্ছামত ফিরিতে ও কার্য্য করিতে পারি, সে শক্তি পরমেশ্বরই আমাদিগকে দিয়াছেন, এবং তিনি যে যে কার্য্য করিবার জন্য যতটুকু শক্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা ততটুকুই করিতে পারি। তাহার এক তিলও বেশী করিবার আমাদের শক্তি নাই। আর নিজের ইচ্ছামত দুই হাতও শূন্যে উঠিতে পারি না, কিন্তু দেখ পাখী সকল সর্ব্বদা শূন্যে বিচরণ করে। নিকৃষ্ট প্রাণী ও পাখীকে এ শক্তি কে দিয়াছেন? আমরা হাজার চেষ্টা করিয়াও পাখীর মত শূন্যে বা মৎস্যের মত জলে বিচরণ করিতে পারি না। জীব মাত্রেরই এইরূপ বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও কার্য্য দেখা যায়। এবং ইহা

পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা যাঁহার এইরূপ শক্তি ও কার্য্যের পরিচালন দেখা যায় ও প্রকাশ পায়, তাঁহার বিদ্যমানতা সেই সেই স্থানে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই সব দেখিয়াই জানা যায়, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই দেখ, বায়ু বহিতেছে, বাতি জ্বলিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার কার্য্য। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সমস্তেরই অস্তিত্ব লোপ হইত। যখনই যে কাজ হইতেছে, তাহাতেই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে। আমরা যে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, তর্ক বিতর্ক করিতেছি, সে সমস্তই তাঁহার কার্য্য। তিনি, রক্ত, মাংস ও অস্থি রূপে আমাদের দেহে অবস্থান করিয়া সকল কাজ করাইতেছেন।

সু। তবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, অনুমান করিয়া লইতে হয়।

জ্ঞা। সাধারণ লোকে তাঁহাকে অনুমান করিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করে। সিদ্ধপুরুষেরা তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারে।

সু। জ্ঞানচক্ষু কি প্রকার?

জ্ঞা। মানুষের দুই প্রকার চক্ষু আছে। চর্ম্মচক্ষু ও জ্ঞান চক্ষু। চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা বাহিরের বস্তু দেখা যায়, আর জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্মা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার চর্ম্ম চক্ষু ও পরমাত্মার জ্ঞান চক্ষু। চর্ম্ম চক্ষু মুদিয়াও আমরা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য ও পরমাত্মার কার্য্য কলাপ দেখিতে পারি। এ

পরমাত্মাকে ঈশ্বরের অংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমরা বালক, এখন ইহা সম্যক বুঝিতে পারিবে না। এখন যাহা বলি, তাহা অনুমানেই বুঝিয়া লইবে, ক্রমে বড় হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে সকলই জানিতে পারিবে, অনুভব করিতে পারিবে, এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেই, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম অধ্যায় পড়িয়াছ কি ?

সু। হাঁ, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম অধ্যায় পড়িয়াছি।

জ্ঞা। তাহাতে পড়িয়াছ যে, তিনটী কথা প্রথমে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

সু। হাঁ ঠিক, ইহার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য কি ?

জ্ঞা। বেশ সাদৃশ্য আছে। ঐ তিনটী কথা যখন প্রথম পড়, তখন মনে বড় বিশ্বাস হয় না যে, ইহা দ্বারা এত সত্য কথা প্রমাণ হইবে। কিন্তু প্রথম এই তিনটী কথা স্বীকার করিয়া লইয়া, ক্ষেত্রতত্ত্বের যত প্রতিজ্ঞা পড়িবে, ততই ঐ সকল কথার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইবে। ঐ তিনটী কথা যদি প্রথম স্বীকার করিয়া না লও, তবে এমন যে একটী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান, তাহার কিছুই প্রমাণ করিতে পারিবে না। পার কি ?

সু। না।

জ্ঞা। তবে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও তাহাই মনে করিবে। প্রথমতঃ ঈশ্বর আছেন, তাহা মনে স্বীকার করিয়া লইয়া পরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, এবং তাঁহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে। একথা ক্ষেত্রতত্ত্বের মত স্বীকার না করিয়া লইলে, কোন কথাই সহজে প্রমাণিত হইবে না।

সু। মা, বড় ভাল দৃষ্টান্তটী দিয়াছ। মনে বড়ই আনন্দ হইতেছে, এমন যে বিষয়, তাহা কি করিয়া লোকে অবিশ্বাস করে, জানি না। কিছু দিন হইল স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের মধ্যে এ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক হইতেছিল যে, ঈশ্বর আছেন কি না?

জ্ঞা। কে কি তর্ক করিলেন?

সু। আগের কথা আমি শুনি নাই, আমি যখন গেলাম, তখন হেডমাষ্টার বলিলেন, আপনি যত তর্কই করুন না কেন, ঈশ্বর যে আছেন, তাহা মানিতেই হইবে, নচেৎ কে এই সংসারের সৃষ্টি করিবেন, এত জ্ঞান ও কৌশল কোন জড় বস্তুর সংযোগে হইতে পারে না।

জ্ঞা। ডেপুটী কি বলিলেন?

সু। ডেপুটী বাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, জড় বস্তুর সংযোগে ও বিয়োগে দ্রব্য সকলের গুণ আপনা আপনিই উৎপন্ন হয় এবং ঈশ্বরের যে জ্ঞান ও কৌশলের কথা আপনারা বলেন, সে জড়ের গুণ মাত্র। ঈশ্বর বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই।

জ্ঞা। একথায় হেডমাষ্টার কি উত্তর করিলেন?

সু। তিনি বলিলেন, জল হাওয়ার কথা যেন বুঝিলাম যে জড়ের গুণে হয়, কিন্তু জড়ের যে বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি অছে, তাহা কি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন?

জ্ঞা। তখন ডেপুটী কি জবাব দিলেন?

সু। তিনি একথায় অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, হাঁ আমরা সাধারণ জড়ের যে গুণ দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে

মনুষ্যের বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির যে গুণ দেখা যায়, তাহা স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাতেই ঈশ্বর যে আছেন, তাহা কি রূপে বুঝিব ?

জ্ঞা। তারপর হেড্‌মাষ্টার কি বলিলেন ?

সু। তিনি বলিলেন, মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধি শক্তি যদি জড়ের গুণ হইতে স্বতন্ত্র এক জিনিস হয়,তবে তাহা কি? কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন কোন জিনিস আছে, যাহা জগতের বাহিরে, কেন না, এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা দেখিতে পাই, সমস্তই জড় বা জড়ের গুণ। এমন বস্তু নাই, যাহা জড় নহে। কেমন, একথা মানেন.কি না ?

জ্ঞা। ডেপুটী কি বলিলেন ?

সু। ডেপুটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, হাঁ অনুমান ও যুক্তি ধরিলে তাহাই বোধ হয়। তখন হেড্‌-মাষ্টার বলিলেন, বেশ কথা, যদি একথা স্বীকার করিলেন, তবে আমরা বলি যে, চিন্তা ও বুদ্ধি শক্তি আত্মার কার্য্য এবং সেই আত্মাই ঈশ্বর রূপে বা তাঁহার অংশ রূপে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যে মহাশক্তির দ্বারা জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে বা চলিতেছে, সেই মহাশক্তিকে ঈশ্বরের শক্তি বলি।

জ্ঞা। ডেপুটী বাবু শেষে কি বলিলেন ?

সু। তিনি আর কিছু বলিলেন না, মাঝে মাঝে হাঁ হুঁ করিতে লাগিলেন। তাহাতে হেড মাষ্টার একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন দেখুন, বড় বড় জাহাজের এঞ্জিনগুলি দেখিয়াছেন কি ?

ডেপুটী বলিলেন, দেখিব না কেন, যাতায়াতে প্রায়ই দেখি।

হেডমাষ্টার বলিলেন, যেমন জাহাজের কলটী চলাইয়া দিয়া ইঞ্জিনিয়র কলের বাহিরে বসিয়া তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে, এবং কলটী দিন রাত্রি চলিতে থাকে এবং কলের মধ্যের যেখানকার যে অংশ, ঠিক সেই ভাবেই কার্য্য করে, মহাশক্তিশালী, ও মহা জ্ঞানী সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এঞ্জিনিয়র, সেইরূপ, তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কলটী চলাইয়া দিয়া কলের বাহিরে বসিয়া তাহার কার্য্য দেখিতেছেন। এখন দৃষ্টান্তটী আপনার মনে লাগিল কি ?

জ্ঞা। ডেপুটী কি বলিলেন ?

সু। ডেপুটী বলিলেন, হঁা অনেক বুঝিলাম বটে, ছোট বেলা হইতে নাস্তিকের তর্ক শুনিয়া ও নাস্তিকের পুস্তক পড়িয়া মনটী যেন কেমন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞা। সুধীর, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তোমাকে যে কথা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহা তোমাদের মাষ্টারদের তর্ক শুনিয়া মনে বেশ রাখিয়াছ। তবে কেন আমাকে ছলনা করিতেছ ?

সু। কৈ, মা, আমিত কোন ছলনা করি নাই।

জ্ঞা। ছলনা কর নাই, তবে প্রথমে যখন আমি তোমাকে বলি, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি করিবে, তখন তুমি বলিলে, ঈশ্বর কে, কোথায় থাকেন, ইত্যাদি। আমার সঙ্গে কত তর্ক করিতে লাগিলে !

সু। মা একথা গুলি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে এবং মনেও রাখিয়াছিলাম সত্য। কারণ আমার স্বভাবই এই, যেখানেই

কোন তর্ক বিতর্ক শুনি, উভয় পক্ষের কথাগুলি সমস্ত মনে রাখিতে চেষ্টা করি। আমি যদিও ঐসকল কথা মনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে, বড় বুঝিতে পারি নাই। সেই জন্য তোমার সঙ্গে তর্ক করিয়া সকল কথা খুলিয়া লইলাম। আজ তোমার কথার সঙ্গে সেই সকল তর্কের কথার মিল হওয়ায় মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, তাহা আর মন হইতে কথনও টলিবে না।

জ্ঞা। বাছা, বেঁচে থাক, তোমার মনে আজ যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া দিলাম, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, সেই বীজ তোমার কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া কালে এক বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। তাহার হাওয়া ও ছায়াতে বহু লোকের তাপিত প্রাণ শীতল হইবে।

সু। মা, ঈশ্বর যে আছেন, তাহা বেশ বুঝিলাম। এ বিষয়ে আরো অনেক জিজ্ঞাসা করিবার ও শিথিবার আছে। আচ্ছা, ঈশ্বর আছেন মানিলাম, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন কি?

জ্ঞা। দেথ সুধীর, যিনি এত মহৎ, যিনি তোমার প্রতি দয়ালু এবং যিনি এক মুহূর্ত্ত না থাকিলে তোমার অস্তিত্ব থাকে না, তাঁহাকে যদি ভক্তি না কর, তবে আর কাহাকে ভক্তি করিবে। দেথ, কাহারো প্রতি ভক্তি কিসে হয়? কোন ব্যক্তির গুণে মোহিত হইলে বা তাঁহা দ্বারা বিশেষরূপ উপকৃত হইলে স্বভাবতই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাসনা হয়। যদি একজন লোকের সামান্য উপকারে বা গুণে তাঁহার প্রতি এত কৃতজ্ঞ

হইতে হয়, তাহা হইলে, যাঁহার জন্য প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহার দয়ায় সুস্থ শরীরে আহার বিহার করিতেছ এবং যিনি না হইলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচ না, তাঁহাকে ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইবে না, তবে আর কাহাকে দেখাইবে। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে তুমি ভয়ানক অকৃতজ্ঞ ও পাপী।

সু। মা, একথাটীও বড় গুরুতর। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না এবং ঈশ্বরকে ভক্তি করেন না, তাঁহারা কি ঘোর পাপী ?

জ্ঞা। পাপী বই কি ?

এখন বলিব, প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে কি কি করা উচিত।

প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ ধুইয়া কোন নির্জন স্থানে বসিয়া ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে, তৎপর প্রার্থনা করিয়া আপন আপন দৈনিক কার্য্যে মন দিবে। সায়াংকালও ঐ প্রকার উপাসনা করা উচিত।

সু। মা, উপাসনা কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। পরমেশ্বরের গুণগান, তাঁহার মহিমা, দয়া, জ্ঞান ও মহত্ত্বের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার নাম উপাসনা।

সু। উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি ? পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে কি হয় ?

জ্ঞা। (১) উপাসনা করিলে মন পবিত্র হয়, চরিত্র শুদ্ধ হয়, ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, সুতরাং, কোন পাপ কার্য্য করিতে সাহস হয় না। যে ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলে, তাহাকে ধর্ম্মভীরু বলে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান মনে করে, সে তাঁহার সম্মুখে কোন পাপ করিয়া ছাপাইতে পারে না।

সু। হাঁ, উপাসনার অর্থ বুঝিলাম। কিন্তু প্রার্থনার মর্ম্ম কি?

জ্ঞা। (২) প্রার্থনা আর কিছুই না, কেবল যত পাপ কার্য্য করিয়াছ বা করিতেছ, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা এবং আত্মার উন্নতি কামনা করা। কেহ ২ প্রার্থনার প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, প্রার্থনা করা নিজের স্বার্থের জন্য, প্রার্থনা না করিয়া কেবল উপাসনা করিলেই যথেষ্ট।

সু। তারপর?

জ্ঞা। (৩) ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মনযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবে। দুর্নীতিপূর্ণ কোন গ্রন্থ বা পরের কুৎসাপূর্ণ কোন কাগজ আদবেই পড়িবে না। ধর্ম্ম-বিষয়ক গান শিক্ষা করিলে মনের ও আত্মার উন্নতি হয়।

(৪) সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং কুসঙ্গ পরিহার করিবে। সাধুসঙ্গ লইলে জীবনের উন্নতি হয়।

(৫) কদাপি সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

সু। কেন, সুরাপানের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? সুরাপানে কি অধর্ম্ম হয়?

জ্ঞা। হাঁ সুরাপান করিলে অধর্ম্ম হয় বই কি। সুরাপানে নিম্নলিখিত দোষ ঘটে।

(ক) সুরাপান করিয়া লোকে আত্মহারা হইয়া নানা গর্হিত কার্য্য করিতে পারে।

(খ) সুরাসেবীর কুপ্রবৃত্তি সর্ব্বদাই উত্তেজিত হয়।

(গ) সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলে শরীরে রোগ জন্মে। সর্ব্বদা যে অধিক পরিমাণে সুরাপান করে, তাহার গুরুতর যুকৃত রোগ হইতে পারে। সুরাসেবীরা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

(ঘ) সুরাপায়ীর বৃথা অর্থ নষ্ট হয়। সে আপন পয়সা খরচ করিয়া সুরাপান করে, কিন্তু লোকে তাহাকে মাতাল ভিন্ন বলে না। মাতালকে কেহ বিশ্বাস করে না।

(ঙ) সুরাপায়ীর পরিবার মধ্যে সর্ব্বদাই নানা অশান্তি বর্ত্তমান থাকে।

(চ) সুরাপায়ী ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়।

এখন বুঝিলে সুরাপানে ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম?

সু। মা, খুব বুঝিলাম, আমি জীবন থাকিতে কখনও সুরাপান করিব না।

জ্ঞা। না, কখনই উহা স্পর্শ করিবে না। দেখ, অনেক সময় এমন মজলিস বা সংসর্গে পড়িবে যে, তাহারা তোমাকে সুরাপানের জন্য নানা প্রলোভন দেখাইবে। তোষামোদ করিবে, আবার ভয়ও দেখাইবে। কিন্তু সাবধান, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিবে, না—না, আমি কখনই মদ খাব না। এবিষয়ে কাহারো খাতির রাখিবে না। শত লোকে নারাজ হইলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না। সকলে একবার তোমার দৃঢ়তার পরিচয় পাইলে আর কখনও কেহ তোমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিতে সাহস করিবে না। আমি জানি, এরূপ অনুরোধের হাত অনেক ভাল লোকে এড়াইতে পারেন না, এবং এড়াইতে না পারিয়া পরিণামে কত কষ্ট পাইয়াছেন।

সু। মা, মদের এত দোষ! আমাদের দেশীয় লোকেরা কেবল সাহেবগণের অনুকরণে এতই মদ খাইতে শিখিয়াছে যে, যেখানেই কোন বিবাহ, পূজা বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যের আয়োজন দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই মদের ছড়াছড়ি হইতে থাকে। কোন ২ সহরে মদ খরচ না করিলে মড়া পোড়ানের লোক মেলে না, এরূপও শুনিয়াছি। অনেক শ্রাদ্ধ-শান্তিতে পর্য্যন্ত মদের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এগুলি তবে বড় অন্যায়।

জ্ঞা। হাঁ, সমাজের বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়াছে। সমাজের এই পাপ দূর করা বড়ই কষ্টকর কার্য্য হইয়াছে। দিনের বেলায় যাঁহারা বাহিরে ধর্ম্মের গোঁড়ামী দেখান, রাত্রিকালে হয়ত তাঁহারাই চুপে চুপে মদের সর্ব্বনাশ করিতে থাকেন। এরূপ লোকের সংখ্যা কম নহে। যাহারা প্রকাশ্যে মদ খায়, তাহারা বরং ভাল। কারণ লোকে তাহাদিগকে সদাই চিনিতে পারে। এই সকল লোকদিগকে সর্ব্বসাধারণে সতর্কতার সহিত দেখিতে পারে। কিন্তু গুপ্ত ও ডবল চরিত্রের লোক বড় ভয়ানক। ইহাদের দ্বারা লোকে সদাই ভ্রমে পতিত ও প্রতারিত হইতে পারে, এই প্রকৃতির লোকদিগকে যখনই চিনিতে পারিবে, তখনই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। কারণ যাহাদের চরিত্রের ঠিক নাই, তাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে সহজেই কোন বিপদে ফেলিতে পারে।

সু। হাঁ মা, তুমি যেরূপ বলিলে, আমি তাহাই করিব, কিন্তু মা একটী কথা যে, সাহেবগণ এত সভ্য, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হইয়াও এরূপ অশেষ দোষের আকর মদ কেন ব্যবহার করেন? বোধ করি, সাহেবদের সকলেই মদ খায়।

-জ্ঞা। সাহেবগণ যে মদ খান, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা শীত প্রধান দেশের লোক। মদ্য মাংস আহার করিয়া তাঁহাদের শরীর গরম রাখা দরকার হয়। অপর কারণ এই যে, সাহেবগণের অসভ্যাবস্থা হইতে এই মদের চলন হইয়া আসিয়াছে। এটা তাঁহাদের এক সামাজিক রীতিরূপে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে যত অসভ্য লোক আছে, তাহারা সকল স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা মিলিয়া মদ খায়। ইহাতে তাহাদের সমাজের কোন নিন্দা নাই। ঐ সকল দেশে মদ খাওয়া একটা দেশাচার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতে হইলে বিলাতে এক গ্লাস মদ দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। যেমন আমাদের দেশে তামাক খাওয়ার রীতি এবং চীনদেশে আফিং খাওয়ার রীতি। তথায় কাহারো স্বাস্থ্য পান করিতে হইলে এক গ্লাস মদ পান করিয়া স্বাস্থ্য পান করা হয়। বিলাতের মদের ছড়াছড়ি এত বাড়িয়াছে যে, তথাকার লোকে ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই নানা সভা সমিতি করিয়া মদ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে; অনেক উচুদরের লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি, নিকৃষ্ট চরিত্রের গোরাদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাওয়া ছাড়িয়াছে। সাহেবগণের এক মহৎ গুণ এই যে, তাহারা যখনই কোন দেশাচার ও সামাজিক রীতিকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখনই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন। এই সকল সৎকার্য্যে মেমেরা বরং আরো ভাল, তাঁহারা এই সকল বিষয়ে পুরুষের উপর অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-

গণ অধিকাংশই নিরক্ষর। সমাজের কোন কার্য্যে পুরুষের উপর তাঁহাদের কোন হাতই নাই। আমাদের দেশের কোন কুৎসিত দেশাচার দূর করিতে সংকল্প করিল স্ত্রীলোকেই তাহাতে প্রথম প্রতিবাদিনী হয় এবং দেশের পুরুষ সকলের এমন উদ্যম, সৎসাহস ও দৃঢ়তা নাই যে, কোন চিরপ্রচলিত পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

সুঃ। মা, অনেক শিখিলাম। মদের যত দোষ, তাহা বলিলে, কিন্তু তাহার কি কোন গুণই নাই?

জ্ঞা। মদের যে সকল দোষের কথা বলিলাম, তাহার যদি কোন গুণের কথা না বলি, সেটাও অন্যায়। ব্রাণ্ডি পোর্টওয়াইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত বিলাতি মদ। ইহা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, উত্তেজক, বলকারক এবং ক্ষুধা-বৃদ্ধিকারক। অতি দুর্ব্বলাবস্থায় এবং রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় ডাক্তারেরা অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করেন। ব্রাণ্ডির এমনই উত্তেজক শক্তি যে, আশু মৃত্যুমুখে পতিত রোগীকে ইহা দ্বারা কিয়ৎকাল জীবিত রাখা যায়।

সু। মা মদের যেমন গুরুতর দোষের কথা শুনিলাম, তেমনই তাহার আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। তবে মদকে একবারে ঘৃণা করা উচিত নহে।

জ্ঞা। দেখ সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। কোন বিষয়ের বাড়াবাড়ী হইলেই খারাপ। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি ঔষধের মাত্রায় ব্যবহার করিলে ক্ষতি না করিয়া বরং উপকার করে। তাই বলিয়া মদ বা নিকৃষ্ট বিলাতি মদ কখনও ঔষধের বদলে ব্যবহার করিবে না। মদের একটী বিশেষ আকর্ষণী-শক্তি

আছে। যাঁহারা সখ করিয়া আমোদ করিবার উপলক্ষে মদ খান, তাঁহারা অলক্ষিত ভাবে ইহাতে এমন আসক্ত হন যে, প্রথমে তাঁহারা ইহার বিষম অপকারিতার ফল বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শেষে দেখিতে পান যে, তাঁহারা মদের দাস হইয়া পড়িয়াছেন, মদ যথেষ্ট না হইলে কোন মতেই চলে না এবং সহজে ছাড়িতেও পারেন না। বিজ্ঞলোকে এই জন্যই মদ ও মাতালকে ঘৃণা করেন।

প্রথমতঃ মদ অল্প মাত্রায় খেলে শরীর উত্তেজিত হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, অন্তরে কোন চিন্তা বা বিশেষ ভাবের উদয় হয়। কিন্তু আর না খেলে সেই উত্তেজনার ভাবটা শীঘ্রই কমিয়া যায় এবং ক্রমে মন ও শরীরকে অবসন্ন করে। যাঁহারা নেশার ভাবটা রক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মদ খান, তাহারাই শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়ান যে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। ক্রমেই মদ টানিতে থাকেন এবং কেলেঙ্কারি আরম্ভ করেন। কেহ বা ন্যাকার করিয়া ফেলেন, কেহ মজলিস মধ্যে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলেন, কেহ বা উলঙ্গ হইয়া থাকেন, হয়ত বা কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এই অবস্থায় একটী পশুতে ও মাতালে বড় প্রভেদ থাকে না। সুরাপায়ীর অন্তঃকরণে এমনই একটা পিপাসা জন্মিয়া যায় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুরাপান না করিলে তাহার প্রাণ অস্থির হয়, শরীরে নানা গ্লানি উপস্থিত হয়। এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারের ব্যবস্থা ভিন্ন সুরা স্পর্শ করা উচিত নহে।

সু। বুঝিয়াছি, সেই জন্যই মদ সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিয়ম হইয়াছে।

জ্ঞা। তাই নাত কি? হিন্দুশাস্ত্রে একটী বচন আছে যে, হাতির পায়ের নীচে পড়িয়া মরিবে তথাপি কোন শুঁড়ির দোকানে আশ্রয় লইবে না।

সেবার একখানি ইংরেজি পুস্তিকা হস্তগত হয়। তাহা এক পার্লামেন্টের কোন মেম্বর কর্ত্তৃক লিখিত। লেখক মদের অপকারিতা প্রমাণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিলাতে যত লোক জেলে যায়, হাঁসপাতালে বা অনাথাশ্রমে মরে, তাহাদের অধিকাংশ লোকই মাতাল। মাতাল না হইলে তাহাদের এত দুর্গতি হইত না। তিনি আরো হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিলাতে প্রতি বৎসর ১৮ কোটী পাউণ্ড বা ২৭০ কোটী টাকা কেবল মদে খরচ হয়। এই ১৮ কোটী পাউণ্ড অনর্থক উড়িয়া যায়। তাহা দ্বারা পৃথিবীর কোন ফল হয় না। বরং ভূরি ভূরি অনিষ্ট হয়। মাতালের সন্তানগুলি বোকা ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হয়। এ বিষয়ে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু যাহা বলিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। এই সকল কথাগুলি মনে করিয়া রাখিবে।

স্থ। এ সকল কথা মনে যে রাখিব, তাহার আর কি সন্দেহ। এ সকল কথা লইয়া সর্ব্বদাই আলোচনা করিব। তারপর?

জ্ঞা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মিথ্যা কথা কদাপি বলিবে না। মদের সম্বন্ধে যে প্রকার দৃঢ়তা ও সৎসাহস অবলম্বন করিতে বলিয়াছি, এই সম্বন্ধেও তাহাই করিবে, তাহা হইলে কেহ কদাপিও তোমাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অনুরোধ করিবে না। মিথ্যা কথার যত দোষ, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

সু। হাঁ মা! সকল কথা আমার বেশ মনে আছে। আর কি?

জ্ঞা। ৭। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। কাহারো কোন কষ্ট দেখিলে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে।

সু। তারপর?

জ্ঞা। ৮। ন্যায়পথে থাকিয়া যথাসাধ্য পরোপকার করিবে। অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া কাহারো উপকার না করাই ভাল। এ সকল কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সু। হাঁ মা! বলিয়াছ যে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়া কাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করা উচিত নহে। কিন্তু অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া কাহারো উপকার করায় হানি কি?

জ্ঞা। অন্যায় উপায় অবলম্বন কি প্রকার? তুমি কি মনে কর যে, একজনের খাবার থাকিলে, অন্যের মুখের খাবার কাড়িয়া তাহাকে দেওয়া একটা ভাল কার্য্য? কাহাকেও আহার দিয়া বাঁচান একটা পুণ্য কার্য্য, কিন্তু অন্যের খাদ্য চুরি করিয়া দিলে পরস্বাপহরণের পাপ হয়। ইহাতে অন্যকে বঞ্চিত করা এবং নিজের চরিত্র কলুষিত করা হয়। বুঝ্‌লে?

সু। হাঁ বুঝিলাম বটে, কিন্তু মনের ধোকা দূর হইল না। অনেক সময় এমন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, কাহাকেও ন্যায় মত উপকার করিতে গিয়াও অন্যের ক্ষতি করিতে হয়। তখন কি করিবে?

জ্ঞা। হাঁ তর্কটি বেশ ঠিক মত ধরেছ, অনেক সময় এমন সঙ্কট উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠার চক্ষে সে সঙ্কট অনেক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। দুইটী পক্ষের ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিবে।

অন্যায় পক্ষ যদি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও হয় এবং ন্যায় পক্ষ গরীব লোক হয়, তাহা হইলেও তোমার প্রবল পরাক্রান্ত লোকের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গরিবের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। ইহাতে তোমার অদৃষ্টে যাই থাক্। চোর, ডাকাইত ও বদমাইসদিগকে কখনও সহায়তা করিবে না।

সু। বেশ বুঝিলাম। তাহার পর ?

জ্ঞ। ৯। তার পর সর্ব্বদা সৎসাহসী হইতে চেষ্টা করিবে। ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। তোমার সাক্ষাতে যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক কোন নিরীহ ভদ্র সন্তানকে আক্রমণ করে, বা অপমান করিতে উদ্যত হয়, অথবা কোন কুলরমণীর সম্মান বা সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উপক্রম করে, তাহা হইলে তুমি বিশাল বিক্রমের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং যাহাতে সেই দুরাশয় তাহার কুকার্য্যের ফল পায়, তাহার চেষ্টা করিবে। ইহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেও জগতের মহা উপকার হয়।

সু। যদি দুর্ব্বৃত্ত খুব শক্তিশালী হয়, তবে আমি দুর্ব্বল ব্যক্তি, তাহাকে আক্রমণ করিলে কেবল অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইব, এরূপ অবস্থায় কি করিব ?

জ্ঞা। দেখ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহা বোঝে না। একবার যদি তোমার ধারণা হয়, এই কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, না করিলে লোকত ধর্ম্মত পাপ হইবে, তখন তুমি পার বা না পার, মন তাহা বুঝিবে না। তুমি অন্যায় কার্য্য দেখিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না। তুমি আপনার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। এরূপ ন্যায়পক্ষ সমর্থন

করিতে গিয়া প্রায়ই বিপদে পড়িতে হয় না। কোন না কোন সহায় আসিয়া যুটে। আর যদি তোমার সৎসাহস না থাকে, তুমি কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন ও কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ ও মানভয়ে পলায়ন কর, তাহা অপেক্ষা তোমার মরণ ভাল। এরূপ অপদার্থ জীবন থাকা না থাকা তুল্য। এখন বুঝেছ?

সু: মা, একথা আবার বুঝিব না? যদি কখনও সময় উপস্থিত হয়, তবে দেখাইব, আমি মায়ের উপযুক্ত সন্তান কি না।

জ্ঞা। এই প্রকার সৎসাহস দেখাইতে গিয়া তোমার পিতা কতবার বিপদে পড়িয়াছেন, এবং একবার, এমন কি, জেল পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মের জয় ও ন্যায়ের বলে সমস্ত বিপদ কাটিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার কত সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইল। নিজেও কত আনন্দ ভোগ করিলেন।

সু। তারপর?

জ্ঞা। ১০। তারপর লোক-চরিত্র পরীক্ষা করিতে শিক্ষা করিবে। লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিবামাত্রই তাহার চরিত্রটা ও চাল চলনটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলে, কোন বিপদে পড়িতে হয় না। কেন না লোক-চরিত্র বোঝা বড় ভার। ইহা না বুঝিতে পারিয়া কত লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সু। লোক চরিত্র আবার কি প্রকার শিক্ষা করিতে হয়?

জ্ঞা। লোক-চরিত্র বোঝা বড় শক্ত কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া শুনিয়া এবং ঠেকিয়াই প্রায় এই সকল জ্ঞান হয়। কিন্তু চেষ্টা ভিন্ন কোন প্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না। অনেকে চক্ষের উপর পুনঃ পুনঃ কত ঘটনা দেখিতে পান, কিন্তু শেখেন

না। সুতরাং নিজেই বারে বারে প্রতারিত হন। তাই বলি, এখন হইতে চেষ্টা করিবে এবং আমার কথাগুলি স্মরণ রাখিবে। ইংরেজিতে ফিজিয়গনমী নামক এক গ্রন্থ আছে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে, লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা হয়। যাঁহারা এ বিষয়ে খুব পারদর্শী, তাঁহারা লোকের মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, সেই লোকটা কোন্ প্রকৃতির।

সু। মা, সে পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নাই ?

জ্ঞা। বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি না, জানি না। বোধ হয়, নাই। পরের এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিবে।

ক। কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে সহজে বড় মেশামিশি করিবে না।

খ। তোমার সঙ্গে আগ্রহ করিয়া যদি কেহ মিশিতে চাহে, তবে বুঝিবে যে, হয়ত তাহার কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কোন উপকার পাইবার জন্য অথবা তোমাকে ভালবাসে বলিয়া সে তোমার সঙ্গে মিত্রতা করিতে চাহে। এরূপ অবস্থায় বাহিরে খুব সদ্ভাব দেখাইবে, কিন্তু সাবধানে তাহার গতিবিধি ও চরিত্র পরীক্ষা করিবে। যদি তাহার চরিত্র সন্দেহজনক না হয় এবং তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহার চরিত্রে তোমার সন্দেহ হয় বা বুঝিতে পার যে,সে কোন দুরভিসন্ধির জন্যই তোমার সঙ্গে মিত্রতা করিতে চাহে, তবে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি সে কোন উপকার পাওয়ার আশায় আসিয়া থাকে এবং তুমি ন্যায়মতে তাহা করিতে পার, তাহা হইলে তাহার উপকার করা হানি নাই বরং কালে তাহা দ্বারা প্রত্যুপকারও পাইতে পার।

গ। কাহাঁকেও মিথ্যাবাদী বা অধার্ম্মিক বলিয়া জানিলে তাহার সঙ্গে কখনও মিত্রতা করিবে না।

(ঘ) আপন মনের গূঢ়ভাব বিশেষ আত্মীয় ভিন্ন আর কাহাকেও বলিবে না, কারণ আজ যাহাকে বন্ধু বলিয়া মনে কর, কাল সে হয়ত তোমার শত্রুরূপে দাঁড়াইবে। তখন সে তোমার গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে।

ঙ। তোমাকে বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ কোন গোপনীয় কথা বলে, বা কোন ব্যক্তির বা পরিবারের সম্বন্ধে কোন গুহ্য কথা বলে, তাহা কখনও অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না।

চ। তোমাকে প্রলোভন দেখাইয়া যদি কেহ কুপথগামী করিতে চাহে, তবে তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না।

(ছ) কাহাকেও হঠাৎ অবিশ্বাস করিবে না।

(জ) স্বার্থপর লোকের সংসর্গে যাইবে না।

সু। মা, এই সকল প্রয়োজনীয় কথাগুলি নোটবুকে লিখিয়া রাখা উচিত? নচেৎ ভুলিয়া যাইতে পারি।

জ্ঞা। বেশ কথা।

১১। রোগীর প্রতি দয়া ও তাহার শুশ্রূষা করিতে চেষ্টা করিবে। তা সে লোকটা আত্মীয়ই হউক, আর পরই হউক।

সু। তাহার পর?

জ্ঞা। ১২। গরীব, দুঃখী, অন্ধ, আতুর, খোঁড়াদিগকে মাঝে মাঝে সাহায্য করিবে। তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইবে। তাহা না হইলে কাহাকেও সাহায্য করা যায় না।

সু। তার পর?

জ্ঞা। ১৩। সর্ব্বদা বিনয়ী হইতে চেষ্টা করিবে। কর্কশ ব্যবহার একবারে পরিত্যাগ করিবে। সময় গতিকে ও অবস্থানুসারে মনে ক্রোধ হইলে ও কর্কশ ভাবের উদয় হঁইলে, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে, তাহাতে বড় সুফল ফলে। রাগের ঝোঁকে কাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে, রাগ থামিয়া গেলে মনে পরিতাপ হয় এবং সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। তোমার ক্ষণিক ধৈর্য্যচ্যুতির জন্য একটি শত্রু বৃদ্ধি পাবে।

সু। মা, তবে কি রাগ প্রকাশ করা বড় দোষের কথা?

জ্ঞা। বেশ কথা মনে করিয়াছ। যখন কথা উঠিল, তখন এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলিয়া রাখি। সর্ব্বদা রাগ প্রকাশ করা অন্যায়, আবার একবারে রাগশূন্য হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত সময় আছে।

সু। ক্রোধ প্রকাশের আবার সময় অসময় কি?

জ্ঞা। সর্ব্বদা যে রাগ প্রকাশ করে, তাহার মনে শান্তি থাকে না। তাহার পরিবার মধ্যে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি ও সদ্ভাব থাকে না। সর্ব্বদা রাগী ব্যক্তির অধীনে কেহ কার্য্য করিতে চাহে না। রাগী ব্যক্তির শত্রু দিন দিন বৃদ্ধি হয়। রাগী ব্যক্তি আপন অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না।

সু। আর যাহার মোটেই রাগ নাই?

জ্ঞা। যাহার মোটেই রাগ নাই, তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করে না। তাহার ভৃত্যগণ তাহাকে মানে না। সুযোগ মতে তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিতে চেষ্টা করে। রাগশূন্য ব্যক্তি আপন সম্মান রক্ষা করিতে পারে না। সে কেবল দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি-

দের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, নিরীহ ব্যক্তি বা রমণীর সম্মান রক্ষা করিতে পারে না।

সু। তবে কোন্ সময় রাগ প্রকাশ করিব ?

জ্ঞা। ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত সময় আছে। ইহা নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে অপমান করে, তবে তাহাকে একবার, দুইবার মাপ করিবে, কিন্তু তিনবারের বার তাহাকে কখনই মাপ করিবে না। সেই সময় ক্রোধ প্রকাশ করিবার তোমার উপযুক্ত সময়।

যদি কোন সবল দুর্ব্বলের প্রতি অযথা অত্যাচার করে, তখন তোমার ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত সময়।

যদি কেহ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করে, তবে তখন তোমার ক্রোধ প্রকাশ করিবার সময়। এ সকল আর অধিক কি বলিব। সকলেরই একটা শেষ সীমা আছে। তাই ধৈর্য্যেরও একটা সীমা থাকা উচিত। এবং অসময়ও ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নহে।

সু। বুঝিলাম। তারপর ?

জ্ঞা। ১৫। মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা করিবে।

সু। মিতব্যয়ী হওয়া কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। যাহার যত আয়, সে তাহার কতক অংশ খরচ করিবে এবং কিয়দংশ সঞ্চয় করিবে। যে ব্যক্তি আয়ের দ্বিগুণ, তিন গুণ খরচ করিয়া বসে, তাহাকে নানা কষ্ট পাইতে হয়। লোকে তাহাকে লক্ষ্মীছাড়া বলে। আবার যাহার আয় যথেষ্ট, কিন্তু প্রাণান্তেও এক পয়সা ব্যয় করে না, নিজে খাওয়া পরায় কষ্ট পায়, তবু পয়সা খরচ করিতে চাহে না, সেও বড় মন্দ। লোকে

তাহাকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করে। সুতরাং সম্ভব মত কালানু-যায়ী এবং অবস্থানুসারে ব্যয় করা উচিত। অন্ততঃ আয়ের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা উচিত।

সু। বুঝিলাম। সঞ্চয় করিয়া লাভ কি?

জ্ঞা। কি, সঞ্চয় করিয়া লাভ নাই? সর্ব্বদাই তোমার অর্থের প্রয়োজন হইবে। তুমি পীড়িত হইলে বা কোন বিপদে পড়িলে তখন অর্থের দরকার। কোন ক্রিয়া কাণ্ড করিতে হইলে পয়সার দরকার। পয়সা না থাকিলে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়।

সু। বুঝ্‌লাম। তারপর?

জ্ঞা। ১৬। দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যথা সময়ে তাহাদের বেতন দিবে।

সু। তারপর?

জ্ঞা। ১৭। তারপর আর বেশী কিছু বলিবার নাই। আপন বিদ্যা বুদ্ধির বা ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করিবে না। এবং হীনাবস্থ লোককে তুচ্ছ করিবে না।

১৮। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।

১৯। প্রবৃত্তি দ্বারা মন অসৎ পথে ধাবিত হইলে নিবৃত্তি দ্বারা তাহা নিবারণ করিবে।

আজকার মত আমার যাহা যাহা বলিবার, তাহা সমস্ত হইল। তবে তোমাকে মোটামোটী কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

সু। আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

জ্ঞা। খুব সংক্ষেপে উত্তর দিবে।

প্রকৃত মানুষ কে ছিলেন ?

সু। ১। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

জ্ঞা। ২। কোন্ মানুষের পশুর ন্যায় ব্যবহার ছিল ?

সু। হিরণ্যকশিপু এবং জগাই মাধাই ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রথম জীবন।

জ্ঞা। ঠিক উত্তর দিয়াছ।

৩। আত্মা কয় প্রকার ? তাহার কার্য্যই বা কি ?

সু। জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার কার্য্য, আহার, বিহার, নিদ্রা যাওয়া, ও শারীরিক কষ্ট অনুভব করা ইত্যাদি। আর পরমাত্মার কার্য্য, চিন্তা করা, হিতাহিত চিন্তা করা, মনে পরিতাপ বা আত্মগ্লানি বোধ্ করা, পাপপুণ্য অনুধাবন করা, ইত্যাদি।

জ্ঞা। বেশ। মানুষ ও ইতর জন্তুতে প্রভেদ কি ?

সু। জীবাত্মার কার্য্য সম্বন্ধে যতদূর সংশ্রব দেখা যায়, তাহাতে মানুষ ও ইতর জন্তুতে বড় প্রভেদ নাই ? পরমাত্মার কার্য্য, অর্থাৎ চিন্তা শক্তি, আত্মগ্লানি, হিতাহিত বোধ শক্তি প্রভৃতি পরমাত্মার কার্য্য ইতর জন্তুতে দৃষ্ট না হওয়ায়, মানুষ ইতর জন্তু সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞা। বা, সুধীর কেমন পরিষ্কার উত্তরগুলি দিতেছ।

৫। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি সে অনুভূত হয় ?

সু। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া এবং পরমাত্মার কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

জ্ঞা। হাঁ ঠিক্। ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন কি ?

সু। ৬। ঈশ্বরোপাসনা করিলে মন উন্নত হয়, চরিত্র

সংশোধিত হয় এবং অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয় এবং পাপ কার্য্য করিতে ভয় হয়।

জ্ঞা। আচ্ছা, বল দেখি, প্রকৃত মানুষের কি কি কর্ত্তব্য?

সু। ৭। (ক) ধর্ম্মবিশ্বাসী হইবে।

(খ) মিথ্যা কথা ব্যবহার করিবে না।

(গ) সর্ব্বদা ন্যায়-পথে থাকিবে।

(ঘ) সুরা বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য পান করিবে না।

(ঙ) সৎসাহসী হইবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কথনও ভীত হইবে না।

(চ) সাধ্যমত পরোপকার করিবে।

(ছ) যথাসময়ে ক্রোধ বা তেজ প্রকাশ করিবে।

(জ) মিতব্যয়ী হইবে।

(ঝ) পীড়িত লোকের শুশ্রূষা করিবে।

(ঞ) অন্ধ আতুর প্রভৃতিকে সাহায্য করিবে।

(ট) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।

জ্ঞা। বেশ, সংক্ষেপে সার কথা কয়টী বলিয়াছ। সুধীর আমার অতি বুদ্ধিমান ছেলে।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

মাতা জ্ঞানবালা ও কন্যা কাদম্বিনীর কথোপকথন।

জ্ঞা। কাদু! এতদিন তোমার দাদাকে যে সকল কথা শিক্ষা দিয়াছি, বোধ করি তুমিও তাহার অধিকাংশ মনে রাখিয়াছ?

কাদ। হাঁ মা, প্রায়ই আমার মনে আছে। কিন্তু যে যে দিন আমি শুনি নাই, সেই সেই কথাবার্ত্তা কি হইয়াছিল, তাহা জানিনা।

জ্ঞা। আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহাত অনেকই শুনিয়াছ, এখন যাহা বলি, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। তুমি একটু বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিবে?

কাদ। কেন, মা? আজকার কথা দাদা শুনিবে না কেন?

জ্ঞা। তোমার দাদা যে শুনিবে না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাহার শোনাতে কোন হানি নাই। কিন্তু আজকার কথাগুলি তুমি মেয়ে বলিয়া তোমারই বিশেষ উপকারে আসিবে। কেন না, বেটাছেলের যাহা যাহা শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা মোটামুটি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কাদ। তবে বল মা?

জ্ঞা। দেখ, লেখা পড়া শিক্ষা করা, শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা করা, এ সমস্তই কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই ইহার প্রয়োজন।

কাদ। স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা কি পরিমাণে প্রয়োজন?

জ্ঞা। লেখা পড়ার আবার একটা পরিমাণ কি? যাহার যতদূর সাধ্য, সে সেই পরিমাণে শিক্ষা করিতে পারে। কারণ জ্ঞান উপার্জ্জন যত করা যায়, ততই ভাল, কোন ক্ষতি নাই।

কাদ। মা! তবে যে লোকে বলে, মেয়েছেলের লেখা পড়া শিখার কোন দরকার নাই। কারণ, লেখা, পড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরী করা। তা মেয়েরা তো আর চাকুরী করিতে যাইবে না। যদিও শেখে, সামান্য চিঠিখানা লিখিতে ও পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট। সে কথা কি সত্য মা?

জ্ঞা। এ কথা তোমাকে কে বল্লে কাদু?

কাদ। গত রবিবারে আমাদের "গুরু মা" বিধুবালার মাকে অনুরোধ করিতেছিলেন যে, তিনি বিধুকে কেন স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন না। তাহার উত্তরে বিধুর মা ঐ সকল কথা বলিলেন।

জ্ঞা। ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিলেন?

কাদ। আরো বলিলেন, মেয়েরা বেশী লেখা পড়া শিখিলে চরিত্র খারাপ হয়, বাবুগিরি বেশী হয়, গুরুজনকে মানে না, ও লাজ সরম থাকে না।

জ্ঞা। তাহাতে তোমাদের "গুরুমা" কি উত্তর দিলেন?

কাদ। গুরুমা কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন যে, মনে করিয়াছিলাম, আপনার এরূপ অসার কথার উত্তর দিব না। কিন্তু আবার ভাবিলাম, যদি এই কথার উত্তর না দিয়া আপনার ভ্রম সংশোধন না করি, তাহা হইলে আপনিও মনে করিবেন এবং লোকেও মনে করিবে যে, আপনার নিকট আমি যুক্তিতে পরাস্ত হইলাম। কেবল তাহাও নহে, এরূপ করিলে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমে লোপ পাইবে। তাই বলি, আপনার কথার এক একটী যথার্থ উত্তর দিব।

তারপর "গুরুমা" বিধুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রীলোকের লেখা-পড়া শিখিতে নাই, তাহা আপনি কোন শাস্ত্রে পড়িয়াছেন, না কেবল অনুমান করিয়াই বলেন?

জ্ঞা। তাহাতে বিধুর মা কি উত্তর দিলেন?

কাদ। বিধুর মা বলিলেন যে, আমরাত আর টোলে পড়ি নাই, যে শাস্ত্রের খবর রাখিব। তখন গুরুমা বলিলেন যে, তবে কি অনুমান করিয়াই এ কথা বলেন? তাহাতে বিধুর মা বলিলেন, লোকে বলে তাই শুনি এবং আমাদের কর্ত্তাও মাঝে মাঝে এই কথা বলিয়া থাকেন।

জ্ঞা। তাহাতে তোমার গুরু মা কি বলিলেন?

কাদ। গুরুমা বলিলেন, যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের কথায় কোন যুক্তি নাই, অসার। পূর্ব্বকালের আর্য্য মহিলাগণ চিরকালই বিদ্যানুশীলনের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাঁহারা কখনই এ কথা মনে করিতেন না যে, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অসচ্চরিত্রা হয় ও তাদের বাবুগিরী বাড়ে। দেখুন, তাহার সাক্ষী প্রাতঃস্মরণীয়া, লীলাবতী, খনা, গার্গী প্রভৃতি মহ-

মহা পণ্ডিতগণ হিন্দুরমণী কুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্ত্রীলোকগণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে এত শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে, তাঁহাদের সমকালীন মহাবিজ্ঞ পুরুষগণ তাঁহাদের নিকট যুক্তি তর্কে পরাভূত হইতেন। কৈ! তাঁহাদের চরিত্রেরত কোন কলঙ্ক শুনা যায় না। বরং শত শত প্রশংসার কথাই শুনা যায়।

জ্ঞা। তারপর বিধুর মা কি উত্তর দিলেন?

কাদ। বিধুর মা বলিলেন, তবে এখন এরূপ হওয়ার কারণ কি? এখন হাজার করা একটী স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানে কিনা, সন্দেহ। তাহাতে গুরুমা বলিলেন যে; এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, মুসলমান বাদসাহগণের সময় হিন্দুর উপর বড়ই অত্যাচার হইত। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইত। কাহারও কোন সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যা দেখিলে দুষ্ট লোকে তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্টা করিতে চেষ্টা করিত। এই সকল কারণে স্ত্রীলোক-দিগের ঘরের বাহির না হওয়া এবং ঘোমটা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। এইরূপে ক্রমে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা লোপ পায়, এবং স্ত্রীলোক অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিয়া ঘোর মূর্খতায় আচ্ছন্ন হয়। সেই সময় হইতেই স্ত্রীলোকদিগের অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দুস্থান, ও পঞ্জাবের হিন্দুরমণীগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় সাহস, বুদ্ধি ও সৎ কার্য্যের উৎসাহ নাই। মান্দ্রাজ ও বোম্বা-ইয়ে মুসলমান আধিপত্য প্রবল না হওয়ায়, তথাকার স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই, তাহারা স্বচ্ছন্দে পথে ঘাটে চলা ফেরা করিতে পারে। আমাদের দেশে এখন আর মুসল-

মান রাজা নাই, এখন ন্যায়পরায়ণ খ্রীষ্টীয়ান জাতি আমাদের রাজা। ইংরেজ রাজার অধীনে দেশের অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট খুব যত্ন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হয় না। স্ত্রীলোক, সমাজ ও জাতির অর্দ্ধ অঙ্গ। সুতরাং সেই অর্দ্ধ অঙ্গ অশিক্ষিত থাকিলে বা মূর্খ হইলে অপর অর্দ্ধেকের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব? এদেশের লোকের অবনতির প্রধান এক কারণই স্ত্রীলোকের দুরাবস্থা। পক্ষান্তরে দেখ, বিলাতী স্ত্রীলোকেরা কি প্রকার উত্তম শিক্ষিত। বিলাতী স্ত্রীলোক শিক্ষার গুণে জগতে বিখ্যাত এবং কেবল শিক্ষার গুণে তাহারা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

জ্ঞা। ইহার উত্তরে বিধুর মা কি বলিলেন?

কাদ। বিধুর মা বলিলেন, কি জানি আমরা এত চৌদ্দ-পুরুষের খবরও রাখি না, লোকে যাহা বলে তাহাই শুনি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে কি ফল হয়। আমরা তো দেখি, আমাদের কাজের মধ্যে ঘর নিকান, জলটানা, ভাত রাঁধা ও বাসনমাজা। দুবেলা এই সব করিতেই আমাদের প্রাণান্ত, এমন কি, খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, বলুন দেখি, লেখা পড়া শিখিয়া রাখিলে এমতাবস্থায় ফল কি?

জ্ঞা। তোমার গুরুমা কি বলিলেন?

কাদ। গুরুমা বলিলেন, এইটীই আপনাদের প্রধান ভুল। যে লেখা পড়া জানে, সে স্বভাবতই একটু বেশী বুদ্ধি

রাখে, তাহার অন্তঃকরণের ভাবই স্বতন্ত্র হয়। জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয়ে অপার আনন্দ বিরাজ করে। সে নানা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া আপনার জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে। তাহার হিতাহিত বোধ শক্তি জন্মে। শিক্ষিতা রমণী আপন সন্তানদিগকে সুশিক্ষায় উন্নত করিতে পারে। আপনারা যে দিবা রাত্রি খাটেন, তাহাতে লেখা পড়া শিক্ষা করা সম্বন্ধে কিছু আসে যায় না, কারণ অপর কোন নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকে আপনাদের জল দিলে, বাসন মাজিলে বা ভাত রাঁধিলে আপনাদের জাতি যায় বলিয়াই আপনারা নিজে ঐ সকল কাজ করিয়া থাকেন। তাহাতে লেখা পড়া শিক্ষার দোষ কি? একথায় বিধুর মা বলিলেন, তা ঠিক, বটে কতক বুঝিলাম।

জ্ঞা। তাহার পর তোমার গুরুমা আর কি বলিলেন?

কা। গুরুমা বিধুর মাকে বলিলেন, আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বাবুগিরী বেশী হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। তবে একথা সত্য যে, লেখাপড়া শিখিলে লোকে একটু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট থাকিতে ভালবাসে। তাহাতে বাবুগিরী মনে করা অন্যায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভাল কি নোংরা থাকা ভাল? আপনি আরো বলিয়াছেন যে, লেখাপড়া শিখিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র খারাপ হয়, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়।

এই কথায় বিধুর মা বলিলেন, মেমদের মধ্যে ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের মধ্যে অসচ্চরিত্রা লোকের সংখ্যা বেশী। কারণ তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া বেশী চালাক হয়, ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।

জ্ঞা। তাহাতে তোমার গুরুমা কি উত্তর দিলেন ?

কা। গুরুমা বলিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনারা এই প্রকার ধারণা করিয়া থাকেন। মেমদের ও খ্রীষ্টান-স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি কাহারো চরিত্র খারাপ হইতে দেখা যায়, সে লেখাপড়া শিক্ষার দোষে নহে, সে ব্যক্তিগত দোষে। এমন কি, আপনারা যে লেখা পড়া শিখেন নাই এবং বাটীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, আপনাদের মধ্যে শতকরা কতটী ভাল পাওয়া যায় ? এত যে শাসন করিয়া রাখা হয়, তাহাতেও ঘরে কত কেলেঙ্কারি। কত ভ্রূণহত্যা হয়, তাহা কি আপনারা জানেন না ? কেমন এ কথা সত্য কিনা ? যদি অস্বীকার করেন, তবে কত গণ্ডা দৃষ্টান্ত এই মুহূর্ত্তে দেখাইয়া দিব। তাহাতে বিধুর মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন যে, হাঁ কেহ কেহ খারাপ আছেন বই কি ? এই কথায় গুরুমা বলিলেন যে, যদি লেখাপড়া না শিখিয়াই স্ত্রালোক চরিত্রহীন হয়, তবে লেখা পড়া শিক্ষার অপরাধ কি ? বরং অনেক উপকার আছে। গুরুমা বিধুর মাকে বলিলেন, এখন আপনি বিধুকে স্কুলে পড়িতে দিবেন কিনা বলুন ? তাহাতে বিধুর মা বলিলেন, কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিধুকে স্কুলে পাঠাইব।

জ্ঞা। কাদম্বিনী, আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি এই সকল কথা বেশ পরিপাটী রূপে মনে করিয়া রাখিয়াছ। দেখ এ কথা মনে রাখিবে যে, আমি যাহা ভাল বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি, তাহাই তোমাকে শিখাইব। অপর কোন লোকের কথা গ্রাহ্য করি না। লেখা পড়া শিক্ষার সম্বন্ধে তোমার দাদাকে যাহা

যাহা বলিয়াছি, তাহা এবং আজ তোমার 'গুরুমার উক্তির বিষয় যাহা আলোচনা হইল, তাহাই সত্য ও তাহাই বেশ মনে রাখিবে।

কাদ। তারপর।

জ্ঞা। তারপর শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত না হইলে কতকটা কেবলমাত্র পুরুষের পক্ষেই উপযোগী। অপর গুলি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোন কোন বিষয় কেবল স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশাচার ও কুসংস্কারে এদেশের স্ত্রীলোক তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেনা।

কাদ। মা পুরুষদের মত মেয়েরাও কি ব্যায়াম করিবে, এবং হাওয়া খাইতে বহির্গত হইবে ?

জ্ঞা। মেমেরা তাহাই করিয়া থাকে। তাহারা পুরুষগণের সঙ্গে টেনিশ খেলে, হাওয়া খেতে বাহির হয়। কিন্তু সেটা এদেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে খাটিবে না। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া যে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাতেই ব্যায়ামের কাজ অনেক হয়, তবে আমাদের দেশের অন্দরমহলগুলি প্রায়ই নরককুণ্ড বিশেষ। অনেক বাড়ীতে পয়ঃপ্রণালী বা জল নিকাশের রাস্তা না থাকায়, সর্ব্বদা জল ঢালায় আঙ্গিনাগুলি ভিজা ও সেঁতসেঁতে থাকে। তাহার উপর আবার যথাতথা মল মূত্র ত্যাগ করা হয়। বাড়ীর রাশি-কৃত আবর্জ্জনা পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সেই সব কারণেই এদেশীয় অধিকাংশ স্ত্রীলোক, রোগা, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। এই সকল দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের সন্তানগুলিও দুর্ব্বল ও চিররোগা হয়।

এই রূপ অস্বাস্থ্যকর ও বদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্থানে ব্যায়াম করিলে বিশেষ কোন লাভ হায় নাই।

কাদ। মা তবে কি আমাদের অন্দর মহলগুলি এতই জঘন্য যে বাসের অনুপযুক্ত, ইহার কারণ কি?

জ্ঞা। তাহার কারণ এই যে বলিলাম, (১) বদ্ধবায়ু (২) সেঁতসেঁতে মাটি, (৩) নানা প্রকার দুর্গন্ধ ইত্যাদি।

কাদ। বদ্ধ বায়ু কি প্রকার তাহা বুঝিলাম না? তাহাতে অনিষ্ট বা কি?

জ্ঞা। বদ্ধ বায়ু কাহাকে বলে, তাহার দোষগুণ তোমার দাদার ব্যায়াম শিক্ষার উপলক্ষে বলিয়াছি। তাহা কি তোমার মনে নাই?

কাদ। না মা সে দিন আমার অসুখ ছিল, সে সকল কথা ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই।

জ্ঞা। আচ্ছা সুধীর বল দেখি।

সু। না মা তুমি বল।

জ্ঞা। তবে শুন, বায়ু দুই প্রকার, বিশুদ্ধ বায়ু ও দূষিত বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয়, আর দূষিত বায়ু সেবন করিলে শরীর রোগা ও দুর্ব্বল হয়। বায়ুর সঙ্গে জলের তুলনা করিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, খোলা ও মুক্ত স্থানের বায়ু নদীর স্রোতের ন্যায়। নদীতে যেমন কোন আবর্জ্জনা পড়িলে তৎক্ষণাৎ স্রোতে ভাষা-ইয়া দূর দূরান্তরে লইয়া যায়, সেইরূপ খোলা স্থানের বায়ুতে কোন প্রকার পচা ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট গ্যাস অধিক সময় টিকিতে পারে না, কারণ প্রবাহিত বায়ুবেগে উহা স্থানান্তরিত হইয়া

যায়। কোন স্থানের বদ্ধ জলে যেমন কোন পচা বা অনিষ্টকর দ্রব্য পতিত হইলে তাহা সেই বদ্ধ জলেই মিলিত হইয়া জলকে দূষিত করিয়া ফেলে, সেই প্রকার কোন স্থানের বদ্ধ বায়ুতে কোন দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বা বাষ্প উৎপন্ন হইলে, সেই বায়ুকে দূষিত করিয়া তুলে। আবার আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ও বদ্ধ বায়ুর অপকারিতা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে যে যে জিনিষ বেশী থাকাতে শরীরের পক্ষে উপকার হয়, বদ্ধ বায়ুতে সেই সেই জিনিষের অভাব হওয়ায় বা তাহার অল্পতা বশতঃ শরীরের অনিষ্ট হয়।

কাদ। মা, গ্যাস কাহাকে বলে?

জ্ঞা। বাঙ্গালা ভাষায় গ্যাসের ঠিক অর্থ মিলে না, তবে গ্যাসের মোটামুটি অর্থ বাষ্পরূপ তরল দ্রব্যকে গ্যাস বলা যাইতে পারে।

কাদ। বাষ্প কাহাকে বলে বুঝিলাম না।

জ্ঞা। বাষ্প এক প্রকার হাওয়া বিশেষ। দেখ জল ফুটাইলে তাহা হইতে একপ্রকার ধোয়ার মত উঠিতে থাকে, ইঁহাকে জলীয় বাষ্প বলে, এই জলীয় বাষ্পকে ইংরেজী ভাষায় ষ্টিম্ বলে, কিন্তু কোন পচা বা গলিত বস্তু হইতেও এক প্রকার হাওয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ইংরেজীতে গ্যাস বলে। গ্যাস অনেক প্রকার আছে, কেরাসিন তেল জ্বালাইলে যে হাওয়া উৎপন্ন হয়, উহাও এক প্রকার গ্যাস।

কাদ। মা, তবে কি গ্যাসের আলো এই প্রকার গ্যাসের দ্বারা হয়?

জ্ঞা। তাইতো, নানা পচা আবর্জ্জনার নানা প্রক্রিয়া দ্বারা

গ্যাস প্রস্তুত হয়, সেই গ্যাসের দাহন শক্তি থাকায় উহা দ্বারা আলোর কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কাদ। যে গ্যাসে পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা কোন্ গ্যাস?

জ্ঞা। সে গ্যাসও অনেক প্রকার আছে। তবে আমি তোমাদিগকে কেবল ম্যালেরিয়া গ্যাসের কথা বলিব। ম্যালেরিয়া গ্যাসের নামটী বেশ মনে রাখিবে।

কাদ। ম্যালেরিয়া গ্যাস কাহাকে বলে?

জ্ঞা। পচা জল গাছ গাছড়া ও সেঁতসেঁতে মাটী হইতে এক প্রকার বাস্প উত্থিত হয়, তাহাকে ম্যালেরিয়া গ্যাস বলে, ইহা নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে ও রক্ত দূষিত করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয়, তাহাতে প্রাণ নাশ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

কাদ। তবে ম্যালেরিয়ার গ্যাস তো বড় ভয়ানক, আমাদের দেশে যে এত জ্বরের প্রাদুর্ভাব, তাহার প্রধান কারণই বোধ করি ম্যালেরিয়া। ইহা দ্বারা জ্বর, প্লীহা, ও যকৃতাদি বৃদ্ধি হইয়া লোকের প্রাণ নাশ করে।

জ্ঞা। ম্যালেরিয়া নয় তো কি! বঙ্গদেশেই ইহার আধিপত্য বেশী, কেননা বঙ্গদেশ খাল, নালা ও ডোবায় পরিপূর্ণ ও জঙ্গলাবৃত, সুতরাং বৎসরের কয়েক মাস বিশেষতঃ বর্ষার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এদেশে ম্যালেরিয়া অত্যান্ত প্রাদুর্ভাব হয়। এক জাতীয় মশা দ্বারা সেই ম্যালেরিয়া আরো বিস্তৃত হয়। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কাদ। মা, তবে দেশের লোকে ইহার প্রতিকার চেষ্টা করে না কেন?

জ্ঞা। কে প্রতিকার করিবে, দেশের কয়জন লোকে ইহার দোষ গুণ বুঝিতে পারে, যাহারা বা বুঝে, তাহাদের মধ্যে কেহবা শৈথিল্য বশতঃ কেহবা কুসংস্কার বশতঃ, ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে না, এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

কাদ। তাই বুঝি দেশের এত সর্ব্বনাশ?

জ্ঞা। তাহা নয়তো কি, এই ম্যালেরিয়ায় কত পরিবার, কত গ্রাম ও নগর উচ্ছন্ন গেল, দেখ স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইলে, আর কিছু পারুক আর না পারুক, অন্ততঃ আপন ঘর ও বাড়ীখানা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখিয়া রোগ ব্যাধির অনেকটা লাঘব করিতে পারে, স্ত্রী লোকদিগের মূর্খতার জন্য আমাদের দেশের ঘর বাড়ী গুলি অতি অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, ভিতর বাড়ী এত নোংরা করিয়া রাখে যে, তাহা অকথ্য। অনেকে হয় তো ঘরের বারেন্দা হইতে হইতেই মল মূত্র ত্যাগ করে, সুতরাং সে স্থানে দুর্গন্ধের জন্য তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠে। ঘরের আশে পাশে ও আঙ্গিনার কোণে এত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া রাখে যে, তাহা বৃষ্টিতে পচিয়া অনিষ্টকর দুর্গন্ধময় গ্যাস উৎপন্ন করে। প্রায় বাটীতেই জল নিকাশের নালা নাই, বর্ষাকালে এই সকল বাড়ীতে বাস করা বড়ই কষ্টকর হইয়া থাকে। নানা স্থানে জল আবদ্ধ হইয়া কাদা হয় এবং ঘাস পাতা পচিয়া বাড়ীর আঙ্গিনার হাওয়া দূষিত করিয়া ফেলে এবং এই দূষিত হাওয়াই নানা রোগের কারণ, ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। সহরের কোন কোন বাড়ী এবং পল্লীগ্রমের প্রায় সমস্ত বাড়ীই এই প্রকার দোষে দূষিত। আমাদের এখানে আমাদের বাড়ী ও ঘোষালদিগের

বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই দুই বাড়ী পরিষ্কার কেন, তাহা জান? আমাদের বাড়ী আমি এবং ঘোষালদের বাড়ীতে মেজো বউ, এই দুই জনে দুই খানি বাড়ী, দিবা রাত্রি কত পরিশ্রম করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু তাহাতে কতলোকে কত ঠাট্টা করে। কেহ কেহ বলে, সুধীরের মা যেন মেমসাহেবদের মত চাল চলনে চলিতে চায়, কিন্তু আমি সে সব কথা গ্রাহ্য করি না। কারণ আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিব, বাড়ী ঘর দরজা ফিটফাট রাখিব, তাহাতে লোকে যদি নিন্দা করে, তাহাতে দৃকপাতও করি না। ঘোষালদের বউকেও এই ছাপ ছাপাইয়ের জন্য কত গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। বউটী দিনরাত্রি ঝাঁটা হাতে করিয়া বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিতে থাকে, আমি তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ভাই, কোন ময়লা ও নোংরা স্থান বা দ্রব্য দেখিলে আমার মনে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। ছোটবেলা হইতে আমার মা আমাকে সর্ব্বদা তাড়া করিয়া এই প্রকার ছাপ ছাপাই থাকিতে শিখাইয়াছেন, কাজেই এখন এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, ময়লা দেখিলে একটু ঘৃণা জন্মে, তাই বাড়ীর আর সকলে বেশ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার তাহা সহ্য হয় না। এজন্য কতজনেরই কত কথা শুনিতে হয়, তাহা বলিতে পারি না।

কাদ। তবে এ সকল হাতে কলমে শিক্ষার দরকার, কেবল কোন পুস্তক পড়িয়া বা কাহারো উপদেশ শুনিয়া রাখিলে চলিবে না।

জ্ঞা। তাইত পুস্তকের কথা পড়িয়া রাখিলে কোনই ফল হয় না, কার্য্যেও দেখান চাই। দেখ আমি তোমাদিগকে লইয়া

প্রতিদিন এত বক্‌চি ও এত বিরক্ত হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। যদি ঘরে ঘরে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে কালে দেশের অবস্থা এক সম্পূর্ণ নূতনভাবে দাঁড়াইবে। তখন এই সকল আর নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে না। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য বলিয়া মনে করিবে। কোন একটা নূতন নিয়ম প্রচলন করা প্রথম বড়ই কষ্টকর,—কিন্তু একবার দুই চারি জনে তাহা করিলেই শেষে লোকে দেখাদেখি করিতে আরম্ভ করে।

কাদ। মা, আগে বল্লেন, আমাদের ভিতর বাড়ীগুলি বদ্ধ বায়ুতে পরিপূর্ণ, তাহার কারণ কি?

জ্ঞা। তাহার কারণ আমাদের দেশের ভিতর-বাড়ী বা অন্দর-মহলগুলিতে স্ত্রীলোকগণ থাকে, অন্য পুরুষে না দেখে বা তথায় যাইতে না পারে, তজ্জন্য অন্দর মহলগুলি প্রায়ই ঘেরা বা আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবার অধিকাংশ ভিতর বাড়ীগুলির চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কাজেই সেই সীমাবদ্ধ স্থানে হাওয়া খেলিতে পারে না, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে আর এরূপ ভাবে অন্দর মহলগুলির দুর্দ্দশা হইত না।

কাদ। মা, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কি প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত?

জ্ঞা। ঘরের কাজ যাহারা আপন হাতে করে, তাহাদের ব্যায়াম করার ফল অনেকটা কাজ করাতেই হয়,—যেমন ধানভানা, নদী পুকুর পাতকুয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি। এই সব কার্য্যে কম পরিশ্রম হয় না। কিন্তু এই সব কার্য্য নিয়মিতরূপে ও সময়মত করিতে পারিলে বেশ ব্যায়ামের ফল হয়, আবার

অসময়ে ও অনিয়মিত পরিশ্রম করিলে তাহার বিপরীত ফল ফলে। যাহারা নিজহাতে কার্য্য করে না, চাকর চাকরাণী দ্বারা কার্য্য করায়, তাহাদের পক্ষে প্রতিদিন এরূপ নিয়মমত পরিশ্রম করা উচিত, যাহাতে বেশ অঙ্গচালনা হইয়া শরীর হইতে ঘাম বাহির হয়।

কাদ। মা, ওসব কথা ঢের হইয়াছে, আর দরকার নাই, এখন মোটামুটি আমাকে কি শিখিতে হইবে, তাহা বল।

জ্ঞা। তবে বলি শুন, মেয়েছেলের জীবনের কার্য্যাবলী ও কার্য্যপ্রণালী তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ ছোটবেলা হইতে বিবাহের বয়স পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পর হইতে স্বামীর ঘরকন্না করা পর্য্যন্ত; তৃতীয়তঃ পুত্র-পৌত্রাদির লালন পালনের সময় হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত।

কাদ। মা, বিবাহের সময় কত বৎসর পর্য্যন্ত?

জ্ঞা। কাদু, এ বড় শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমাদের দেশের কি বালক কি বালিকা, কাহারো বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক নাই। কারণ বাল্য বিবাহ, শিশু বিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথার যে দেশে চল, সে দেশে কি বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স থাকিতে পারে? কারণ, কেহ বা টাকার লোভে দেড় বৎসরের শিশু কন্যাটীকে ৪০ বৎসরের এক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিল, আবার কোন কুলীনের ঘরে ২৫।৩০ বৎসরের আইবুড়ী কন্যা পাত্রাভাবে অবিবাহিতা রহিল।

কাদ। মা, তবে মেয়ে ছেলেদের জীবনের কার্য্যাবলির কথা খাটিল কই? দেড় বৎসরে অর্থাৎ বিবাহের জীবনের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে, এই দুই জীবনের এক জীবনও সেই মেয়ের

কোন কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার উপযুক্ত হয় না, কারণ তখন সে মাতৃস্তনের দুধ পান করে। আবার ত্রিশ বৎসরের পর বিবাহ হইলে, তাহার জীবনের অর্দ্ধেকের বেশী অতীত হইয়া যায়। সুতরাং বিবাহের পর স্বামীর ঘরকন্না প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্য শিখিবার সময় কই?

জ্ঞা। কাদু, আমার ও কথাটা বলাই ঠিক হয় নাই। তুমি বেশ তর্কটী ধরিয়াছ। তোমার যে এত বোধশক্তি আছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আজ আমি বুঝিলাম যে, আমার মেয়ে ছেলেদের মধ্যে কেহই অবোধ নহে। আজ আমি জানিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং পরিশ্রমও সার্থক হইবে। কথার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যাহারা কেবল কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখে, কার্য্যতঃ তাহাদের কোন ফল হয় না। সেরূপ ছেলেপিলের শিক্ষা দেওয়া বৃথা। যদিও বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স ঠিক নাই, তবু মোটামুটি ১০ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত গড়পড়তায় ধরা যাইতে পারে, কারণ অধিকাংশ বিবাহই এই বয়সে হয়। এখন বুঝেছ?

কাদ। মা বুঝিলাম, কিন্তু মন খুসী হইল না।

জ্ঞা। হাঁ কাদু আমি বুঝেছি, তুমি কম মেয়ে নও, কোন কথার পাকা সিদ্ধান্ত না হইলে ছাড়িবে না; এ কথায় আমারও মন ধরিল না।

কাদ। আমাদের জীবনের প্রথমভাগে কি কি শিক্ষা করা উচিত?

জ্ঞা। তবে বলি শুন।

১। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন করিতে শিক্ষা করিবে।

২। আপন ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে ও যত্ন করিতে শিক্ষা করিবে।

৩। সমবয়স্কা ও সহপাঠী বালিকাগণের সঙ্গে কখনও ঝগড়া করিবে না এবং কখনও কাহারো প্রতি অশ্লীল ও কটু-কথা বলিবে না।

৪। নীচ প্রকৃতি ও কুচরিত্র বালক বালিকাদিগের সংস্রবে কখনও যাইবে না।

৫। কোন কু-চরিত্রা স্ত্রীলোকের নিকট যাইবে না।

৬। নিয়মিত সময়ে পাঠাভ্যাস করিবে এবং নানা প্রয়োজনীয় শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবে।

৭। সর্ব্বদা সকলের নিকট বিনয়ী ও নম্র হইবে, কখনও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে না, কারণ নম্রতা ও সৌজন্যই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য।

৮। কখনও কোন দ্রব্য আহারে অতিরিক্ত লোভ প্রকাশ করিবে না। পিতা মাতার অগোচরে বা তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে ঘরের কোন দ্রব্য গোপনে আহার করিবে না, তাহা করিলে চুরি করার মত অপরাধ হয়।

৯। প্রতিবাসীর বাড়ীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, প্রাণপণে ও সরল প্রাণে তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে তোমার যশঃ ও প্রশংসা শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।

১০। রন্ধন কার্য্য মনযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিবে।

১১। পিতা মাতার আদেশক্রমে ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ মনযোগী হইতে শিক্ষা করিবে।

১২। সর্ব্বদা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পার, তাহা যত্নের সহিত শিক্ষা করিবে।

১৩। জল-বায়ুর দোষগুণ ও খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা শিক্ষা করিবে। কারণ এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহার সঙ্গে জীবন মরণের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১৪। বিলাসিনী হইতে চেষ্টা করিবে না।

১৫। কেবল যে আত্মসুখে রত থাকিবে, এমন চেষ্টা করিবে না।

১৬। ভাল খাইব ও পরিব বলিয়া আবদার করিবে না, সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলিবে।

১৭। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিবে।

১৮। কোন অপরাধ করিলে তাহা মিথ্যা কথা বা ব্যবহার দ্বারা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না।

১৯। কেহ তোমাদিগকে কোন উপকার করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইও, অকৃতজ্ঞ হওয়া বড় দোষ।

২০। অপরের শ্রী দেখিয়া কাতর হইবে না, অন্যের বিপদে ঈর্ষা প্রকাশ করিবে না, বরং তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিবে।

২১। প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিয়মিত কার্য্য করিতে অভ্যাস করিবে।

২২। গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা করিবে।

২৩। অবসরমতে সম-বয়স্কাদিগের সহিত প্রতিদিন খেলা করিবে।

কাদু, তোমাকে যে যে কথাগুলি সংক্ষেপে বলিলাম,

তাহার এক একটী বিষয় বিস্তৃত করিয়া বলিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। ইহার একএকটী কথার ভিতর অনেক নিগূঢ় ভাব আছে। তুমি যদি এ সকল ভাল করিয়া শিক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি এক আদর্শ বালিকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তোমার নাম ও যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইবে। ভাবী জীবনে সুখী হইবে। ছোট-বেলা হইতে এ সকল শিক্ষা না করিলে,শেষে কখনই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, কারণ ছোটকালের জীবন কাঁচা মাটীর ন্যায়, যেরূপ গঠন করিয়া রাখিবে, ভবিষ্যতে তাহাই রহিবে।

যে সকল মাতা আপন মেয়েদিগকে ছোট বেলা হইতে শিক্ষা না দেয়, তাহাদের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গেলে কত গঞ্জনাই সহ্য করে। কত কেলেঙ্কারী করিয়া বসে, কেননা ছোটবেলার কুশিক্ষার দোষে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুরন্ত শ্বাশুড়ীগণ এই সকল মেয়ের মা বাপকে নানা কুৎসিত ভাষায় গালি দেয়।

কাদ। কেন, মা বাপকে গালি দেয় কেন? অপরাধ এক জনের, আর গালি দেয় অন্য জনকে?

জ্ঞা। সেটা আমাদের দেশেরই দোষ। শুনিতে পাওনা কি, দত্তদের বুড়ী তাহার বেটার বউয়ের মা বাপকে গালি না দেয় এমন দিন নাই, সে প্রায়ই বউটীর ভাইয়ের মাথা খায়। আহা, ভগ্নীর মুখের উপর ভাইয়ের মাথা খাইলে ভগ্নীর মনে যে কত আঘাত লাগে, তাহা বলা যায় না, কখন যে এদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা উন্নত হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।

কাদ। বাপ মা ও ভাই তুলে যে গালি দেয়, তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে নাই।

জ্ঞা। বাছা, তাহা বল্লে কি হয়, নিজে খারাপ হইলে এবং খারাপ লোকের পাল্লায় পড়িলে এই রকমই হইয়া থাকে, উপায় নাই।

কাদ। মা, তোমার উপদেশগুলি যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিবে। স্ত্রী জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কি শিক্ষণীয়?

জ্ঞা। স্ত্রী-জীবনের দ্বিতীয় বা মধ্যভাগের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এই জীবনে যে নিষ্কলঙ্ক ভাবে কাটাইতে পারে, সে-ই ধন্য। তাহার সুখ্যাতিরও শেষ থাকে'না।

কাদ। কোন্ সময় হইতে স্ত্রী জীবনের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয়?

জ্ঞা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামীর ঘরকন্নায় উপযুক্ত হইলেই দ্বিতীয় জীবন আরম্ভ হয়, তাহা ভুলে গেলে? এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নির্দ্দেশ করা কঠিন।

কাদ। বেশ বুঝিলাম, তাহার পর বল।

জ্ঞা। স্বামীর ঘরকন্নার প্রথম জিনিষই স্বামী। স্বামী সুরূপই হউন আর কুরূপই হউন, গুণী বা নির্গুণী হউন, তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি করিবে এবং ভালবাসিবে। এটা নিশ্চয় জানিবে, স্বামী ভিন্ন অন্য কোন প্রাণের বন্ধু নাই, স্বামীর সুখেই সুখ ও স্বামীর দুঃখেই দুঃখ মনে করা উচিত।

স্বামীকে (১) প্রভুর ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিবে, (২) বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিবে এবং (৩) গুরুজনের ন্যায় ভক্তি করিবে। যে সতী স্ত্রী হয়, সে স্বামী ভিন্ন জগতে আর কিছুই জানে না।

যাহাতে স্বামীর মনে কষ্ট হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিবে না এবং যাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, এমন কোন কথা বলিবে না। স্বামী যাহা করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করিবে না এবং তিনি যাহা করিতে আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে। স্বামীর নিকট কখনও মিথ্যা কথা বলিয়া অবিশ্বাসিনী হইবে না। কারণ বিশ্বাস বড় মূল্যবান জিনিষ, সামান্য কারণের জন্য অবিশ্বাস হইলে, তাহা আর শত ভাল কার্য্য করিলেও দূর হইবে না। স্বামীর সঙ্গে কখনও কুটিল ব্যবহার করিবে না। কাদু, তুমি এখন এ সকল কথার মর্ম্ম বুঝিবে না। তবে মনে রাখিও যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন এই কথাগুলি কার্য্যে লাগিবে।

কাদ। তার পর ?

জ্ঞা। তাহার পর পরিবার মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে সেবা শুশ্রূষা ও ভক্তি করিবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে, তাঁহাদের আহার না করাইয়া তুমি খাইবে না, যতদিন শাশুড়ী সংসারে কর্ত্রী থাকেন, তত দিন তাঁহার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। নিজ স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সংসার প্রতিপালিত হয় বলিয়া কখনও গর্ব্ব করিবে না।

কাদ। তাহার পর।

জ্ঞা। ভাসুরকে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের ন্যায় ভক্তি ও মান্য করিবে এবং দেবরদিগকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিবে। ভাসুর ও দেবর-পত্নীদিগকে যথাক্রমে বড় ও ছোট ভগ্নীর ন্যায় ভক্তি করিবে ও ভালবাসিবে, ভাসুর একান্নভুক্ত থাকিলে

ভাসুর-পত্নীর উপর কখনও কর্তৃত্ব করিবে না। ভাসুর ও দেবরের সন্তানদিগকে আপন সন্তান অপেক্ষাও ভালবাসিবে। তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকার পক্ষপাতীতা দেখাইবে না, ইহাতে তোমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাইবে এবং বাড়ীর সকলে তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

কাদ। মা, তোমার কথাগুলি মনে বড়ই ধরেছে, তুমি যেমন বল্লে আমি ঠিক তেমনই করিব, তাহার পর?

জ্ঞা। বাড়ীতে চাকর চাকরাণী থাকিলে তাহাদিগকে উপযুক্ত মত তত্ত্বাবধান করিবে। সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিবে। তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিবে এবং যথা সময়ে বেতন দিবে। তাহা হইলে তাহারা তোমার কার্য্য অতি আগ্রহের সহিত করিবে। চাকর চাকরাণীকে অবিশ্বাস করিলে ও কথায় কথায় দুর্ব্বাক্য বলিলে এবং ভালমত যত্নের সহিত আহারাদি না দিলে তাহারা কখনই তোমার কার্য্য করিবেক না, তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া যথা তথা তোমার দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করিবে, এই কারণে অপর লোক তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, চাকর চাকরাণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে তুমি কখনও চাকর খুঁজিয়া পাইবে না।

কাদ। তাহাতেই বুঝি সেনেদের বাড়ীতে চাকর থাকে না?

জ্ঞা। তা নয়তো কি? সেনেদের বড় বউ বড়ই মুখরা, তাহার মুখের যন্ত্রণায় চাকর চাকরাণী থাকিবে, দূরের কথা, বাড়ীর লোকের টেকা ভার। বড়টী এমন দুরন্ত এবং হিংসুক যে তাহার স্বামীর টাকা দ্বারা সংসারের খরচ চলে

বলিয়া জাদিগকে ও শাশুড়ীকে কত কথা শুনায়। কেবল তাহাই নহে, শুনিতে পাই, তাহার স্বামীকে পৃথক হইবার জন্য সর্ব্বদায়ই জিদ করে। স্বামীটী ভাল, তাই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না। অন্য কোন লোক হইলে কোন্ দিন পৃথক হইয়া যাইত। এই প্রকার গিন্নীর দোষে অনেক ঘর নষ্ট হয়।

কাদ। বেশ বুঝিলাম, কিন্তু মা অনেকে বলে যে, গোষ্ঠী সুদ্ধ লোক একত্র জড়িয়া থাকা বড়ই অন্যায় ও অসুবিধাজনক।

জ্ঞা। এ কথা তোমাকে কে বলে কাদু?

কাদ। আমি, বিজয়বালা, বিমলা ও যামিনী কাল নলীন বাবুদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। নলীন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তার পর বউ বলিলেন যে, ভাই বড়ই কষ্টে আছি, মনে একটুকও সুখ শান্তি নাই। বাড়ীতে ভেড়ার মত এক পাল লোক, সর্ব্বদায়ই ঝগড়া ও গোলমাল, না আছে খাওয়ার সুখ না আছে পরার সুখ। ভালমত ঘুমটুক যাওয়ারও যো নাই। তাহাতে যামিনী বলিল, কেন আপনাদের বাড়ীতে আর বেশী লোক কি? আপনার দুই ভাসুর ও দুই জা, তাহাদের ছেলে মেয়ে চারিটী, আপনার এক শাশুড়ী ও এক ননদ, এ আর এমন বেশী কি, আমাদের দেশে নন্দীদিগের বাড়ীতে সর্ব্বশুদ্ধ একুশ জন লোক আছে। তাহারা সাত ভাই, সাত ভাইয়ের সাত স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী একটী, মা এবং ছেলে মেয়ে পাঁচটী একুনে একুশ জন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, বেশ সুখে আছেন, ঝগড়া বিবাদ কিছুই নাই, বড় বউ গিন্নী আর সকল তাঁহার অনুগত হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতেছে।

জ্ঞা। নলীন বাবুর স্ত্রী ইহাতে কি উত্তর দিলেন?

কাদ। নলীন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওঁমা তোমাদের বাঙ্গাল দেশের সকলই অদ্ভুত। তোমরা না জান খেতে, না জান পরতে, কেবল গাধার মত খাট্‌তে জান। কবে তোমাদের দেশ আমাদের অঞ্চলের ন্যায় সভ্য হইবে, জানিনা, তোমাদের এক প্রধান দোষ এই যে, তোমরা দেখিয়াও শিখ না।

জ্ঞা। তাহাতে যামিনী কি বলিল?

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল যে, কিসে আমাদের দেশ অসভ্য হইল? তাহাতে বৌ বলিল যে, প্রথমতঃ তোমরা কথা বলিতে জান না। তোমাদের কথা অতি কদর্য্য। দ্বিতীয়তঃ বহু লোক একত্র বাস কর।

জ্ঞা। যামিনী কি বলিল?

কাদ। যামিনী বলিল, এইসব কারণেই যে আমাদের দেশ অসভ্য হইল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ দেখুন, আমাদের কথা ও স্বরের সঙ্গে আপনাদের কথা ও স্বরের অনেক পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক। কথা আছে যে, যোজন অন্তর ভাষা। এরূপ ভাষা ও স্বরের পার্থক্য সর্ব্ব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কথা ও স্বরের্ পার্থক্য হইলেই লোক অসভ্য হয় না। কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষা ও স্বর অপেক্ষা খাস্ কলিকাতার ভাষা কতক পৃথক, আবার কলিকাতার স্বর ও ভাষা হইতে হুগলি ও বর্দ্ধমানের স্বর ও ভাষা অন্য রূপ। এই প্রকার, যশহর, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের ভাষাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার। আবার এক জেলায়ও দুই মহাকুমার ভাষা এক রমক নহে। নদিয়ার ও কুষ্টিয়ার ভাষার সঙ্গে বড় মিল নাই,

এ সকল বিবেচনা করিতে গেলে সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে দোষী। আর অধিক কি বলিব, বিলাতের লণ্ডন সহরের ভাষার সঙ্গে ইয়র্কসায়ারের ভাষার মিল নাই, দাদার মুখে এ কথা শুনিয়াছি, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না।

আমাদের দেশের লোকে থামু থামু বলিলে আপনারা হেঁসে গলে পড়েন, কিন্তু আপনাদের কলিকাতার লোকে নানু, থানু, গেনু, দিনু বলিলেও আমাদের সেই প্রকার হওয়া উচিত, কারণ এ কিছু বিশুদ্ধ কথা নহে। কথার ব্যতিক্রম শুনিলেই আপনারা বিদ্রূপ করেন, কিন্তু আপনারা কথা বলিতে যে কত ভুল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার ঠিক নাই। তাহাতে বউ জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কি ভুল কথা বলি, তাহার একটা নমুনা দেখাও। তাহাতে যামিনী বলিল, তবে দেখাইতেছি,—লক্ষ্মী পূজার নাড়ু, পাঁঠার ন্যাজ, নবণ, নুচি, নাউ।

জ্ঞা। এ কথায় বউ কি বলিল ?

কাদ। বউ বলিল, এ সকল কথার নিন্দা তোমার মুখেই শুনিতে পেলেম, পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তাহাতে যামিনী বলিল, আপনাদের যাহা বলিতে বলিতে অভ্যাস হয়েছে এবং দেশে সকলেই যাহা বলে, তাহার দোষ আপনাদের চক্ষে পড়েনা। সেই প্রকার আমাদের যাহা বলিতে বলিতে চল হইয়াছে, তাহার দোষও আমরা দেখিতে পাই না।

জ্ঞা। বউ তখন কি বলিল ?

কাদ। বউ বলিল, হাঁ এ কথা ঠিক বলিয়াছ। তখন যামিনী বেড় দিয়া কাপড় পড়ার কথা তুলিল। দেখুন বেড় দিয়া কাপড় পড়ার নিন্দা আপনি করিলেন, কিন্তু সেটা আপনা-

দের ভুল। একে আমরা পাতলা কাপড় পরি, তাহাতে যদি বেড় দিয়া কাপড় না পরা যায়, তবে আর লজ্জার সীমা থাকে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কাপড় পরার যে প্রকার প্রণালী, তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক, কেন না তাহাতে পাছে দুপরতা ও সামনে এক পরতা কাপড় থাকে। আপনাদের দেশে তাহার বিপরীত। আপনাদের দেশে পাছে এক পরতা ও সামনে দুই কি তিন পরতা থাকে, ইহাও আপত্তিজনক, তাহার কারণ এই যে, আপনারা বেশী সভ্য বলিয়া বেশী পাতলা কাপড় পরেন, এরূপ পাতলা কাপড় পরিয়া কোন ভদ্র লোকের সাম্নে যাওয়া বা কোন খাদ্য পরিবেশন করা বড়ই লজ্জাজনক। শুধু তাহাও নহে। যখন ভদ্র পরিবারের বউ ঝি পাতলা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিয়া গঙ্গাস্নানের পর শত শত লোকের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন পরিধানে যে কাপড় থাকে, এমনও বোধ হয় না। বলুন এরূপ উলঙ্গ বাহার পরিয়া লাভ কি? ছি! ছি! দেখুন দেখি, আমি কাপড় পরিয়াছি, ইহার কোন দোষ দেখাতে পারেন কি? দাদা বলেন, পৃথিবীতে যত সভ্য জাতি আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কাপড় পরার প্রণালী নিতান্ত সভ্যতা-বিরুদ্ধ। মান্দ্রাজী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা ঘাগর পরে, ও জামা গায়ে দেয়। পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকে পায়জামা ও জামা পরে, মারহাট্টা স্ত্রীলোকে পুরুষের মত কোঁচা কাছা দিয়া কাপড় পরে। মেমেরা ও ইহুদি স্ত্রীলোকগণ গাউন পরে। এই প্রকার ব্রহ্মদেশ, জাপান্, চীন প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকগণও এমন ভাবে কাপড় পরে যে, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ

থাকে না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সেই একখানা পাতলা কাপড়, তাহা যায় জামা ও মাথা ঢাকার কার্য্য সম্পন্ন করে। সত্য বটে আজ.কাল শিক্ষিত বাঙ্গালী মহলে সিমিজ ও জামার চলন হইতেছে, কিন্তু দেশের লোকের সংখ্যা তুলনা করিতে গেলে, তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যামিনী বউকে বলিল, আপনি বোধ করি এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বেড় দিয়া কাপড় পরা ভাল কি মন্দ।

জ্ঞা। তখন বউ কি বলিল ?

কাদ। বউ বলিল, যামিনী আমি তোমাকে এক কথা বলিয়াছি, তুমি আমাকে চৌদ্দবুড়ি কথা শুনাইলে। যামিনী তখন বলিল, এখনই হয়েছে কি, আরও বলিবার অনেক আছে। আগে বলুন, আর আমাদিগকে কাপড় পরার বিষয়ে নিন্দা করিবেন কি ? তখন বউ বলিল, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক কথা। তবে আমাদের যেন কেমন অভ্যাস হইয়াছে, মোটা কাপড় কোমরে থাকে না। আর মোটা কাপড় যেন টানাও যায় না। তখন যামিনী বলিল, এই অভ্যাসটাইতো খারাপ হইয়াছে, তাহাতেই নিজেদের শতদোষ থাকিলেও তাহা চক্ষে দেখিতে পান না।

জ্ঞা। তাহার পর যামিনী আর কি বলিল ?

কাদ। বউ যখন দোষ স্বীকার করিল, তখন যামিনী বহু গোষ্ঠীর একত্রবাসের কথা তুলিল। যামিনী বলিল, বহু গোষ্ঠী একত্র বাসের দোষ গুণ দুইই আছে, একযুক্ত পরিবারের মধ্যে যদি ভাল গিন্নী ও ভাল কর্ত্তা থাকে এবং সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সেই পরিবারের মত সুখী কেহই নহে।

এ কথা স্বীকার করি, বহুলোক এক পরিবারের মধ্যে থাকিলে, ভাল খাওয়া পরার তত সুবিধা হয় না। কিন্তু একত্রবাস-জনিত স্নেহ মমতায় পরস্পরের বিশেষ উন্নতির কারণ হয়। যাহারা অর্থ উপার্জ্জনে অপেক্ষাকৃত অক্ষম, তাহারা উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হয়। দেখুন আমার পিতার চারি ভাই ছিলেন। আমরা তিন ভাই ভগ্নী যখন খুব ছোট, তখন আমাদের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। আমাদের খুড়া খুড়িমারা কত যত্নে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাই আমরা বেঁচে আছি। যদি আমার পিতা খুড়াদিগের সহিত পৃথক অন্নে থাকিতেন, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা কি হইত? নিশ্চয়ই পৃথক অন্নভুক্ত খুড়া খুড়িমারা তাদৃশ যত্ন করিতেন না। দাদা এমন চাকুরী করিতেছেন এবং খুড়ত ভাইদিগকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন। সমস্ত সংসারের ভার এখন দাদার উপর। আমার দাদা বলেন, এখন যদি হঠাৎ মরি, তবে আমার খুড়ত ভাইয়েরা আমার খোকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিবে? দেখুন এ কেমন সুখের বিষয়। দেখুন আপনার ভাসুরদের সঙ্গে একত্র বাস করেন বলিয়া আপনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন। আপনার স্বামী বেশ সুস্থ আছেন এবং দশটাকা রোজগারও করিতেছেন। এমতাবস্থায় পৃথক থাকিলে আপনি বেশ একটু আরামে ও স্বাধীনভাবে থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু দুর্ঘটনা ক্রমে আপনার স্বামীর কোন ভাল মন্দ হইলে, কিম্বা আপনি ৬ মাস শয্যাগত থাকিলে আপনার ছেলে পিলের অবস্থা কি হইবে? তাই বলি, একত্র বাসে দুঃখ সুখ দুইই আছে? লোকে চলিত কথায় বলে

"একলা ঘরের একলা বউ খেতে বড় সুখ, (কিন্তু) মারতে কালে ধরতে নাই এই বড় দুখ।" এখন বলুন দেখি কোন্‌টা বেশী সুখকর? তখন বউ বলিলেন, তোমার পায় ধরি, যামিনী মাপ কর, যথেষ্ট হয়েছে, তুমি যে ছাড়ই না। তোমার পেটে যে এত কথা ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। তখন যামিনী বলিল, আর একটী কথা বলিয়া যাইব। আপনারা বড় মুখপোড়া লোক। মানুষের মুখের উপর অপমান করেন। এবং যাহাতে লোক মনে কষ্ট পায়, এমন সব কথা বলেন। আপনারা সাহেব-দের খারাপ গুণগুলি অনুকরণ করেন, কিন্তু ভাল গুণ শিক্ষা করেন না। দেখুন; একজন বিলাতি সাহেব ও একজন বাঙ্গালীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাহেবগণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে আবার সাহেবেরা দেশের রাজা, এমতাবস্থায় সাহেব ও মেমগণ কোন বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে কখনও এমন কথা বলেন না যে, তুমি কাপুরুষ বাঙ্গালী বা "কালা আদমি, নেটিভ নিগার।" কিন্তু এ কথা বলিলে তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন। এমতাবস্থায়ও তাঁহাদের এমনই শিক্ষার গুণ যে, কখনও তাঁহারা কাহারও মনে কষ্ট দিয়া কথা বলেন না। আপনারা সাহেবদের মত উন্নত হইলে, বোধ করি, আমাদিগকে পা দিয়া মাড়াইতেও কম করিতেন না। কিন্তু এটা আপনারা মনে করিবেন যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোক আপনাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও ধনে মানে কোন অংশেই কম নহে।

জ্ঞা। বউ তখন কি বলিল?

কাদ। বউ তখন যোড়হাত করিয়া বলিল, যামিনী ক্ষমা কর, ঢের হয়েছে, আর না। যামিনী বলিল, আগে বলুন যে আর

কাহারও এরূপ অপমান করিবেন না। বউ বলিল, করিব না, তখন যামিনী বলিল, তবে আমি ক্ষান্ত দিলাম।

জ্ঞা। কাদু, তুমি একথা দ্বারা কি শিক্ষা করিলে, যুক্ত পরিবারে বাস করা ভাল কি মন্দ ?

কাদ। মা, আমার বোধ হয় যামিনী যাহা বলিল, তাহাই ঠিক কথা।

জ্ঞা। তবে আর আমাকে এ কথা জানিয়া শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কেন ?

যামিনী বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছে, আমি আগে জানিতাম না যে, যামিনীর এত বুদ্ধি আছে, তা হবেই তো লেখা পড়া শিক্ষার গুণই এই।

কাদ। মা, যামিনীদিগকে বাঙ্গাল বলে কেন ?

জ্ঞা। পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোকদিগকে এদেশের লোকেরা বাঙ্গাল বলে,কেন যে বলে,তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারি না।

কাদ। বাঙ্গাল অর্থ কি ?

জ্ঞা। বাঙ্গালের প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে বাঙ্গালা দেশে যাহারা বাস করে, তাহারাই বাঙ্গাল। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীগণ সমস্ত বাঙ্গালার লোককেই বাঙ্গাল বলে। কেহ বলে যে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পূর্ব্বে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ পদ্মার দুধারের দেশকে বঙ্গদেশ বলা হইত। সেই হইতে পূর্ব্ব বঙ্গের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলে। কিন্তু এ অঞ্চলের অনেকেই পূর্ব্ব বঙ্গের লোকদিগের প্রতি তুচ্ছার্থে বাঙ্গাল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাঙ্গাল শব্দে অজ্ঞ, অসভ্য বা পশ্চাৎপদ বলিয়া মনে

করেন। আজ কাল কিন্তু আর সে সব অর্থ খাটেনা। কারণ পূর্ব্ব বঙ্গের লোক আজ কাল ধনে মানে বিদ্যা বুদ্ধিতে কোন অংশেই কম নহে,তবু সাধারণ লোকের একটা স্বভাব, বাস্তবিক যামিনী যাহা বলিয়াছে যে, এদেশের লোকের মুখ বড়ই খারাপ, তাহা ঠিক কথা। কাদম্বিনী কখনও লোককে এরূপ মনোকষ্ট দ্বারায় কথা বলিও না, ইহাতে লাভ কিছুই নাই, ফলের মধ্যে বিবাদ ও মনান্তর ঘটে। এ সকল ছোট বেলা হইতে শিক্ষার অভাবেই ঘটে, এই কারণেই এ দেশের লোকের সঙ্গে পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকের পথে ঘাটে সর্ব্বদায়ই অনর্থক বিবাদ ঘটে। এই কারণেই পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক এ অঞ্চলের লোকের সঙ্গে একত্র বাস করিতে রাজী হয় না। ছোটবেলা হইতে শিক্ষার অভাবে যে এই সকল অনর্থ ঘটে,তাহার আর কিছু সন্দেহ আছে কি? ছোটবেলায় নম্রতা, ভদ্রতা ও সৌজন্য শিক্ষা করিলে আর এরূপ হয় না,তাই আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা কখনও কাহাকে মনোকষ্টজনক কথা বলিবে না। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের লোকগণের নিত্য নূতন নূতন বিষয় দেখা ও শিক্ষার অনেক সুবিধা আছে, তোমরা কলিকাতায় যাহা নিত্য দেখ, মফস্বলের লোক তাহা কখনও চক্ষে দেখে না। তাই বলিয়া মফস্বলবাসীকে অসভ্য জঙ্গলী বলিয়া ঘৃণা করা নিতান্ত অর্ব্বাচিনের কার্য্য। যাহা হউক, এ বিষয় ঢের আলোচনা হইল, আর না।

কাদ। তারপর আর কি?

জ্ঞা। তারপর সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা থাকা একটা মহা গুণ।

সহিষ্ণুতা জিনিষটা বড়ই কষ্টকর কিন্তু তাহার ফল বড়ই মধুর, তুমি যখন ঘরের গিন্নী হইবে, তখন তোমাকে নানা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাদের কেহ হয়ত মিথ্যাবাদী, কেহবা ভয়ানক রাগী, কেহবা চোর, কেহবা কলহ-প্রিয়। তুমি যদি নিজ সহিষ্ণুতাগুণে এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগকে বশে রাখিতে না পার, তাহা হইলে চারিদিকে তোমার নিন্দা প্রকাশ হইবে। পরিবার মধ্যে সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ থাকিবে এবং নানা উচ্ছৃঙ্খলভাবে গৃহ পূর্ণ হইবে। এই সকল লোক লইয়া সুখে ঘরকন্না করার এক মহা মন্ত্রই সহিষ্ণুতা ও সকলের প্রতি ভালবাসা দেখান।

কাদ। রাগ হইলে সহিষ্ণুতা আইসে না।

জ্ঞা। সে কথা ঠিক, কিন্তু ধৈর্য্যগুণ শিক্ষার প্রয়োজন। সহসা রাগান্বিত হইয়া তুমি কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি অন্যায় ও কর্কশ ব্যবহার করিলে রাগ থামিয়া গেলে তোমার ভ্রম যখন বুঝিতে পারিবে, তখন আপনা আপনি লজ্জিত হইবে এবং মনে আত্মগ্লানী উপস্থিত হইবে। একথা আগে বলিয়াছি, ইহা অপেক্ষা রাগ প্রকাশের পূর্ব্বে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করা শতগুণে শ্রেয়।

কাদ। বুঝিলাম, তাহার পর?

জ্ঞা। মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করিবে।

কাদ। মিতব্যায়ী কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যাহার যে পরিমাণে আয়, তদনুসারে তাহার কতক অংশ ব্যয় এবং কতক অংশ সঞ্চয় করা উচিত। যে ব্যক্তির এক শত টাকা আয়, সে যদি দেড় শত টাকা ব্যয় করে,

তাহাকে অপব্যয়ী বলে। অপব্যয় করিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়। সে দিনও এ কথা বলিয়াছি।

কাদ। বুঝিলাম। এক শত টাকা যাহার আয়, তাহার কত ব্যয় ও কত সঞ্চয় করা উচিত?

জ্ঞা। তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করা উচিত। তাহা না পারিলে তাহার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা উচিত। এরূপ না করিলে তাহার বিপদে পড়িতে হয়।

হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হইলে বা আয় কমিয়া গেলে অর্থাভাবে নানা কষ্টে পড়িতে হয়। যাহারা ভাল গিন্নী, তাহারা এই সকল হিসাব করিয়া এবং পরিণাম ভাবিয়া চলে। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া গিন্নী গুলা যত আয় হয়, তাহা নানা বাবদে উড়াইয়া দিয়া কেবল নাই নাই খাই খাই রব তুলে। এরূপ গিন্নী যে বাড়ীতে, সে বাড়ীর পুরুষের বড়ই কষ্ট, অতএব কাদু তুমি আমার কথাগুলি বেশ মনে রাখিবে। আর একটী কথা স্মরণ রাখিবে, যেমন আয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় করা দূষণীয়, সেই মত আয় অনুসারে সম্ভবমত ব্যয় না করাও নিন্দনীয়। কারণ অনেকে না খাইয়া, না পরিয়া, উপবাস করিয়া এবং নীচভাবে থাকিয়া নানা অপমান সহ্য করিয়া পয়সা জমা করে। তাহাদের অর্থ কোন কার্য্যেই আইসে না, তাহারা কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া খাটিয়া মরে, কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিতে পারে না। শরীর রক্ষার জন্যই অর্থের প্রয়োজন, অর্থ থাকিতে যদি সেই শরীরই কষ্টভোগ করিল, তবে সে অর্থের প্রয়োজন কি, কৃপণের ধন অন্যের ভাগ্যে ঘটে। অনেক সময় দেখা যায়, সে মরিয়া গেলে তাহার অর্থ অন্যে ভোগ করে, কৃপণকে লোকে কথায় কথায় নিন্দা করে।

কাদ। মা, বড় পরিষ্কার কথাগুলি শিক্ষা করিলাম, তাহার পর ?

জ্ঞা। স্ত্রীলোকের স্বামী গৃহে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে রন্ধন কার্য্যই একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য। যে ভাল রাঁধে, তাহার বড়ই সুখ্যাতি। রাঁধা ভিন্ন পরিবেশন কার্য্যও একটা গুণের মধ্যে গণ্য। পরিবেশন করিবার সময় খুব ছাপ ছাঁপাই ভাবে থাকিবে। পরিধানে যেন কোন ময়লা কাপড় না থাকে। হাত পা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিবেশনের পূর্ব্বে দেখিবে যেন খাদ্য দ্রব্যে কোন মাছি, চুল বা অন্যান্য কোন ঘৃণাজনক দ্রব্য না থাকে। পরিবেশন পাত্রটী যেন পরিষ্কার থাকে। অনেক সময় অসাবধান ভাবে পরিবেশনের দোষে অনেকের খাওয়া নষ্ট হয়। পরিবেশনের সময় আর একটী বিষয়ে সাবধান হইবে। দেখ যেন কোন ভাল দ্রব্য আপন স্বামী পুত্রের বা ভাইয়ের পাতে বেশী না পড়ে। কারণ তাহাতে পক্ষপাতিতা দেখায়। এরূপ করিলে বড় নিন্দার বিষয়, বুঝিলেত ?

কাদ। বুঝিলাম। তারপর ?

জ্ঞা। মোটামুটী সকল কথাই বলেছি, কিন্তু আর দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত দিব।

কাদ। তবে বল।

জ্ঞা। কলিকাতা অঞ্চলের সভ্যতাভিমানের সঙ্গে ২ নব্য স্ত্রী সম্প্রদায়ের এক বিশেষ দোষ ঘটেছে। প্রায় বাড়ীর যুবতী-গণই সর্ব্বদা বেশ বিন্যাশ লইয়া ব্যস্ত। ইঁহারা সংসারের কাজ কামের ধার বড় ধারে না। বাড়ীতে যে বুড়ীরা থাকে, তাহা রাই যেন চিরগোলাম। অনেক বউমারা ভাত খেয়ে থালার

উপর হাত ধুয়ে উঠে চলে যান। তাঁহাদের মুখ ধোয়ার জল-টুকু পর্য্যন্তও শ্বাশুড়ী বা মাকে দিতে হয়। ইহারা সর্ব্বদাই উল ও কাঁটা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। উননের ধারে গেলে গায়ের রং ময়লা হয়, এই প্রকার সভ্যতা পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রী-সমাজে এখনও ঢোকে নাই। এই কারণেই এ দেশের স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্ব-বঙ্গের স্ত্রীলোকগণকে অসভ্য বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে অসভ্য কে, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না, কিন্তু কাদু! তুমি কখনও ওরূপ করিবা না।

কাদ। না মা, কখনও ওরূপ করিব না, তার পর?।

জ্ঞা। আর এক কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি। সেটা সৎ সাহসের পরিচয় দেওয়া।

কাদ। হাঁ সেত বলেছ দাদার সম্বন্ধে, সে বেটাছেলের বেলাই খাটে, মেয়েদের পক্ষে কি কি বিষয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিতে হইবে বল?

জ্ঞা। সৎসাহস প্রকাশ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিয়ম স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই খাটে। তবে বেশীর ভাগে স্ত্রীলোকদিগের কোন সময় এমন বিপদ উপস্থিত হইতে পারে যে, কোন দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা সতীত্ব বা মানের হানি হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে। এরূপ সময় উপস্থিত হইলে কিছু মাত্র ভয় না করিয়া সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। বিপদে ভীত হইলে আত্ম সম্মান রক্ষা হওয়া কষ্টকর।

কাদ। মা দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল স্ত্রীলোকে কি করিয়া আত্ম রক্ষা করিতে পারে।

জ্ঞা। কাদু, এ কথা, বোধ করি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সৎ

প্রবৃত্তি ও সৎসাহস দৃঢ় হইলে, তখন সে স্ত্রীলোক শারীরিক দুর্ব্বল হইলে মনের জোরে আত্মরক্ষা করিতে পারে? মনের জোর থাকিলেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারাই কোন না কোন উপায় আসিয়া জোটে। পৃথিবীতে সকল কার্য্যই বল দ্বারা হয় না। বুদ্ধি দ্বারাই নানা মত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কাদ। মা, তুমি, এমন কোন দৃষ্টান্ত পেয়েছ কি, যাহাতে কেবল বুদ্ধির দ্বারা কোন স্ত্রীলোক দুর্ব্বৃত্তদিগেরহাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে?

জ্ঞা। হাঁ অনেক দৃষ্টান্ত জানি, তোমাকে মাত্র দুইটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিব।

অল্প দিন হইল যশহর জেলায় একটী ঘটনা ঘটে। সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কোন এক দুর্ব্বৃত্ত এক গৃহস্থের যুবতী স্ত্রীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার মানসে নানা উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোকটীর মন টলেনা। একদিন তাহার স্বামী ও অন্যান্য সকলে কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, ঐ দুষ্ট এই সুযোগে বউটীকে খালি বাড়ী পাইয়া তাহার প্রতি অন্যায় প্রস্তাব করে। বউটী তখন নিরুপায়, শূন্য বাড়ী, জোরে ঐ দুষ্ট লোকের সহিত আটিয়া উঠিতে পারিবে না। ইহা জানিয়াও কিছু মাত্র ভীত হইল না। সে আপন সৎসাহসে নির্ভর করিয়া এক বুদ্ধি খাটাইয়া বলিল, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি, কিন্তু একটু সবুর কর, আমি ঘরের ভিতর হইতে আসিতেছি। সেই কথা বলিয়া সে ঘরের ভিতর হইতে এক দা আনিয়া ঘুরাইতে লাগিল, আর বলিল, আয় দেখি তোকে

যমালয় দেই। কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধিতে মত্ত সেই পাষণ্ড তাহাকে ভয় না করিয়া যেমন বউটীকে ধরিতে গেল, অমনি বউটী সংহারকারিণী কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ম্মতির মাথা কাটিয়া ফেলিল। তাহাকে খুনি আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইল। আদালতে বিচার হইল; নিম্ন আদালতে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়, কিন্তু আপীলে সে নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়া মুক্তি পাইল। জজগণ স্থির করিলেন যে, সতীত্ব রক্ষার জন্য নরহত্যা করিলে কোন অপরাধ হয় না। তখন তাহার প্রশংসায় দেশ প্লাবিত হইল। ধন্য সাধ্বী রমণী!

তোমাকে আর একটী সৎসাহসের পরিচয়ের দৃষ্টান্ত দিব।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন ভদ্র ঘরের একটী যুবতী স্ত্রীলোক অল্প বয়স্ক একটী ছেলে কোলে করিয়া কোন আত্মীয়ের বাটীতে যাওয়ার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়, স্ত্রীলোকটী দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনের লোকগুলি প্রায়ই দুর্ব্বৃত্ত হইয়া থাকে। ষ্টেশন-মাষ্টারের চক্ষু ঐ সুন্দরী যুবতীর উপর পড়িল। ষ্টেশন-মাষ্টার নানা কৌশলে ও ছলে ঐ স্ত্রীলোকটীকে টিকিট দিল না। গাড়ী চলিয়া গেল, স্ত্রীলোকটী নিরুপায়। নিকটে অন্য পরিচিত কোন স্থান নাই যে, তথায় যাইবে। ষ্টেসনের লোক তাহাকে বিশ্রামাগারে থাকিতে অনুরোধ করিল। দিবা অবসান হইল, রাত্রি আসিল, স্ত্রীলোকটী ভয়ে কাঁদিতে লাগিল, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রহিল।

রাত্রি যখন অধিক হইয়াছে, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল, এবং দরজা খুলিতে বলিল। স্ত্রীলোক

কখনই দরজা খুলিবে না বলিয়া জেদ করিতে লাগিল, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার নানা ভয় দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী বিরক্ত হইয়া এক বুদ্ধি খাটাইল। সে অবশেষে দরজা খুলিয়া দিতে রাজি হইল। দরজা খুলিয়া দিলে যখন ষ্টেশন-মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন বলিল, তুমি যখন এত আগ্রহ করিতেছ, তখন আমি সম্পূর্ণরূপেই তোমার হাতে, আমার পরিত্রাণের পথ নাই। তুমি একটু ব'স, আমি পাইখানা হইতে আসি। ষ্টেশন-মাষ্টার উহার এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে আট-খানা হইয়া বলিল, বেশ কথা, তুমি যাও। স্ত্রীলোকটী বাহিরে আসিয়া একটু দেরী করিয়া, বাহির হইতে ঘরের দরজাটী বন্ধ করিয়া দিল, বাহিরের শিকল আটকাইয়া চেঁচাইতে লাগিল। ষ্টেশন-মাষ্টার তখন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত গর্জ্জিতে লাগিল, এবং ভয় দেখাইল যে, দা দ্বারা তাহার সন্তানটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।

সে সতী স্ত্রী, কিছুতেই ভয় করিল না, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল, যায় ছেলের প্রাণ যাক্, তবু আপনি কলঙ্কিত হইব না। ভিতরে বদ্ধ কাপুরুষের কি এমন সাহস হয় যে, তাহার ছেলের গায়ে আঘাত করে। ইতি মধ্যে নানা লোক ও পুলীশ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করিল।

কেমন কাছু, এখন বুঝিলে, সৎসাহস কাহাকে বলে, এবং কি করিয়া সৎসাহস প্রকাশ করিতে হয়? দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ে অভিভূত হইয়া যদি স্ত্রীলোক দুইটী আত্মহারা হইত, তাহা হইলে চিরকালের জন্য তাহাদের জীবন কলঙ্কিত হইয়া যাইত।

কাদ। মা, তোমার দৃষ্টান্তের ঘটনাগুলি শুনিয়া প্রাণ মন শিহরিয়া উঠিল। তোমার দৃষ্টান্তের প্রতি কথা আমার মনে গাঁথা রহিল। আমি কখনই এই কথাগুলি ভুলিব না।

জ্ঞা। বোধ করি স্থূল ও প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলা হইয়াছে। যাহা ২ বলিয়াছি, তাহা তোমার মনে আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিব।

কাদ। আচ্ছা কর।

জ্ঞা। (১) বায়ুর সঙ্গে শরীরের কি সম্বন্ধ?

কাদ। বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে এবং অবিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা শরীর রুগ্ন হয়।

জ্ঞ। (২) গ্যাস কাহাকে বলে? কোন গ্যাস্ অনিষ্টকর?

কাদ। বাষ্পাকারে তরল দ্রব্যকে গ্যাস বলে। ম্যালেরিয়া নামক গ্যাস ও অন্যান্য গলিত বস্তু হইতে উত্থিত গ্যাস অনিষ্টকারক।

জ্ঞা। (৩) মশা কয় প্রকার? মশা দ্বারা আমাদের কি অপকার হয়? মশা নিপাতের উপায় কি? কোন্ প্রকার মশা অনিষ্টকারক?

কাদ। মশা প্রধানতঃ দুই প্রকার। মশা দ্বারা ম্যালেরিয়ার কীটাণু রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া সুস্থ ব্যক্তিকে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত করে। নিকটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধ জল না থাকিলে মশা উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার বদ্ধ জলের উপর কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিলে, মশা উৎপন্ন হইতে পারে না। এনোফেলাশ জাতীয় মশা আমাদিগের অনিষ্ট করে।

জ্ঞা। ঠিক কথা।

(৪) ম্যালেরিয়া দ্বারা কি অনিষ্ট হয় ?

কাদ। ম্যালেরিয়া দ্বারা জ্বর হয়, প্লীহা ও যকৃত্‍ বৃদ্ধি হয়, এবং ইহা দ্বারা লোকের প্রাণ নাশ হইতে পারে।

জ্ঞা। (৫) শারীরিক স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা করিবে ?

কাদ। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিব। হাত মুখ ধুইয়া গৃহকার্য্যে মনযোগ দিব। বাড়ী ঘর ছাপ ছাপাই আছে কি না, দেখিব। মল মূত্রের গন্ধ থাকিলে তাহার প্রতিকার করিব। গৃহকার্য্য নিজে যাহার করিতে না হয়, তাহার অঙ্গ চালনা দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত।

জ্ঞা। (৬) স্ত্রী-জীবনের প্রথম ভাগে কি কি শিক্ষা করা উচিত ?

কাদ। সে ত অনেক কথা বলিয়াছ মা, বোধ করি সব কথা বলিতে পারিব না। যাহা হউক, যতদূর পারি বলি।

(১) গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা করিব।

(২) কু-চরিত্র বালক বালিকাগণের সঙ্গে কখনও মিশিব না।

(৩) কেহ উপকার করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

(৪) আপনার ভাই ভগ্নিদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিব।

(৫) লেখা পড়া শিক্ষা করিব এবং নানা প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কার্য্য শিক্ষা করিব।

(৬) জল বায়ুর দোষগুণ এবং খাদ্য দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় শিক্ষা করিব।

(৭) সর্ব্বদা সত্য কথা বলিব।

(৮) কোন অপরাধ করিলে মিথ্যা কথা দ্বারা তাহা ছাপা-ইতে চেষ্টা করিব না।

(৯) রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করিব।

(১০) সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিব।

আরো অনেক আছে, সকল কথা ভাল করিয়া মনে নাই।

জ্ঞা। আচ্ছা সুধীর, বলত তোমার কিছু মনে আছে কি না?

সু। (১১) প্রতিবাসীর বাড়ীতে কোন কাজ কর্ম্ম হইলে তাহা মনযোগ দিয়া করা উচিত।

(১২) কাহারো প্রতি কটু কথা বা অশ্লীল কথা বলা উচিত নয়।

(১৩) সর্ব্বদা আত্ম-সুখে রত থাকা উচিত নয়।

জ্ঞা। বেশ, মোটামোটী যাহা বলিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। এই সকল মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই ভাল।

আচ্ছা স্ত্রী-জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কি কি কর্ত্তব্য বল দেখি?

কাদ। (১) শ্বশুর শ্বাশুড়ীগণকে ভক্তি করিতে হইবে।

(২) ভাসুর ও দেবরদিগকে ভক্তি ও যত্ন করিতে হইবে।

(৩) চাকর চাকরাণীগণকে ভালবাসিতে, তাহাদের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলিতে ও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) সৎসাহসের পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহা দেখাইতে ভীত হওয়া উচিত নয়।

(৬) সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা দেখাইতে হইবে।

আর মনে নাই মা।

জ্ঞা। কেন কাদম্বিনী তুমি দ্বিতীয় জীবনের এক সর্ব্ব প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখিতে ভুলিয়াছ ?

কাদ। (ঈষৎ হাসিয়া) না মা, আর নাই।

সু। মা, স্বামীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইতে হয়, তাহা কাদু বলে নাই।

জ্ঞা। হাঁ, তাহা আমি বুঝেছি, কাদুর বুঝি সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ হইয়াছে। সুধীর ত বেশ মনে রেখেছ।

আমি বোধ করি আজকার মত ক্ষান্ত দিলেই ভাল হয়।

কাদ। মা, স্ত্রী-জীবনের তৃতীয় ভাগে কি কি করা উচিত, তাহা তুমি বলিতে ভুলিয়াছ।

জ্ঞা। হাঁ কাদম্বিনী, নানা কথায় কথায় সে কথা বলিতে ভুল হইয়াছে! কিন্তু স্ত্রী-জীবনের তৃতীয় ভাগে আর বেশী কিছু বলিবার নাই। দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন।

তুমি যখন প্রাচীন দলের মধ্যে ভুক্ত হইবে, তোমার পুত্রবধূদিগের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদিগকে সর্ব্বদা সুশিক্ষা দিবে। কেহ কোন অনিয়ম করিলে বা অনিষ্ট করিলে, তাহাদিগকে মিষ্ট ভাষায় শাসন করিবে। তাহাদিগের মা, বাপ ও ভাই তুলিয়া কখনও গালি দিবে না। তোমার নিকট তাহাদের পদে পদে দোষ হওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্য প্রতি দোষের কথা পুরুষগণের কাণে দিয়া তাহাকে সকলের বিরাগভাজন করিবে না। তুমি সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিলে তোমাকে কেহ মান্য করিবে না।

পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে সমভাবে দেখিবে, তাহাদের আহারের বিষয়ে যত্ন করিবে। তুমি তাহাদের প্রতি কু-ব্যবহার করিলে,

তোমায় শেষকালে বা অসময়ে তাহারা তোমার কু-ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবে। তোমার পুত্র-কন্যা ও পুত্রবধূগণ ক্রমে বড় হইয়া গৃহস্থালীর ভার লইবার উপযুক্ত হইলে, তুমি অবসর গ্রহণ করিবে এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম কার্য্যে দিন কাটাইতে চেষ্টা করিবে। এই সকল যদি করিতে পার, তবে তোমার জীবন সার্থক হইবে।

কাদ। হাঁ মা, শেষের কথা কয়েকটী বড় প্রয়োজনীয়। বিশেষ করিয়া মনে রাখিব।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(স্ত্রী জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটী কথা, গর্ভিনীর চিকিৎসা এবং শিশু পালন ও চিকিৎসা। মাতা জ্ঞানবালা ও কন্যা কাদম্বিনীর কথোপকথন।)

জ্ঞা। কাদম্বিনী, আজ আরো গুটী কতক কথা তোমাকে বলিয়া রাখিব, তাহা পরিণামে বড় কাজে লাগিবে।

কাদ। এত দিন যাবত কত বলিতেছ, তবু তোমার প্রয়োজনীয় কথা ফুরায় না। এত কি আর মনে রাখা যায়? কি বল্‌বে বল দেখি।

জ্ঞা। কেন কাদ! তুমি বুঝি চট্‌লে? শিক্ষার কি অন্ত আছে? আমার যত কথা বলিবার ছিল, তাহার চারি ভাগের এক ভাগও বলি নাই। সকল কথা সংক্ষেপে সারিয়াছি। আর যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা যদি না বলি, তবে আমার

সন্তান-শিক্ষা অঙ্গহীন রহিবে। তাই বলি, কথা গুলি মনে রেখ।

জ্ঞা। দেখ স্ত্রী জীবনে বড়ই এক সঙ্কটাপন্ন কাল আছে, তাহা গর্ভ ধারণ কাল হইতে সন্তান প্রসব ও তৎপরবর্ত্তী প্রায় এক মাস কাল পর্য্যন্ত।

কাদ। কেন, এ কালে সঙ্কট কি? কত লোক দেখি, কাহারো কোন সঙ্কট ত দেখি না।

জ্ঞা। তাইত, তুমি এখন ছেলে মানুষ আর বুঝবে কি, যাহারা সঙ্কটে পড়ে, তাহারাই বোঝে।

জ্ঞা। প্রধানতঃ তিনটী কারণে গর্ভাবস্থাকে সঙ্কট মনে করা হয়।

১। গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

২। প্রসব কালে অনেকের জীবন সংশয় হয়।

৩। প্রসবান্তে নানা দুরারোগ্য কুৎসিৎ ব্যাধি জন্মিতে পারে।

কাদ। গর্ভাবস্থায় কি কি পীড়া হয়?

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে বমন, অজীর্ণ, মুখ দিয়া জল উঠা, কোষ্ঠ বন্ধ, মুত্রকৃচ্ছ, হিষ্টিরিয়া, শোথ রোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো বায়ু রোগ হইয়া থাকে।

কাদ। প্রসব কালে কি সঙ্কট?

জ্ঞা। কেহ কেহ প্রসব হইলে অনেক কষ্ট পায়। কাহারো বা প্রাণ সংশয় হয়। কেহ বা প্রসব না হওয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আবার কেহ বা প্রাণে বাঁচিয়াও জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

কাদ। ঠিক, মা তুমি যে রকম বল্লে, তাহাত প্রায়ই দেখা যায় না, সে দিন ঘোষেদের বউয়ের ছেলে হ'ল, তাহা কেহ জানতেও পারল না।

জ্ঞা। সকলেরই যে ঐ রকম হয়, তাহা আমি বলি নাই। সকলের ঐ প্রকার হ'লে কি আর সৃষ্টি চলিতে পারে? তবে অনেকের ঐ দশা হইয়া থাকে।

কাদ। মা, সকলেই এক স্ত্রীলোক, কাহারো বা সহজে হয় কেন, কাহারো বা অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয় কেন? আবার কেহ বা মৃত্যুমুখে পড়ে কেন?

জ্ঞান। তুমি যেমন ছেলে মানুষ, সেই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আচ্ছা তাহার উত্তর আমি দিতেছি।

প্রথমতঃ দেখ, সকল লোক এক প্রকার নহে। আমি বোধ করি—পৃথিবীতে যত জন লোক, তত আকৃতির ও প্রকৃতির। তাহাদের আয়তন, শরীরের গঠন, মনের ভাব স্বতন্ত্র২ প্রকার। যে স্ত্রীলোকের বস্তি-কোটরের আয়তন সুগঠিত ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং যাহার গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক আয়তনের ও নিয়মিত অবস্থায় থাকে, তাহার প্রসব হ'তে বড় কষ্ট হয় না। কাহারো কাহারো এমনও দেখা যায় যে, সামান্য একটু বেদনা হওয়া মাত্রই অক্লেশে প্রসব হয়। অনেকে সেরে ঘরেও যেতে পারে না এবং কোন ধাইকেও ডাকৃতে হয় না। যাহার ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ বস্তি-কোটরের আয়তন অনুসারে সন্তানের আয়তন বড় হয়, জরায়ুর মুখ না খোলে, কিম্বা ছেলের নাড়ী গলায় জড়াইয়া থাকে বা নিম্ন দিকে থাকে, অথবা ছেলে এড়ো ভাবে থাকে, তাহা হলে প্রসব হতে পোয়াতির

বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে প্রসবের ব্যাঘাত হয় না। যাহার বস্তি-কোটরের অস্থি বক্র বা বিকৃত, অথবা বস্তি-কোটরের অর্ব্বুদ থাকিলে, প্রসব-দ্বারের সংকীর্ণতা থাকিলে, জরায়ুর বাহিরে গর্ভসঞ্চার হইলে, প্রসব হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রসব হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটী মারা যায়।

কাদ। বস্তি-কোটর কাহাকে বলে?

জ্ঞা। তলপেটের নিম্নাংশকে বস্তি-কোটর বলে, তুমি মোটামুটী এই কথাটী মনে রেখ। বস্তি-কোটরের বিবরণ নিশ্চয় জানিবার দরকার নাই। পাছার বা নিতম্বের হাড়ের দ্বারা বস্তি-কোটর প্রস্তুত হয়।

কাদ। জরায়ু কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যে থলীর মধ্যে সন্তান থাকে, তাহাকে জরায়ু বলে।

কাদ। জরায়ুর মুখ কাহারো সহজে খোলে, কাহারো কষ্টে খোলে, তাহার কারণ কি?

জ্ঞা। শারীরিক কোন কোন অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে ঐ রকম ঘটে।

কাদ। জরায়ুর বাহিরে গর্ভসঞ্চারের কারণ-কি? কি প্রকারেই বা ঘটে?

জ্ঞা। একথার উত্তর আমি তোমাকে দিব না, তুমি—এই মাত্র এই কথাটী মনে রাখিবে যে, জরায়ুর বাহিরেও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে?

কাদ। প্রসবকালে আবার সঙ্কট কি?

জ্ঞা। প্রসবকালে সঙ্কট আছে—তাহা প্রায়ই আনাড়ী ধাইয়ের দোষে হয়।

কাদ। সে কি?

জ্ঞা। আ-নাড়ী ধাই হয়ত ছেলে কি অবস্থায় জরায়ুর মধ্যে থাকে, তাহা না বুঝিয়া বা জানিয়া, জোরে টানিয়া ছেলে প্রসব করাইতে চেষ্টা করে। তাহাতে কখন২ হয়ত জরায়ুর বা সন্তানের নাড়ী বাহির হইয়া পড়ে, কখন বা প্রসব-দ্বার এমন ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, আহা আর এ জন্মে সারে না। যাহাদের প্রসবকালে এই প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের জিবন্মৃত্যু সমান। তাহারা কতই শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পায়, তাহা বলা যায় না! ইহা ভিন্ন আর কত ছোট খাট বিপদ ঘটে, তাহা বলা যায় না।

কাদ। মা, বুঝিলাম, প্রসবকাল কি ভয়ানক। প্রসবান্তে কি কি দুর্ঘটনা ঘটে?

জ্ঞান। কাহারো২ ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, আবার কাহারো কাহারো ফুল আট্‌কিয়া গিয়া নানা দুর্গতি হয়। অনেকের কু-চিকিৎসার দোষে নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাধি জন্মিতে পারে। কাহারও মূর্চ্ছা, মৃগী, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা যায়। সচরাচর প্রায়ই উদরাময়,আমাশয়, জ্বর,স্তনে ব্রণ প্রভৃতি রোগ ভোগ করে, ইত্যাদি। কাদম্বিনী এখন বুঝলে,স্ত্রীলোকের জীবনে কি সঙ্কট?

কাদ। মা, এ সকল কথা শুনে বড় ভয় হয়, পরমেশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে কেন এত কষ্টের ভাগিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?

জ্ঞা। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনিই জানেন, অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে।

কা। গর্ভাবস্থায় বিপদের কথা কতক বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিয়া প্রসব করাইতে হয়, তাহা বল।

জ্ঞা। কাদু—যে কথা তোমাকে বল্লে তুমি বুঝিবে না, এবং তাহা এখন তোমার কোন কার্য্যে ও আসিবে না, যখন তোমার উপযুক্ত সময় হবে, তখন তুমি যদু বাবুর ধাত্রী শিক্ষা খানা বেশ করিয়া পড়িলে সকল প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারিবে। আর সে সমস্ত কথা তোমাকে বলিতে গেলে আর একখানি পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি হইবে। তোমাকে সংক্ষেপে দু চার কথা বলিবার জন্যই এই কথা উল্লেখ করিয়াছি। নচেৎ ইহা বলিতাম না।

কাদ। মা, তবে কি তোমার কথা এই পর্য্যন্ত শেষ হ'ল।

জ্ঞা। না, আরো কিছু বলিবার আছে।

কাদ। কি ?

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় কি নিয়মে চলিতে হয়, এবং কি নিয়মে সন্তান পালন করিতে হয়, সেই সম্বন্ধে দু চার কথা সংক্ষেপে বলিব।

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় অতি সাবধানে ও নিয়ম মত থাকা দরকার।

কা। কি প্রকার সাবধানে ও নিয়ম মত থাকিতে হইবে ?

জ্ঞা। পূর্ব্বে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার কথা বলিয়াছি। সেই নিয়ম গর্ভস্থ অবস্থায় বিশেষ ভাবে পালন করা উচিত।

কাদ। কেন ?

জ্ঞা। তাহার কারণ এই যে, নিজের শরীর সুস্থ থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর শরীরও ভাল থাকে। নিজে পীড়িত

হইলে শিশুটীও পীড়িত হয়। কারণ মায়ের রক্তে সন্তান প্রতিপালিত হয়।

কাদ। মায়ের শরীর অসুস্থ থাকিলে যে গর্ভস্থ শিশুর শরীর রোগা হয়, তাহার প্রমাণ কি ?

জ্ঞা। তাহার প্রমাণ এই দেখা যায়, যে প্রসূতি গর্ভাবস্থায় বহুদিন যাবৎ নানা রোগ ভোগ করে, তাহার সন্তান হয়তঃ গর্ভেই নষ্ট হইয়া যায়, কখনও মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হয়, আবার কখনও দুর্ব্বল কৃশ জীবিত সন্তান প্রসব হয়, কিন্তু তাহাও কিছু দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তোমরা এই কয়েকটী কথা বেশ মনে রাখিবে, যখনই দেখিবে যে, কোন স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত হয়, বা মৃত সন্তান প্রসূত হয়, অথবা ক্ষীণ, কৃশ,দুর্ব্বল সন্তান হয়,কিম্বা নব প্রসূত ছেলেটীর নাকের মধ্যে বা গুহ্যদ্বারে ঘা, তাহার গায়ের চামড়া ঢিলা, মাথার চুল পাতলা, দেখিতে পাও, তখনই মনে করিবে যে, ঐ ছেলেটীর মা বাপের কোন গুরুতর ব্যাধি থাকার সম্ভব। তাহার মধ্যে গরমী প্রভৃতি ব্যাধির জন্যই সন্তানের পরিণাম ঐ প্রকার ঘটে। অনেক সময় দেখা যায়, পিতা মাতার কুষ্ঠ, যক্ষা কাশ, হাঁপি কাশ, গণ্ড-মালা প্রভৃতি রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তানদিগেরও ঐ ব্যাধি হইতে দেখা যায়। সেইজন্য বলি, গর্ভাবস্থায় কোন রোগ থাকিলে, যত্ন পূর্ব্বক ও সাবধানে তাহার চিকিৎসা করা উচিত, ঔষধ রীতিমত সেবন করা উচিত। পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে। মুক্ত বায়ুতে অঙ্গ চালনা করিবে। কোন প্রকার মানসিক কষ্ট যাহাতে না থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে। কারণ মনের সঙ্গে শরীরের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অনিয়মিত সময়ে ও অপরিমাণে

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। উচ্চ নীচু হইতে ওঠা নামা খুব সাবধানে করিবে, কোন প্রকার লম্প ঝম্প দিবে না। নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিলে সুস্থ ছেলে হয় এবং সহজে প্রসব হয়। এখন বুঝলে কাদু, পোয়াতির রোগ হইলে ছেলের রোগ হয় কিনা?

কাদ। হাঁ বুঝলেম। মা তুমি বলিলে যে, গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে পোয়াতিকে ঔষধ খাওয়াইবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই পোয়াতিকে ঔষধ খাওয়াইতে দিতে চায় না। তাহার কারণ কি?

জ্ঞা। তাহার অন্য কোন কারণ নাই, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাই ইহার কারণ।

কাদ। কবিরাজেরাও কি অজ্ঞ?

জ্ঞা। অন্ততঃ এবিষয়ে ত।

কাদ। কেন এবিষয়ে প্রাচীন কবিরাজি শাস্ত্রে কি কোন ব্যবস্থা নাই?

জ্ঞা। বলিতে পারি না, ব্যবস্থা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার চর্চ্চা বড়ই কম। একথা সত্য যে, আজ কাল বড় বড় সহরে দুই চারি জন কবিরাজ প্রাচীন গ্রন্থাদি নিয়মিতরূপে পড়িয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে যশঃ লাভ করিয়াছেন। কেহ বা ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া পুনরায় কবিরাজি শিক্ষা করত দুই শাস্ত্রের মিলিত চিকিৎসা দ্বারায় নাম জাঁকাইয়াছেন, কিন্তু ধরিতে গেলে লোক সংখ্যা ও রোগীর তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। কারণ মফঃস্বলে অশিক্ষিত ও হাতুড়ে কবিরাজের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন যা

বাকি নাই। যাহার খুসী দুচার দশটা ব্যবস্থা মুখস্থ করিয়া পাঁচ সাতটা মুষ্টিযোগ শিক্ষা করিয়াই কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই সকল লোক সাক্ষাৎ যমস্বরূপ। কত গরীব ও মূর্খ লোক এই সকল জমের হাতে নিহত হয়, তাহা বলা যায় না। দেখ আজ কত শত বৎসর হইল নিদান, সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল, কিন্তু সেই গ্রন্থ সকল আজও অভ্রান্ত বলিয়া লোকের অটল বিশ্বাস। তাহার কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা কাহারো হইল না। ইহার দুই কারণ আছে। প্রথম কারণ, লোকের জড়তা ও উদ্যমশিলতার অভাব। দ্বিতীয় কারণ, কুসংস্কার। কেবল কুসংস্কারের দোষে দেশ মাটী হইল।

কাদ। কুসংস্কার কেন?

জ্ঞা। কুসংস্কার কেন বলি? লোকে বিশ্বাস করে, প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয়। এই ভুল বশতই দেশের সমস্ত উন্নতির মূলে ছাই পড়িয়াছে। দেখ, যে সময় নিদান প্রভৃতি শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন বোধ করি, ইংরেজ জাতির নাম গন্ধও ছিল না। ইংরেজ জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই জাতি নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, উদ্যম ও উৎসাহ গুণে আজ জগতে এক অদ্বিতীয় জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। ইংরেজ জাতি যদি আমাদের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন হইত, তাহা হইলে কি আমরা ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্রের এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় চক্ষে দেখিতে পাইতাম?

ধাত্রী-বিদ্যা ও অস্ত্র-চিকিৎসায় আমাদের কবিরাজেরা একেবারেই অজ্ঞ। আমাদের কবিরাজেরা কুসংস্কারপন্ন না হইলে, আজ দুই শত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজ এদেশে আসিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে বিদেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রে যাহা যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা গ্রহণ করিয়া আপন শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। তাহা হইলে দেশের এক বিশেষ অভাব দূর হইত। কোন ঔষধের প্রকৃত গুণ ভাল করিয়া না জানার জন্যই কবিরাজেরা গর্ব্ভিণীকে কোন ঔষধ খাওয়াইতে সাহস পায় না। ফলতঃ গর্ভাবস্থায় ঔষধ খাওয়ানও বড় সোজা ব্যাপার নহে। গর্ব্ভিণীকে ডাক্তারেরা অতি সাবধানে ও অতি অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এত সাবধান হইলেও কোন কোন অজ্ঞ ডাক্তারের হাতে সময় সময় অনিষ্টও হইয়া থাকে। একথা সত্য, বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরাম হয়। কবিরাজদের তৈলযুক্ত ঔষধগুলি খুব ভাল।

কাদ। কেন, অন্য কোন ঔষধ কি ভাল নহে ?

জ্ঞা। রীতিমত প্রস্তুত করিতে পারিলে আরো অনেক ভাল ঔষধ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক কবিরাজ ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সকল নিয়মিতরূপে প্রস্তুত করিতে পারে না।

গর্ব্ভিণীর চিকিৎসা।

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় প্রায় সচরাচরই কোষ্টবদ্ধ থাকে। গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার উগ্র জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কাদ। উগ্র জোলাপ কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। উগ্র জোলাপ তাহাকে বলে, যাহা খাইলে ভয়ানক ভেদ হয়, পেটবেদনা হয়, এবং যাহা দ্বারা রোগী কাতর হয়।

কাদ। উগ্র জোলাপ দিলে কি হয়?

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় উগ্র জোলাপ দিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে।

কাদ। তবে কোষ্টবদ্ধ হইলে কি করিবে?

জ্ঞা। কোষ্ট বদ্ধ হইলে যদি সহজে কোষ্ট পরিষ্কার না হয়, তবে পাকা পেপে পোয়াতিকে খাইতে দিবে। পাকা পেপে খাইলে বেশ কোষ্ট পরিষ্কার হয়।

কাদ। তাহাতে যদি না হয়, তবে কি করিবে?

জ্ঞা। কিছু গরম দুধ খাইতে দিলেও অনেক সময় কোষ্ট পরিষ্কার হয়।

কাদ। তাহাতেও যদি না হয়?

জ্ঞা। তাহাতে না হইলে, আর এক উপায় আছে। আধ সের কি তিন পোয়া জলে ভাল সাবান গুলিয়া এবং তাহার সঙ্গে তোলা দুই রেঁড়ীর তেল মিলাইয়া পিচকারী করিলে প্রায় তৎক্ষণাৎ বাহ্যে হইতে পারে। এ ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ ও সহজ।

কাদ। কি প্রকার পিচকারী ব্যবহার করা যাইতে পারে?

জ্ঞা। রবারের এক প্রকার পিচকারী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই প্রকার পিচকারী এক একটি প্রত্যেক ঘরেই রাখা উচিত। ইহার দামও বেশী নহে। দুই টাকা আড়াই টাকা হইলেই ইহার একটা পাওয়া যায়। ইহা

যে কেবল কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্যই দরকার হয়,তাহা নহে, স্ত্রীলোকের অন্যান্য কোন ২ পীড়ায়ও বিশেষ প্রয়োজন লাগে।

কাদ। যে স্থানে ঐ প্রকার পিচকারী পাওয়া না যায়, সে স্থানে কি করিবে?

জ্ঞা। সে স্থানে বড় কোন কাচের পিচকারী ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাও না পাইলে,কোন ডাক্তারখানার সাহায্য লইবে।

কাদ। কাচের পিচকারিতে আর কতটুকু জল ধরে? তাহাতে বড়ই অসুবিধা হইবে।

জ্ঞা। হাঁ তাহাতে অসুবিধা হয় বয় কি? তবে তোমাকে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, বেশ মনে রাখিবে, ছোট একটা কাচের পিচকারীর মধ্যে দেড় কি দুই তোলা গ্লিসিরিণ পূরিয়া তাহা পিচকারী রূপে ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এই ঔষধের এইরূপ ব্যবহার নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে কোন কষ্ট হয় না। রোগী কিছুমাত্র টের পায় না। জল দ্বারা পিচকারী করার এক দোষ আছে। রোগীর অবস্থানুসারে কখন কখন জল নির্গত হয় না। তাহাতে কতকটা অসুবিধা হয়।

কাদ। মা শেষের এই ঔষধটী ত বড় ভাল, গ্লিসিরিণ কোথায় পাওয়া যায়? তাহা দেখিতে কেমন?

জ্ঞা। গ্লিসিরিণ বর্ণহীন তরল দ্রব্য, প্রায় মধুর মত কতকটা মিঠা, এবং ইহা সকল ডাক্তারখানাতে ও বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। এ সকল না পাওয়া গেলে, অল্প মাত্রায় অর্থাৎ ১॥ কি ২ তোলা রেড়ীর তেল খাইতে দিতে পারা যায়।

কাদ। তাহার পর?

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় প্রস্রাব অতি কম হয়। প্রস্রাব নিয়মিত রূপ না হওয়ায় অনেকের অসুখ হয়।

কাদ। গর্ভাবস্থায় প্রস্রাব বেশী হওয়ার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে?

জ্ঞা। যদি নিতান্ত অসুখ হয়, তাহা হইলে দুধের সহিত জল মিশাইয়া চিনির সঙ্গে সরবত করিয়া পান করিলে, বেশ খোলসা প্রস্রাব হয়?

কাদ। তাহাতেও যদি প্রস্রাব না হয়?

জ্ঞা। তাহা হইলে, দুই তিন রতি পরিমাণে সোরা আধ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া দিনে দুই তিন বার খাইলে বেশ প্রস্রাব হইতে পারে। তাহাতে না হইলে, ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তাহার পর, জ্বরের চিকিৎসা। গর্ভাবস্থায় সামান্য জ্বর হইলে তাহার কোন চিকিৎসা না করিয়া বরং স্বভাবের উপর নির্ভর করাই ভাল, কিন্তু খুব বেশী জ্বর হইলে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ গর্ভাবস্থায় শক্ত জ্বর হইলে গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভাবনা হয়। সবিরাম জ্বরে অল্প মাত্রায় কুইনাইন দিনে দুই তিন বার দিলে সহজেই আরাম হইয়া যায়।

কাদ। সবিরাম জ্বর কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া গা ঠাণ্ডা হইয়া পুনরায় আইসে, সেই জ্বরকে সবিরাম জ্বর বলে। আর যে জ্বর মোটেই বিচ্ছেদ হয় না, তাহাকে অবিরাম জ্বর বলে। এই অবিরাম জ্বরে নানা

উপসর্গ হইলেই তাহাকে জ্বরবিকার বলে। অতএব উপসর্গ-যুক্ত অবিরাম জ্বর হইলেই বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার বা ভাল কবিরাজ ডাকা দরকার।

কাদ। মা, তুমি গর্ব্বিণীকে কুইনাইন খাওয়াইতে বলিলে, কিন্তু কুইনাইনের অনেক দোষ, কুইনাইন খাইলে জ্বর আটকাইয়া যায়। ধাত খারাপ হয়, এবং কুইনাইনের ধাতুতে অন্য কোন ঔষধ বড় ধরে না, ইত্যাদি। ইহা কি সত্য ?

জ্ঞা। এ সমস্তই মিথ্যা কথা। আমাদের দেশে কতকগুলি কুইনাইন-বিদ্বেষী লোক আছে, তাঁহারাই এই সকল দুর্নাম রটায়। ফলতঃ কুইনাইনের মত জ্বরের অব্যর্থ দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। কুইনাইনের অনেকগুলি মহৎ গুণ আছে। লোকে তাহা না বুঝিতে পারিয়া, বা কুইনাইনের ব্যবহার না জানিয়া, এই সকল ভ্রমে পতিত হয়।

কাদ। কুইনাইনের গুণ কি ?

জ্ঞা। কুইনাইন বলকারক, পর্য্যায়-নিবারক, পচন-নিবারক, ম্যালেরিয়ার বিষ-নাশক।

কাদ। পর্য্যায়-নিবারক কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। পর্য্যায় অর্থ পালা, অর্থাৎ যে ব্যাধির আক্রমণ দিনে একবার বা দুইবার, বা এক এক দিন বাদে বা দুই দিন পরে একবার আইসে, তাহাকে পালা বা পর্য্যায় বলে। কুইনাইনের দ্বারা এই পর্য্যায় নিবারণ হয়।

কাদ। কোন্ ২ পীড়া পর্য্যায় ক্রমে হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাও।

জ্ঞা। নানা প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, যথা পালা জ্বর, অবিরাম

জ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, দৈকালীন জ্বর, এবং নানা প্রকার স্নায়ুপূর্ণ ও শিরশূল, পর্য্যায় ক্রমে হইয়া থাকে।

কাদ। শিরশূলেও কি কুইনাইন উপকারী?

জ্ঞা। কোন ২ শিরশূল রোগে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া-ঘটিত শিরশূল রোগে কুইনাইন অতি ফলদায়ক।

কাদ। পর্য্যায় নিবারণার্থ কি পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে?

জ্ঞা। গর্ব্ভিণীদিগের বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিলে কোন ২ স্থলে গর্ভস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। স্বাভাবিক লোকের পূর্ণ বয়সে সচরাচর পাঁচ রতি হইতে দশ রতি বা তাহা বেশী মাত্রায় প্রতিদিন দেওয়া যাইতে পারে। স্থল বিশেষে, এবং অল্প মাত্রায় কার্য্য না হইলে, কখন কখন ডাক্তারেরা ৮।১০ রতি একবারে দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এক বিশ্বাস আছে যে, জ্বর সত্ত্বে কুইনাইন দিলে জ্বর আটকাইয়া যায়, সেটা ভুল। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া-ঘটিত জ্বরে, বিজ্বর অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলে অপর কোন ঔষধের সাহায্য বিনা মাত্র এক কুইনাইন দ্বারাই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

বিচক্ষণ ডাক্তার ঢাকার মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রম্বী সাহেব কোন বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে এ দেশেস্থ ডাক্তারগণের নিকট এই কথা বলিয়া যাইতে চাহেন যে, যখনই কোন জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়া বুঝিতে পারিবে,তখনই আর বিলম্ব না করিয়া, অর্থাৎ বিচ্ছেদের অপেক্ষা না করিয়া,নিয়মিত রূপে জ্বরে বিজ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করিবেন। প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরেও কুই-

নাইন দ্বারা জ্বর বিচ্ছেদ করান যায়। তিনি ২৪ ঘণ্টায় ৯০ গ্রেণ অর্থাৎ ৪৫ রতি কুইনাইনও ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া নামক এক প্রকার বিষাক্ত কীটাণু মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া এই জ্বর উৎপন্ন করে। এবং এই ম্যালেরিয়া-কীটাণু-নাশক কুইনাইন ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কুইনাইনের পরেই আর্সেনিক বা শেকো-বিষ-ঘটিত ঔষধ। ইহাও ম্যালেরিয়া-নাশক বটে।

অতি অল্প মাত্রায় অর্থাৎ অর্দ্ধ বা সিকি রতি মাত্রায় কুইনাইন দিনে দুই তিন বার ব্যবহার করিলে বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এখন দেখ কাদু, এক কুইনাইনের কত গুণ।

কাদ। কুইনাইনের এত গুণ থাকিতে তবে লোকে ইহাকে এত নিন্দা ও ঘৃণা করে কেন?

জ্ঞা। তুমি জানিবে, যাহাদের স্বার্থের হানি হয়, তাহারাই কুইনাইনকে নিন্দা করে। আমাদের দেশের কবিরাজেরা দেখেন যে, লোকের জ্বর হইলেই দুই চারি আনার কুইনাইন খাইয়া জ্বর আরাম করে। যে রোগীর চিকিৎসা করিতে কবিরাজ ডাকিতে হইলে ন্যূন কল্পেও দু চারিটী টাকা খরচ করিতে হইত, তাহার চিকিৎসা করিতে আর কবিরাজের প্রয়োজন হয় না। স্বার্থের হানি হওয়ায়, এই জন্যই, কুইনাইনের এত নিন্দা। ডাক্তারেরা কখনই কুইনাইনকে নিন্দা করিতে পারেন না। আবার পসার বৃদ্ধির জন্য কোন কোন পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন-দাতাও তাঁহার বিজ্ঞাপনে কুইনাইনের অপবাদ দিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহাদের প্রায়

সকলের বিজ্ঞাপনেই লেখা আছে "কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর ইত্যাদি আরাম হয়।" কিন্তু যাঁহারা এইরূপ কুইনাইনকে অপবাদ দিয়া লোক ভুলাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই ঔষধের মধ্যেই কুইনাইন যোগ করিয়া দিয়া, তাঁহারা জ্বর প্লীহা চিকিৎসায় বাহাদুরী লইয়া থাকেন। আমি বোধ করি, জ্বর প্লীহার যত রকম পেটেণ্ট আছে, তাহাদের প্রায়টিই কুইনাইন দ্বারা প্রস্তুত। ডিঃ গুপ্তের "ফলেন-পরিচীয়তেই" বল, বিজয়া-বটিকাই বল, আর সুধা-সিন্ধুই বল, কোন ঔষধই কুইনাইন ছাড়া নাই।

আজ কাল কবিরাজেরাও অনেক চাতুরী আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় নাম দিয়া কুইনাইন দ্বারায় অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যশ লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের একজন কবিরাজ "শকুনি-মহারাজ" নামক এক বটিকা প্রস্তুত করিয়া অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কোন বিখ্যাত কবিরাজকে শকুনি-মহারাজের প্রস্তুত প্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে এরূপ কোন ঔষধের নাম তিনি জানেন না। তিনি বলিলেন, উক্ত কবিরাজ "সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের" নামান্তর শকুনি-মহারাজ বলিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার বটিকা "সিন্‌কোনা-ফেব্রিফিউজের" দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আর একটি কবিরাজ ডাক্তারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কোন গ্রামে ঘন ঘন জ্বর রোগীকে আরাম করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই কুইনাইনের বিদ্বেষী। তাহার বটিকার নাম বসন্ত-বিহার, সাতটী বটিকার দাম ২৲ টাকা। বটিকার নিয়ম কেবল কলা ও পায়েস খাওয়া নিষেধ। আর সমস্তই খাওয়া

যায়। গ্রামের লোকে সচরাচরই কবিরাজি, ঔষধে ভক্তি করে। এবং কুইনাইন দ্বারা জ্বর আটকাইবার বা ধাত খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় বসন্ত-বিহারের আশ্রয় লইতে লাগিল। কবি-রাজও বেশ দশ টাকা লাভ করিতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন ঔষধের নাম বসন্ত-বিহার নাই, এটা একটা হাতগড়া নাম, দুঃখের বিষয় বা সুখের বিষয়, কবিরাজের বটিকার গুমর প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাশি রাশি কুইনাইনের শিশি তাঁহার ঘরে পাওয়া গেল, এবং দোকান হইতে উক্ত কুইনাইন সকল খরিদ করিয়াছেন, তাহাও জানা গেল। তাঁহার বটিকায় কুই-নাইন, আফিং ও রসসিন্দূর আছে। এই তিন দ্রব্য দ্বারা বটিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন দেখ, কুইনাইনে কি গুণ বা দোষ?

কাদ। সিনকোনা-ফেব্রিফিউজ কাহাকে বলে?

জ্ঞা। কুইনাইন যে বৃক্ষের ছাল দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সিনকোনা। ফেব্রিফিউজ নাম দিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহার ঐ নাম। ফেব্রিফিউজ লাটিন শব্দ, তাহার অর্থ জ্বর-নাশক। অতএব সমস্ত শব্দটার নাম জ্বর-নাশক সিনকোনা। কুইনাইন ও সিনকোনার গুণ একই প্রকার, তবে একটু ইতর বিশেষ মাত্র। যেমন ইক্ষু হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি এবং চিনি হইতে মিশ্রি প্রস্তুত হয়।

গুড় ও মিশ্রিতে যে প্রভেদ, সিনকোনা-ফেব্রিফিউজ ও কুইনাইনে সেই প্রভেদ।

কাদ। কুইনাইনের কি তবে কোন দোষ নাই?

জ্ঞা। যাহার গুণ আছে, তাহার দোষও দুই একটা থাকা

সম্ভব। অধিক মাত্রায় কুইনাইন খাইলে, কাণে তালা লাগে, মাথা ঘোরে, কাণ ভোঁ২ করে। ধাতু অত্যন্ত চড়িয়া যায় এবং অনিদ্রা হয় এবং গর্ব্ভিণীর গর্ভস্রাব হয়। আর জ্বরের বিকার অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অবস্থায়, কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়, যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া পিত্যাধিক্যাবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলে, উপকার না হইয়া বরং কোন কোন সময় অপকার হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আর সকলই গুণ।

কাদ। মা, বেশ শিখিলাম, কথা গুলি নিত্য প্রয়োজনীয়। অবিরাম জ্বরের চিকিৎসা কি প্রকার করিবে ?

জ্ঞা। অবিরাম জ্বরে প্রথমত যাহাতে জ্বর বিচ্ছেদ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। জ্বর বিচ্ছেদ হইলে কুইনাইন দ্বারা জ্বর বন্ধ করা যাইতে পারে ?

কাদ। জ্বর বিচ্ছেদ করাইতে হইলে কোন্ ঔষধ ব্যবহার করা হয় ?

জ্ঞা। জ্বর বিচ্ছেদের ঔষধ ডাক্তার খানা ভিন্ন পাওয়া যায় না, তবে আজ কাল দোকানে এক প্রকার ঔষধ বিক্রয় হয়, তাহার নাম "ফেনাসিটিন।" এই ফেনাসিটিন শিশিতে করিয়া রাখা হয়, ইহা শুষ্ক গুড়া ঔষধ, রং শাদা। এই ঔষধের ২ কি ২॥ রতি পরিমাণে প্রতি দুই কি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হয়। এবং সেই বিচ্ছেদকালে কুইনাইন দিলে সত্বরই জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এক কথা মনে রাখিবে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ দিতে সাবধান হইবে। কেন না ইহার একটু অবসাদক গুণ আছে।

কাদ। অবসাদক গুণ কাহাকে বলে ?

জ্ঞা। যাহাতে ধাতু কতক পরিমাণে নিস্তেজ করে, তাহাকে অবসাদক গুণ বলে?

কাদ। তার পর গর্ভাবস্থায় আর কি কি রোগ সহজে চিকিৎসা করা যায়?

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় বমন একটী যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, তাহাতে প্রসূতি সর্ব্বদাই অসুখে থাকে, ডাক্তারখানায় ভাইনাম ইপিক্যাক নামক এক ঔষধ পাওয়া যায়। তাহার এক ফোঁটা অল্প কিছু জলের সহিত মিশাইয়া লইয়া অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর দিলে বমন নিবারণ হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে। অতএব এসম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিয়া তোমাদিগের মনে একটা গোলযোগ উপস্থিত করাইতে ইচ্ছা করি না। যে সকল স্ত্রীলোকের বা স্বামীর উপদংশ রোগ ছিল বলিয়া জানা যায় বা সন্দেহ করা যায়, তাহাকে গর্ভাবস্থায় পটাশ আইডাইড এবং লাইকার হাড্রারজিরাই-পার-ক্লোরাইড নামক ঔষধে দীর্ঘকাল সেবন করাইলে গর্ভস্থ সন্তান সুস্থভাবে প্রসব হয়।

কাদ। তবে এখন আর কি বলিবে?

জ্ঞা। এখন শিশু-পালন কি করিয়া করিতে হয় এবং শিশু পীড়িত হইলে তাহাকে কিরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, সেই সম্বন্ধে দুচার কথা মোটামুটী বলিব।

কাদ। না মা, কাহারও যে গর্ভ হইয়াছে, তাহা জানা যায় কি করিয়া? তাহা আগে বল।

জ্ঞা। গর্ভের কতকগুলি লক্ষণ আছে, তাহা তোমাকে বলি।

১। প্রাতঃকালে বমন বা বমির বেগ হয়।

২। ঋতু বন্ধ হয়।

৩। পেট বড় হইতে থাকে।

৪। স্তনের পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ স্তনের বোঁটের চারিদিকে কাল হয়।

৫। গর্ভের চারি পাঁচ মাসে পেটের মধ্যে সন্তান নড়া চড়া করে।

৬। ডাক্তারেরা ষ্টেথস্কোপ নামক যন্ত্র দ্বারা সন্তানের হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনিতে পান।

৭। স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়।

৮। অখাদ্য খাইতে ইচ্ছা যায়, যেমন পোড়া মাটী ইত্যাদি খাইতে ভাল লাগে।

৯। অলসতা বৃদ্ধি হয়, এবং মাটীতে শুইতে বা যেখানে সেখানে গড়াইতে ইচ্ছা করে।

১০। ইহা ভিন্ন আরো কয়েক প্রকার পরীক্ষা আছে, তাহা তোমাকে বলিব না।

কাদ। মা, তুমি গর্ভের যতগুলি লক্ষণ বলিলে, তাহার অনেক গুলি যে অন্যান্য নানা রোগেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তখন কি করিয়া বুঝিবে?

জ্ঞা। বা, বেশ কথাটী উল্লেখ করিয়াছ। তবে বলি শোন। বাস্তবিকই অনেকগুলি লক্ষণ কোন কোন পীড়া দ্বারা হইতে পারে। যেমন পেটে প্লীহা ও যকৃত থাকিলে বা জলউদরী হইলে পেট বড় হয়। নানাবিধ রোগে ঋতু বন্ধ হইতে পারে। পেটের মধ্যে কোন অর্ব্বুদ হইলে গর্ভের লক্ষ-

ণের সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। জরায়ুর কোন পীড়ায় স্তনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

কাদ। তাহা হয় কেন?

জ্ঞা। জরায়ুর সঙ্গে স্তনের বড় নিকট সম্বন্ধ। জরায়ুর পরিবর্ত্তনে স্তনের পরিবর্ত্তন অনেক সময় হইতে দেখা যায়। সেই জন্য, কোন কোন স্ত্রীলোকের মোটেই স্তন হয় না, তাঁহার কারণ, হয়ত জরায়ু অসম্পূর্ণ বা বিকৃত, অথবা একবারেই জরায়ু নাই। জরায়ু সংলগ্ন অণ্ডাশয় নামক যন্ত্রের অভাবে ঐ প্রকার হইতে দেখা যায়।

কাদ। ওমা, তবেত গর্ভ-লক্ষণ সকল সময় ঠিক করা যায় না।

জ্ঞা। তা মিথ্যা নয়। অনেক সময় বিচক্ষণ ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ব্যাকুব হইয়া যান। ঐ সকল ব্যাধি ভিন্ন আর এক প্রকার গর্ভ হইতে দেখা যায়, তাহাকে কৃত্রিম গর্ভ বলে।

কাদ। কৃত্রিম গর্ভ আবার কেমন?

জ্ঞা। হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত কোন কোন স্ত্রীলোকের কৃত্রিম গর্ভ হইতে দেখা যায়। গর্ভের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি একটু ক্লোরফরম নামক ঔষধ সোঁকান যায়, তখন ঐ সকল গর্ভের লক্ষণ তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

কাদ। ওমা সেত বড় আশ্চর্য্য? কৃত্রিম-গর্ভ আবার কি কি প্রকারে হয়?

জ্ঞা। কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না এবং বয়স বেশী হয়, আর সন্তান হওয়ার ইচ্ছা খুব হয়। কোন কারণে ঋতু বন্ধ হইলেই মনে করে, তাহার গর্ভ হইয়াছে।

তাহার যদি গর্ভের লক্ষণ সকল জানা থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল লক্ষণ অনুভব করিতে থাকে। পেট যেন বড় বলিয়া বোধ করে। অবশেষে পূর্ণমাস শেষ হইলেই ক্রমে হতাশ হইতে থাকে।

এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিব। এ দেখা কথা। একটী মেমের বাড়ী ইটালী দেশে। তাহার বয়স ৪১ বৎসর হইয়াছে। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে একটী ছেলে হইয়া মরিয়া যায়। তাহার পর আর সন্তান হয় না। একটী সন্তান হওয়ার জন্য বড় লালায়িত থাকিত। তাহার ঋতু বন্ধ হয়, সে মনে করিতে থাকিল যে, তাহার গর্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে স্তনের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পেট বড় হইল এবং আর আর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাহার সন্দেহ দূর করার জন্য কর্ত্তাকে ডাকিল, কর্ত্তা ভালমত বুঝিতে পারিলেন না, পরে একজন ফিরিঙ্গি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে দেখান হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে গর্ভ হইয়াছে। মেমটী কত আশা করিয়া ভাবী ছেলের জামা, মোজা টুপি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। দশ মাস চলিয়া গেল, সন্তান হইল না। মেমটী হতাশ হইয়া অন্য শিশুকে ঐ পোষাক দিয়া ফেলিলেন।

কাদ। সে মেমটী কে মা?

জ্ঞা। গ্রসী সাহেবের মেম।

কাদ। ও তাঁকে ত আমরা দেখিয়াছি, তিনি কতবার আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন।

কাদ। আচ্ছা মা, কত দিনে সন্তান ভূমিষ্ট হয়?

জ্ঞা। ইহার মোটামোটী একটী হিসাব মনে রাখিবে, ঋতু

বন্ধ হওয়ার পর হইতে হিসাব করিয়া ২৭২ হইতে ২৭৮ দিনের মধ্যে সন্তান নিশ্চয়ই হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জানিবে যে, হিসাবে ভুল আছে।

কাদ। অত দিন কে গণিয়া রাখিবে? সহজ কোন নিয়ম থাকেত বল।

জ্ঞা। মনে কর, জানুয়ারী মাসের ১লা যদি ঋতু বন্ধ হয়, তবে অক্টোবর মাসের ৮ তারিখে বা তাহার মধ্যে ছেলে হইবে, আর যদি ফেব্রুয়ারী মাসের ১লা তারিখে ঋতুবন্ধ হয়, তবে নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে ছেলে হইবে। এই মত ফেব্রুয়ারী ২রা হইলে নবেম্বরের ৯ তারিখে ছেলে হইবে। বুঝিলে কিনা?

কাদ। হাঁ মা, বুঝলেম। বেশ সহজ নিয়ম, ইহা মনে রাখা বড় দরকার।

সূতিকা-ঘর।

জ্ঞা। যে ঘরে ছেলে হইবে, সে ঘরকে আঁতুড় ঘর বা সূতিকাঘর বলে। সেই ঘরখানা বেশ খোলা স্থানে হওয়া উচিত এবং তাহাতে জানালা থাকা দরকার। ঘরের মেজে ও চতুর্দ্দিক শুষ্ক থাকা দরকার। কোন দুর্গন্ধ যেন সেখানে থাকে না। পোয়াতি ও ছেলেকে মাটীতে শুইতে দিবে না। খাট বা উচ্চ কোন বাঁশের বা তক্তার মাচার উপর শুইতে দিবে। আমাদের দেশের যে রীতিতে আঁতুড় ঘর প্রস্তুত হয়, তাহা ভয়ানক। সেঁতসেতে ও নোংরা স্থানে একটী কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত হয়, তাহাতে আবার মাটী শয্যা। তাই অনেক শিশু

আঁতুড় ঘরেই যমালয়ে যায়। ধাইটী যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সংক্রামক-ব্যাধিশূন্য হয়।

কাদ। মা, প্রসবের বন্দোবস্ত কি করিয়া করিতে হয়?

জ্ঞা। সে কঠিন কথা, তাহা তুমি এখন বুঝিবে না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন ধাতৃশিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিবে।

শিশু-রক্ষণ ও পালন।

কাদ। মা, শিশু-রক্ষণ ও পালন কি আমাদের এখন শিক্ষার প্রয়োজন হইবে?

জ্ঞা। কেন,?

কাদ। এ পোয়াতি ও ধাইদিগের কার্য্য?

জ্ঞা। না কাদম্বিনী, শিশুপালনের নিয়মগুলি সকলেরই জানা দরকার। তবে পোয়াতি ও ধাত্রীর নিতান্তই জানা প্রয়োজন। তুমি যদি এ নিয়মগুলি জেনে রাখ, তাহা হইলে, তোমার দ্বারা কত লোকের উপকার হইবে। তুমি, বিবাহ হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ী গেলে তথায় আপন জা ও ননদদিগের সন্তানাদির নিয়ম মত পালন ও রক্ষণের নিয়ম শিক্ষা দিয়া যশ লাভ করিতে পারিবে। এবং নিজের ছেলেপিলে হইলে ত কথাই নাই, ইহা ভিন্ন পাড়াপড়শীর নিত্য উপকার করিতে পারিবে?

আমাদের দেশের পোয়াতিরা, কি নিয়মে শিশু পালন করিতে হয়, তাহা ভাল না জানায়, কত শিশু অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তাহা বলা যায় না।

কাদ। কি নিয়মে শিশু পালন করিতে হইবে?

জ্ঞা। শিশু ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই তাহার নাড়ী কাটিয়া,

ইষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া, সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইবে। এবং কালানুযায়ী উপযুক্ত বস্ত্রাদির দ্বারা শিশুর শরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এবং মুক্ত স্থানে রাখিবে।

কাদ। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই নাড়ী, ছেলে হওয়া মাত্রই, কাটে না। রাত্রি কালে ছেলে হইলে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ফুলযুক্ত নাড়ী রাখা হয়, যখন নাড়ী কাটার ধাই আইসে, তখন নাড়ী কাটা হয়, নচেৎ কত বিলম্ব ও অসুবিধা হয়। সেটা কি ভাল?

জ্ঞা। এ প্রথা কোন অংশেই ভাল নহে, বরং বিপদজনক। অনর্থক নির্দ্দোষী শিশুটীকে অত্যন্ত অসুবিধায় রাখা হয়। অধিকক্ষণ এই প্রকার ছেলের নাড়ীর সহিত ফুলযোগ করিয়া রাখিলে ছেলের শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া শিশুটী বিপদগ্রস্ত করিতে পারে। এ রীতি অতি কুরীতি।

কাদ। ও মা, যে কোন ব্যক্তিই কি নাড়ী কাটিতে জানে? কি করিয়া নাড়ি কাটিতে হয়?

জ্ঞা। কেন, উহা আর বেশী কঠিন কি? ছেলের নাভি হইতে আড়াই কি তিন ইঞ্চি দূরে এক গাছা শক্ত ও মোটা সূতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে, এবং ঐ বন্ধনের একটু দূরে—এক খানা ধারাল ছুরি বা কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে। ডাক্তারেরা ছেলে প্রসব করাবার পর যদি ফুল না পড়ে, তবে ছেলের নাভি হইতে আড়াই কি তিন ইঞ্চি দূরে একটী বাঁধ দেয় এবং তাহার এক ইঞ্চ উপরে আর একটি বাঁধ দেন, শেষে এই দুই বাঁধের মধ্যে কাটিয়া ফেলেন।

কাদ। কেন এরূপ বাঁধ না দিলে কি হয়?

জ্ঞা। এরূপ বাঁধ না দিলে বড় বিপদ হইতে পারে।

কাদ। কি বিপদ?

জ্ঞা। প্রথম ছেলের নাভির দিকের বাঁধ না থাকিলে ছেলের পেটের ভিতর হইতে রক্তস্রাব হইয়া ছেলেটী মারা যাইতে পারে। দ্বিতীয়, ফলের দিকে বাঁধ না দিলে ফুলটী পোয়াতির জরায়ুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকায় কাটা নাড়ীর দ্বারা রক্তস্রাব হইয়া পোয়াতি মারা যাইতে পারে। এখন বুঝলে?

কাদ। হাঁ বুঝলাম। মা, তুমি আগে বলিয়াছ, শিশুটীকে কালানুযায়ী বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। তাহার অর্থ কি?

জ্ঞা। কালানুযায়ীর অর্থ এই যে, যদি শীতকাল হয়, তবে ফ্লানেল প্রভৃতি গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে ছেলেটী শীতে কষ্ট পায় না। আর যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহা হইলে সাধারণ পাতলা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করিবে।

কাদ। হাঁ বুঝলাম। তারপর?

জ্ঞা। তারপর দেখিবে, ছেলের বাহ্যে প্রস্রাব হয় কি না।

কাদ। মা, শিশুটী পেট থেকে পড়বা মাত্রই বাহ্যে কেমন করিয়া হইবে? পেটের ভিতরে ত আর কিছু খেতে পায় না যে, পেটে মল জমা থাকিবে।

জ্ঞা। কাদম্বিনী, বেশ তর্ক ধরেছ। কিন্তু তা বল্লে কি হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বৈত নয়। শিশুটী যদিও মাতৃ উদরে থাকার সময় অন্য কিছু খেতে পায় না বটে, কিন্তু গর্ভে থাকার সময় মিউকোনিয়ম নামক পদার্থ উদরস্থ করে, তাহাই শিশুর পেটে মলরূপে জমা থাকে। সেই মলগুলি পেট হইতে বাহির হইয়া যাওয়া নিতান্ত দরকার। বোধ করি দেখিয়া থাকিবে,

সদ্য-জাত শিশু যে বাহ্যে করে, তাহা কেমন একটা বদরং বিশিষ্ট, আঁটাআঁটা। স্বাভাবিক মল হইতে উহা স্বতন্ত্র।

কাদ। শিশু মিউকোনিয়ম কোথা পায়?

জ্ঞা। জান যে শিশু গর্ভাবস্থায় একটী জলের থলির মধ্যে থাকে, ঐ থলির জলকে "লাইকার এমোনিয়া" বলে এবং মিউকোনিয়াম লাইকার এমোনিয়া হইতে উৎপন্ন হয়।

কাদ। বেশ বুঝলাম। শিশুটীর বাহ্যে না হইলে কি উপায় করিবে?

জ্ঞা। বাহ্যে না হইলে, অল্প একটু টাটকা মধু আঙ্গুল দ্বারা ছেলের মুখে দিলে সে উহা চাটিয়া খাইবে। মধু না পাইলে একটু চিনি জলের সঙ্গে গুলিয়া ঐ প্রকার অঙ্গুলী দ্বারা শিশুটীকে খাওয়াইয়া দিলে বাহ্যে হইতে পারে। যদি তাহাতে না হয়, তবে ২০।৩০ ফোঁটা ক্যাষ্টার অয়েলকে একটু মাইয়ের দুধের সঙ্গে মিলাইয়া খাওয়াইলে নিশ্চয় বাহ্যে হইবে।

কাদ। যদি ইহাতেও না হয়?

জ্ঞা। তাহা হইলে জানিবে যে, গুহ্যদ্বার বন্ধ হইয়া আছে; তখন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে পানের বোঁটা দ্বারা বাহ্যে করাইয়া থাকে, তাহা করিবে।

কাদ। যদি পানের বোঁটা দ্বারা বাহ্যে করান এত সহজ হয়, তবে আর ক্যাষ্টার অয়েল কে দেয়। এত ছোট শিশুকে ক্যাষ্টার অয়েল দেওয়া কি নিরাপদ?

জ্ঞা। কেন, ক্যাষ্টার অয়েল দেওয়ায় কোন ভয় নাই। ক্যাষ্টার অয়েল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ক্যাষ্টার অয়েল দিলে আর এক উপকার এই যে, ইহা দ্বারা পেটের সমস্ত মল নির্গত

হইয়া যায়। পানের বোঁটা দ্বারা অনেক সময় বাহে হয় না।

কাদ। শিখিলাম। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি। আমরা দেখিতে পাই যে, আহার ও বায়ু না হইলে আমরা বাঁচি না, কিন্তু পেটের মধ্যে শিশুটী কি করিয়া অনাহারে এতদিন জীবিত থাকে?

জ্ঞা। কাদম্বিনী, তুমি এক কথার মধ্যে আর এক কথা আনিয়া ফেলিলে? যাহা হউক, তোমার কথার উত্তর দিতেছি। দেখ, আমরা যে আহার করি, তদ্দ্বারা শরীরের রক্ত বৃদ্ধি হয় এবং নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহার অম্লজান বায়ু দ্বারা প্রতিনিয়তই সেই রক্ত পরিস্কৃত হয়। তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। বুঝিলে কি না?

কাদ। হাঁ বুঝলেম যে, পরিস্কৃত রক্ত দ্বারা আমরা বাঁচিয়া থাকি।

জ্ঞা। মায়ের শরীরের রক্ত দ্বারা সন্তানের শরীর রক্ষা হয়, তাহা আগে বলিয়াছি।

কাদ। হাঁ আগে বলিয়াছ বটে, কিন্তু কি নিয়মে ঐ কার্য্য হয়, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

জ্ঞা। সে দিন বোসেদের বউয়ের ছেলে হয়েছে দেখেছিলে?

কাদ। হাঁ দেখেছিলাম।

জ্ঞা। কি দেখলে? ছেলের নাড়ীর সঙ্গে একটা মাংসের পিণ্ডের মত যে একটা কিছু দেখেছিলে, তাহাকে ফুল বলে। ঐ ফুল প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে,

ঐ জরায়ু হইতে ফুলের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম ২ শিরা ও ধমনী দ্বারায় রক্ত আকর্ষিত হইয়া নাড়ীর মধ্য দিয়া ঐ উক্ত চালিত হইয়া শিশুর শরীরকে পোষণ করে। আমরা আহার ও বায়ু সেবন করি, কেবল রক্তের জন্য। বিনা আহার ও বায়ু ভিন্ন রক্ত পাইলে কে আর আহারের জন্য এত কষ্ট করিয়া কাজ করিত? এখন বুঝলে কি না?

কাদ। বেশ বুঝিলাম।

জ্ঞা। এই কারণেই প্রসূতির পীড়াদিতে সন্তানেরও পীড়া হয়।

কাদ। আচ্ছা মা, শিশুর প্রস্রাব না হইলে কি করিবে?

জ্ঞা। সদ্যজাত শিশুর প্রস্রাব না হইলে, তলপেটে অল্প গরম জল ও ফ্লানেলের সেঁক দিলে সহজেই প্রস্রাব হয়।

কাদ। তাহা না হইলে?

জ্ঞা। তাহা না হইলে মনে করিতে হইবে, শিশুর প্রস্রাবের রাস্তাটী বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। তখন কেঁচলা নামক ঘাসের সরু ডাঁটা একটী লইয়া আস্তে আস্তে প্রস্রাবের দ্বারে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হয়। ইহা আমরা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ডাক্তারেরা এমত অবস্থায় গঁদের নির্ম্মিত সরু ক্যাথিটার বা শলাকা প্রবেশ করাইয়া থাকেন। সাবধান, শিশুর প্রস্রাব দ্বারে কোন শলাকা প্রবেশ করাইতে হইলে, তাহা যেন পরিষ্কার থাকে। নচেৎ বিপদ হইতে পারে। ইহাতে প্রস্রাব না হইলে নাভির চতুঃপার্শ্বে নীল মাটীর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয়।

কাদ। তাহাতে না হইলে?

জ্ঞা। তাহাতে না হইলে বাধ্য হইয়া চিকিৎসক ডাকিতে হইবে।

কাদ। শিশুর আহারের ব্যবস্থা কি করিবে?

জ্ঞা। শিশুর আহারের পক্ষে মাতৃ-স্তনের দুধই প্রশস্ত। তবে প্রসবের দুই তিন দিন মধ্যে কাহারো স্তনে দুধ ভাল মত হয় না। তখন অন্য কোন পোয়াতির দুধ খাওয়াইতে পারা যায়। অন্য কোন পোয়াতি না পাইলে গাধার দুধ, তাহাও না পাইলে নূতন বিয়ানো গাইয়ের দুধের সঙ্গে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ জল মিশাইয়া গরম করিয়া খাওয়াইবে।

কাদ। গাধার দুধের কি গুণ?

জ্ঞা। গাধার দুধের গুণ মাতৃ-স্তনের দুধের মত।

কাদ। গাইয়ের দুধে জল না মিলাইলে কি হয়?

জ্ঞা। গাইয়ের দুধে জল না মিলাইলে শিশুটীর পেটের অসুখ হইতে পারে। কারণ গাইয়ের দুধ মাতৃ-স্তনের দুধ অপেক্ষা গুরুপাক।

কাদ। মা বুঝলাম। কিন্তু আমরা যখন ব্রহ্মদেশে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি যে, সে দেশের লোক জন্মিবার তৃতীয় দিবসেই শিশুটীকে ভাত খাওয়াইতে আরম্ভ করে। তাহাদের ছেলে পিলের পেটেত অসুখ হয় না।

জ্ঞা। তাইত কাদম্বিনী, তুমি ভাল কথা মনে করেছ। সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব-রূপে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম কি করিয়া এতটুকু ছেলের পেটে ভাত হজম হয়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে তাহাদের ভাত খাওয়ানের প্রণালী স্বতন্ত্র। ছেলের মা বা অন্য

কোন স্ত্রীলোক কতকটা ভাত আপনি মুখে দিয়া উত্তমরূপে চিবাইয়া নরম করে। তাহার পর আঙ্গুলে করিয়া বটিকার মত ভাতের পিণ্ডকে একটু তিল তৈলের সঙ্গে মিলাইয়া শিশু-টীর অন্ন-নালীর মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। তেল দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গলায় ঐ ক্ষুদ্র পিণ্ডটী না আটকাইয়া যায়।

কাদ। ব্রহ্মদেশে এই প্রকার রীতি প্রচলনের কারণ কি?

জ্ঞা। সে দেশে এরূপ প্রথা চল হওয়ার কারণ এই যে, সেখানে কোন জন্তুর দুধ দোহনের রীতি নাই। গাইয়ের দুধে তাহারা বড় ঘৃণা প্রকাশ করে। কোন জন্তুর দুধের অভাবেই এই ভাত খাওয়ানের প্রথার চলন হইয়াছে। অভাবই আবি-ষ্কারের মূল।

কাদ। শিশুকে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু কি খাওয়ান যাইতে পারে?

জ্ঞা। বার্লী, এরারুট, সাগু, মেলিন্‌স ফুড ইত্যাদি খাও-য়ান যায়। বঙ্গদেশে গরিব লোকেরা, যাহাদের দুধ খরিদ করি-বার পয়সা যোটে না, চিড়া চটকান জল শিশুকে খাও-য়ায়। শিশু কিছু বড় হইলে বিলাতী লোকে মাংসের ঝুস বা সুপ খাওয়ায়।

কাদ। ওমা, অতটুকু ছেলেকে মাংস খাইতে দিলে যে ঝালেই তাহার প্রাণ বাহির হইতে পারে।

জ্ঞা। কাদ, তুমি মনে করেছ, আমরা যেমন ঝাল মসলা দিয়া মাংস পাক করি, সুপও বুঝি সেই মত পাক করা হয়। সুপ পাক করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। তাহা পরে বলিব।

কাদ। শিশুকে দিনে রাত্রে কত বার খাওয়াইবে?

জ্ঞা। প্রথম প্রথম দুই ঘণ্টান্তর, পরে তিন ঘণ্টান্তর।

শিশুটী এক বৎসর বয়সের হইলে ৪ঘণ্টান্তর খাওয়ান যাইতে পারে। শিশুটী কাঁদিলেই মনে করিবে না যে, তাহার ক্ষুধা পেয়েছে। পেটফাঁপা, মাথাধরা, পেটবেদনা বা অন্যান্য কারণেও শিশুটী কাঁদিতে পারে। আমাদের দেশের পোয়াতিরা, যেই ছেলে একটু কাঁদে, অমনি তাড়াতাড়ি দুধ খাওয়াইতে বসে। তাহারা মনে করে, বুঝি ক্ষুধার জন্যই ছেলে কাঁদিতেছে। সেটা অনেক সময় ভুল বোঝা হয়। পেটের অসুখের জন্য কাঁদিলে, তাহা না বুঝিয়া, দুধ খাওয়াইলে বড়ই অনিষ্ট হয়। যদি কোন সদ্যজাত শিশুকে অন্য স্ত্রীলোকের দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে সাবধানে দেখিবে যে, সেই স্ত্রীলোকটীর কোন প্রকার যক্ষ্মাকাশ, গরমী বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না। এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকের দুধ খাওয়াইলে শিশুর ভয়ানক ব্যাধি হইতে পারে।

কাদ। পেট ফাঁপিলে কি করিবে?

জ্ঞা। পেট ফাঁপিলে মৌরি বা জোয়ান ভিজান জল ছোট চামচের এক চামচ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিবে। জোয়ানের আরক জলে মিশ্রিত করিয়া পেটের অসুখের জন্য ডাক্তারেরা রোগীদিগকে দিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাকে সাধারণতঃ ডিল ওয়াটার বলেন। আর শিশু যদি ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া দুধ তোলে, তাহা হইলে ছোট চামচের এক চামচ চূণের জল দুধে মিলাইয়া খাওয়াইবে।

কাদ। দুধ তোলা কি প্রকার?

জ্ঞা। দুধ খাওয়ান মাত্রই বা অল্প পরে ন্যাকার করিয়া দুধগুলি ফেলিয়া দেওয়াকে দুধ তোলা বলে।

কাদ। দুধ তোলার কারণ কি?

জ্ঞা। শিশুর পেটে অম্বলের ভাগ বেশী হইলে প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। তবে অন্য কোন কারণ বা অজীর্ণের জন্যও ন্যাকার করিতে পারে।

কাদ। তাহাতে চূণের জল দ্বারা কি ফল হয়?

জ্ঞা। চূণের জল ক্ষারগুণবিশিষ্ট। ক্ষার দ্বারা অম্বল নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই চূণের জল খাওয়ান হয়। চূণের জলের পরিপাক শক্তিও আছে। বুঝ্‌লে?

কাদ। হাঁ বুঝলেম। কিন্তু চূণের জল প্রস্তুত করে কি প্রকারে?

জ্ঞা। এক তোলা ভিজা চূণ লইয়া একসের পরিমাণ জলে গুলিয়া বড় একটা বোতল বা মেটে পাত্রে করিয়া রাখিবে। এক দিন-রাত্রি বা ২৪ ঘণ্টা পরে সাবধানে উপরের টলটলে জল ঢালিয়া অপর একটা বোতলে পূরিয়া ছিপিবন্ধ করিয়া রাখিবে। এবং বোতলের গায়ে লিখিয়া রাখিবে যে, উহা কি এবং কি পরিমাণে ও কি জন্য ব্যবহার করিবে। যদি তুমি সাবধানে ঐ জল না ঢাল, তাহা হইলে চূণের কতক অংশ ঐ জলের সঙ্গে গেলে এবং উহা শিশুকে খাওয়াইলে, শিশুর বড় অনিষ্ট হইতে পারে। বুঝ্‌লে কি না?

কাদ। বেশ বুঝলাম। শিশুটীর পেট ফাঁপিলে আর কি করা যাইতে পারে?

জ্ঞা। পেট ফাঁপিলে মৌরি বা জোয়ানের জলের সঙ্গে সিকি রতি পরিমাণ সোডা মিশাইয়া খাওয়াইলে বড় উপকার হয়। তাহাতে না হইলে চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। অনেক সময়

শিশুটীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং তাহার সঙ্গে পেট ফাঁপে। ঐরূপ হইলে গ্রেগরিস্ পাউডার খুব ভাল। উহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কাদ। তার পর?

জ্ঞা। শিশুটীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। পরিষ্কার কাপড় ও বিছানায় রাখিতে অভ্যাস করিবে। যে স্থানে ভাল হাওয়া খেলে না এবং যেখানে নানা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, সেস্থানটী শিশুর বাসের অযোগ্য। কিন্তু সাবধান যেন শিশুর গায়ে হঠাৎ কোন ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে।

কাদ। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কি হয়?

জ্ঞা। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ও ফুসফুস-প্রদাহ হইয়া শিশুটী মারা যাইতে পারে।

কাদ। ওমা তবেত ঠাণ্ডা বাতাস লাগা বড়ই বিপজ্জনক!

জ্ঞা। শিশুটী মল মূত্রে জড়িত হইয়া না থাকে, এরূপ করিবে। অনেক পোয়াতি বড় অসাবধান ও অলস। ছেলে মুতে ভিজিয়া, গায়ে গু মাখিয়া পড়িয়া থাকে, আলস্য বশতঃ বা অসাবধানতা বশতঃ তাহার বিছানা বদলায় না বা ছেলেটীকে পরিষ্কার করে না। এ বড় দোষের কথা।

কাদ। তাহার পর?

জ্ঞা। প্রতিদিন অন্তত এক বার ছেলেটীকে খোলা হাওয়ায় লইয়া বেড়াইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা অনেক বাঙ্গালী শিশুর অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিবে না।

কাদ। কেন?

জ্ঞা। প্রথমতঃ অনভ্যাস, দ্বিতীয়তঃ ভুল-সংস্কার। তৃতী-

য়তঃ অবস্থার অনাটন। তবে যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা পারেন।

কাদ। ভুল-সংস্কার কি প্রকার?

জ্ঞা। ভুল-সংস্কার এই যে, অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস এইরূপ যে, ছোট শিশুটীকে বাটীর বাহির করিলে বাতাস লাগিয়া নানা পীড়া হইতে পারে এবং নানা অপদেবতা বা ভূত প্রেতের দৃষ্টি ঐ ছেলেটীর উপর পড়িতে পারে, তাহা হইলে ছেলেটী মারাও যাইতে পারে!

কাদ। মা, একথাটা কতকটা সত্যি বলিয়া বোধ হয়। কেন না, আমরা ব্রহ্মদেশে দেখিয়াছি যে, সে দেশের লোকে ছোট শিশুকে বাটীর বাহির করে না।

জ্ঞা। তুমি আবার ব্রহ্মদেশের কথা তুলিলে? সে দেশের অনেক অদ্ভুত আচার ব্যবহার আছে। তাহারা আমাদিগের অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে কুসংস্কারাপন্ন।

ব্রহ্মদেশী লোকে সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই একটা টুকরীর ভিতর রাখে। এবং টুকরী বা ঝাঁকার উপরে খুব মোটা কাপড় দিয়া এমন ভাবে ঢাকে যেন তাহার মধ্যে এক তিল বাতাসও যাইতে না পারে।

কাদ। কেন, বাতাস গেলে কি হয়?

জ্ঞা। বাতাস গেলে তাহারা নানা পীড়ার আশঙ্কা করে। ব্রহ্মদেশীয় লোকের এক সংস্কার আছে যে, কোন দ্রব্য-ভাজার গন্ধ বা সম্বরার গন্ধ যদি ছোট শিশু বা রোগীর শরীরে নিশ্বাস দ্বারা প্রবেশ করে,তাহা হইলে শিশুটী বা রোগীর ভয়ানক সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। তাহারা সেই জন্য

আপন বাস গৃহের জানালা রাখে না। সকলের ঘরই একেবারে বন্ধ, ঘরে অন্ধকার, তাহার মধ্যে আবার খুব মোটা কাপড়ের মশারি। সেই মোটা কাপড়কে ছালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই মশারির মধ্যে রোগী ও সুস্থ ব্যক্তি থাকে, শিশু একটু বড় হইলে টুকরী হইতে মশারির মধ্যে নীত হয়। ঘরের খিড়কীর পরিবর্ত্তে এক একটা গোলাকার বড় ছিদ্র থাকে।

কোন জিনিষ ভাজা ও সম্বরার গন্ধে জ্বর, চক্ষের পীড়া, গা ফুলা, ঘা বৃদ্ধি, কাশির পীড়া ইত্যাদি হয় বলিয়া বর্ম্মারা অসম্বরা ব্যঞ্জন খায়। এবং ভাজার পরিবর্ত্তে মাংস ও মৎস্যাদি পোড়াইয়া খায়। কোন পরব উপলক্ষে কোন মৎস্য বা পিঠাদি ভাজিবার প্রয়োজন হইলে, তাহারা গ্রামের বাহিরে কোন স্থানে চুলা করে এবং বাটীর বৃদ্ধা বা অন্য কোন স্ত্রীলোক তথায় গিয়া উহা ভাজে। বৃদ্ধা যাওয়ার মর্ম্ম এই যে, ভাজার গন্ধে তাহার মরণ হইলেও বড় ক্ষতি নাই। এই জন্যই বর্ম্মাদের বাটীর নিকট কোন ভারতবাসীকে তাহারা স্থান দিতে চাহে না। কারণ ভারতবাসীরা বিনা সম্বরায় কোন তরকারী খায় না। যদি কোন ভারতবাসী এইরূপ কোন সম্বরা দেয়, বা কোন জিনিস ভাজে, তখন বর্ম্মারা নাকে কাপড় দিয়া পালায় এবং বাটীতে কোন রোগী থাকিলে, তাহার মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে, কেহ কেহ সহ্য করিতে না পারিয়া বরং ঝগড়া আরম্ভ কার। বর্ম্মিণী-গণও ভূতের ভয় করে। সেই জন্য তাহারা ছোট শিশুকে হাঁসপাতালে বা তাহার নিকট আনিতে চাহে না। কারণ বিশ্বাস এই যে, হাঁসপাতালে যত লোক মরে, সকলই ভূত হয়।

কাদু! এখন তুমি কি মনে কর যে, বর্ম্মাদের দৃষ্টান্ত আমরা এ বিষয়ে অবলম্বন করিতে পারি?

কাদ। না মা, তা কখনই না। ভাজার গন্ধে পীড়া হয়, এমন কথা আর শুনি নাই।

জ্ঞা। তা বল্লে কি হয়, দেশাচার। বর্ম্মাদের মধ্যে যাহারা ইংরাজী লেখা পড়া জানে, তাহারাও ঐরূপ বিশ্বাস করে।

কাদ। হাঁ মা, অনেক শিখিলাম। দেশাচারের হাত এড়ান বড় দায়। সুশিক্ষা তাহার কাছে হার মানে।

শিশুর পেটের অসুখ হইলে কি করিবে?

জ্ঞা। পেটের অসুখ কত প্রকার আছে, তবে আমাদের দেশের লোক সচরাচর পাতলা ভেদ হইলে বা বদ হজমি দরুণ ঘন ঘন বাহ্যে হইলে, তাহাকে পেটের অসুখ বলিয়া থাকে। আর যখন ঘন ঘন বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু ভাল বাহ্যে হয় না, কখনও একটু মলের সঙ্গে আম ও কতক রক্ত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, অত্যন্ত বেগ দেয়, ও পেটে বেদনা থাকে, তখন তাহাকে আমাশায় রোগ বলে।

যদি ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বাহ্যে হয়, মলের রং সবুজ বা কালচে কালচে হয়, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, তখন চা খাওয়ার চামচের অর্দ্ধ বা এক চামচ রেড়ির তেল খাওয়াইয়া দিলে পেটের দূষিত মল নির্গত হইয়া গেলে সহজেই পেটের অসুখ আরাম হইতে পারে। ইহাতে যদি অসুখ আরাম না হয়, তবে এই ঔষধ দিবে। ইহাকে চক মিক্শ্চার বলে।

চাখড়ি চূর্ণ (খটিকা চূর্ণ)	১০ তোলা
বাবলার আঁটা	৭ রতি

চিনির রস, ১॥ তোলা

দারুচিনি ভিজান জল যতটুকু দরকার হয়।

প্রথমতঃ বাবলার আঁটার সঙ্গে খটিকা চূর্ণ উত্তমরূপে মিলাইয়া পরে চিনির রসের সঙ্গে মিলাইবে, অবশেষে দারুচিনির জলের সঙ্গে মিলাইয়া একটী বোতলে পূরিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া রাখিবে, এবং উহা কি রোগে এবং কত পরিমাণ কত সময় অন্তরে দিবে, তাহাও লিখিতে ভুলিবে না।

এই ঔষধ শিশুর বয়স অনুসারে ছোট চামচের অর্দ্ধ চামচ হইতে বড় চামচের এক চামচ পর্য্যন্ত প্রতি তিন, চারি বা ছয় ঘণ্টান্তে খাওয়াইবে। এরূপ সময়ের অনির্দ্দিষ্টতার সম্বন্ধে একটু আপন বুদ্ধি খাটাইতে হইবে, কেন না যদি খুব ঘন ঘন বাহ্যে হয়, তার ঔষধিও ঘন ঘন দিবে ইত্যাদি।

শিশু বা কোন রোগীর পেটের অসুখের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীর পথ্যের সুব্যবস্থা করিবে। কারণ তুমি হাজার ঔষধ খাওয়াইলেও যদি তুমি কুপথ্য দাও, তাহা হইলে কখনই চিকিৎসায় সুফল পাইবে না।

কাদ। কুপথ্য কেমন ?

জ্ঞা। আমরা সচরাচর যে খাদ্য খাই, পেটের অসুখ হইলে তাহাই কুপথ্যরূপে দাঁড়ায়। কারণ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হওয়াতেই পেটের অসুখ হয়, অর্থাৎ পাকযন্ত্রগুলি পীড়িত হয়, তখন তাহার সচরাচর ব্যবহারের খাদ্য পরিপাক করিবার ক্ষমতা থাকে না। যেমন তুমি সুস্থাবস্থায় যে কার্য্য করিতে পার, পীড়িত হইলে তাহা পার না। সেইরূপ পেটের অসুখ হইলে লঘুপাক খাদ্য খাইতে দিবে, নচেৎ পেটে বেদনা হইবে,

এবং খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় পেটের মধ্যে ভয়ানক উদ্বেগ জন্মা-ইয়া আরো ঘন ঘন বাহ্যে হইতে থাকিবে। বুঝ্‌লে কিনা?

কাদ। বুঝিলাম। তবে শিশু পীড়িত হইলে কি খাদ্য দিবে?

জ্ঞা। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতাকে খুব সাবধান মত থাকা উচিত। মাতা কোন দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে নিশ্চয় ছেলের অনিষ্ট হইবে। ছোট শিশুকে যদি গাইয়ের দুধ খাওয়ান হয়, তাহা হইলে দুধ খুব পাতলা করিয়া, তাহার সঙ্গে অল্পমাত্রায় চূণের জল মিশাইয়া দিবে। পেটের অসুখ খুব বেশী হইলে গাইয়ের দুধ দিবে না, এরারুট পাতলা করিয়া পাক করিয়া একটু লবণের সঙ্গে মিশাইয়া বা সাগু খুব পাতলা করিয়া রাঁধিয়া ছাঁকিয়া অল্প মাত্রায় দেওয়া যায়। শিশু বড় হইলে বার্লি, সাগু, এরারুট প্রভৃতি দিবে। মলে টক্ টক্ গন্ধ থাকিলে, এই সকল পথ্যের সঙ্গে একটু চূণের জল মিশাইয়া দিবে।

কাদ। তাহার পর?

জ্ঞা। তাহার পর মলের রং যদি যদি সাদা হয়, তাহা হইলে মনে করিবে যে, শিশুটীর যকৃতের কার্য্য ভাল হইতেছে না। তখন এই ঔষধ দিবে।

চাখড়ি (খড়িচূর্ণ)	—	—	৫ তোলা	}
পারদ	—	—	২॥ ,,	}

এই ঔষধ ঘরে প্রস্তুত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হই-বেনা, সুতরাং ডাক্তার খানা হইতে খরিদ করাই ভাল।

এই দুই দ্রব্য উত্তম রূপে একটী খলে ফেলিয়া মাড়িয়া বেশ করিয়া মিলাইবে, যেন সমস্ত ঔষধটী ধূষর বর্ণ ধারণ করে এবং পারার কোন চিহ্ন না থাকে।

কাদ। ও মা, এতটুকু ছেলেকে পারা খাওয়াইব? পারার নামে লোকে ভয় পাইবে।

জ্ঞা। পারা সম্বন্ধে লোকের একটা বড় ভুল সংস্কার আছে। যেমন কুইনাইনের ব্যবহার না জানিয়া কুইনাইনের অপবাদ রটান হয়, পারা সম্বন্ধেও সেই প্রকার। এ সকল ঔষধের অপব্যবহার, কেবল পাড়াগেয়ে হাতুরেদের হাতে। বিজ্ঞ লোকের হাতে কথনই হইতে পারে না। কুইনাইন যেমন ম্যালেরিয়া-নাশক, পাড়া তেমনি উপদংশ (গরমির রোগ) নাশক। পারা ভিন্ন এই ব্যাধি শরীর হইতে নির্গত করার অন্য কোন ঔষধ নাই। আনাড়ি লোক মাত্রা ব্যবহারের লক্ষণ না জানিয়া বিষাক্ত মাত্রায় খাওয়ায়, তাহাতেই রোগীর গলায় ও মুখে ঘা হয়, দাঁত পড়িয়া যায়, অনেকের জিহ্বায় পর্য্যন্ত ঘা হওয়ায় ভয়ানক কষ্ট পায়। রোগীর শরীরকে পারা দ্বারা এমন বিষাক্ত করিয়া তোলে যে আজীবন এই পারা দ্বারা চিকিৎসার ফল ভোগে।

কাদ। পারার ব্যবহার তবে কি করিয়া করা উচিত?

জ্ঞা। পারা-ঘটিত ঔষধ অনেক প্রকার। তাহার যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অপেক্ষা অর্দ্ধ মাত্রায় ব্যবহার করিবে। যখন দেখিবে যে, মুখ হইতে থু থু বেশী মাত্রায় নির্গত হইতেছে এবং মাড়িতে বেদনা বোধ করিতেছে, তখন বুঝিবে যে, পারার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তখন দুই চারি দিনের জন্য ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। ঐ লক্ষণগুলি সারিয়া গেলে পুনরায় আরম্ভ করিবে।

কাদ। হাঁ বুঝলাম। শিশুদের গরমী হয় নাই, তবে

তাহাদের পারা-ঘটিত ঔষধ খাওয়াইলে ত ক্ষতি হইতে পারে।

জ্ঞা। বেশ কথা। পিতৃ মাতৃ দোষে সদ্যজাত শিশুদেরও গরমীর পীড়া হইতে পারে। পারার সঙ্গে খড়ি মিলিত হইয়া দুই ঔষধের রোগে এক ভিন্ন গুণ ধারণ করে। ইহা অল্প মাত্রায় খাওয়াইলে পেটের অসুখ আরাম হয় এবং যকৃতের কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করে। অবশ্য বেশী মাত্রায় দিলে নিশ্চয়ই পারার দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। শিশুটীর পিতৃ মাতৃ কৃত গরমীর দোষ না থাকিলে, পারা-ঘটিত অন্য কোন ঔষধ দিবে না।

কাদ। শিশুদের কি বয়সে কত পরিমাণে ঔষধ দেওয়া যায়?

জ্ঞা। ঔষধ প্রয়োগের সামান্য একটী হিসাব তোমাকে বলিয়া রাখি। সচরাচর বিশ বৎসর পূর্ণ মাত্রা ধরিয়া যদি কোন ঔষধ ১০ রতি দেওয়া যায়, তবে ১০ বৎসর বয়সের ছেলে-কে ৫ রতি পরিমাণে দিবে। এক হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি দেওয়া যায়। ৬ মাসের ছেলেটীকে সিকি রতি এবং দুই কি তিন মাসের ছেলেকে এক রতির আট ভাগের এক ভাগ দেওয়া যায়। এই বলিলাম, মোটামুটী হিসাব। তবে সময় সময় আপন বুদ্ধি খরচ করিয়া ইহার একটু কম বেশী দিলে কোন অনিষ্ট হয় না। এখন বুঝলে?

কাদ। হাঁ বেশ বুঝিলাম। পারা-ঘটিত চূর্ণ কি মাত্রায় দিবে?

জ্ঞা। পারদ-ঘটিত চূর্ণকে ডাক্তারেরা গ্রে পাউডার বা

ধুসরবর্ণ চূর্ণ বলে। পূর্ণ বয়সে ইহার ১ রতি হইতে ২॥ কি তিন রতি পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। এক বৎসরের ছেলেকে এক রতির ৩০ হইতে ২০ ভাগের এক ভাগ দেওয়া যাইতে পারে।

কাদ। এত অল্প মাত্রায় কি প্রকারে ব্যবহার করা যায়? তাহা হইলে হাতেও লাগিবে না।

জ্ঞা। হঁা। এত কম মাত্রায় বলিয়াই ফল হয়। বেশী মাত্রায় অনিষ্ট হয়। পারদ-ঘটিত চূর্ণ স্বতন্ত্র দেওয়া বাস্তবিকই অসুবিধা। ইহার সঙ্গে সুগন্ধিযুক্ত খটিকাচূর্ণ মিলাইয়া ডাক্তারেরা দিয়া থাকেন. তাহা এই—

দারুচিনি চূর্ণ	১০ তোলা
জায়ফল চূর্ণ	৭॥ তোলা
লবঙ্গ চূর্ণ	৩৶০ তোলা
এলাচি চূর্ণ	২॥ তোলা
পরিষ্কার চিনি	১২॥০ ছটাক
খটিকা-চূর্ণ	৫॥ তোলা

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিলাইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। এবং একটী বোতলে পূরিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিবে।

এই সুগন্ধি খটিকা-চূর্ণকে ডাক্তারেরা এরোমেটিক চক্-পাউডার বলিয়া থাকেন। ইহাও পেটের অসুখের অব্যর্থ ঔষধ। এই ঔষধে পূর্ণ মাত্রায় ১০ হইতে বিশ, ত্রিশ রতি দেওয়া যায়। শিশুদের বয়সানুসারে যতটুকু ইহা দিবে এবং যে কয়েক বারের ঔষধ দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হিসাব করিয়া ওজন করিয়া লইবে এবং সেই পরিমাণে পারদচূর্ণ ওজন করিয়া ঐ খটিকা-চূর্ণের সঙ্গে মিলাইয়া ভত ভাগ করিয়া লইলেই কোন অসুবিধা হইবে না।

কাদ। মা বুঝিলাম না, দৃষ্টান্ত দিয়া বল।

জ্ঞা। কেন বোঝ না, বলিতে পারি না। মনে কর এক বৎসরের একটী ছেলের ঔষধ দিতে হইবে। সুগন্ধ খটিকাচূর্ণ এক রতি মাত্রায় ২০ বারের জন্য ২০ রতি লইবে এবং পারদ খটিকা-চূর্ণ এক রতির বিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে বিশ বারের জন্য এক রতি লইয়া সুগন্ধি খটিকা-চূর্ণের সঙ্গে মিলাইয়া বিশ ভাগ করিয়া বিশটী পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে। এখন বুঝলে কি না? ইহাতে ছোট-ছেলেপিলের কোষ্ট বদ্ধ হইবে।

কাদ। হাঁ মা, এখন বেশ বুঝিলাম। ইহাতে আরাম না হইলে ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য লইতে হইবে?

জ্ঞা। হাঁ ঠিক। তার পর আমাশয়ের পীড়া হইলে বিলম্ব না করিয়া, অল্প মাত্রায় একটু ক্যাষ্টার-অয়েল খাওয়াইয়া দিলে খুব ফলদায়ী হয়। অনেক সময় অন্য কোন ঔষধের সাহায্য লইতে হয় না।

কাদ। ক্যাষ্টার-অয়েলে যে গন্ধ, তাহা ছেলেপিলের মুখে দিলে ন্যাকার করিয়া ফেলিবে। তাহার গন্ধ নিবারণের কি অন্য উপায় নাই?

জ্ঞা। হাঁ ঠিক, ঐ তেলের গন্ধটা বড় বিকট। কিন্তু সে গন্ধ নিবারণের উপায় আছে। ক্যাষ্টর-অয়েলের সঙ্গে একটু দুধ মিলাইয়া দিলে তাদৃশ গন্ধ পাওয়া যায় না, বা একটু বাব-লার আটার গদের সঙ্গে বেশ করিয়া মিলাইয়া একটু মৌরি ভিজান জলের সঙ্গে দিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

কাদ। হাঁ বেশ উপায়টী, মনে রাখিতে চেষ্টা করিব।

ক্যাষ্টার-অয়েলে যদি আমাশয় ভাল না হয়, তবে কি করিবে ?

জ্ঞা। আমাশয় রোগের চিকিৎসা অনেক রকম আছে, আবার সকল ডাক্তারের মত এ বিষয়ে মেলে না। আমাশায় পীড়া যে কেন উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ এখনও জানা যায় নাই। সচরাচর যে রোগকে আমরা আমাশয় বলি, বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বলেন, তাহা নাকি প্রকৃত আমাশয় নহে। আমাশয়ের মলে নাকি এক প্রকার কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ডাক্তারেরা তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন। বড় বড় ডাক্তারেরা বলেন যে, সচরাচর যাহাকে আমাশয় বলা যায়, তাহা চিকিৎসা করিতে হইলে কেবল রোগীর পথ্যের প্রতি সাবধান হইলেই অনেক সময় উহা আরাম হয়।

ইপিকাক্ নামক ঔষধের চূর্ণ আমাশয়ের মহা ঔষধ। কেবল ইহা দ্বারা ছোট শিশুকে চিকিৎসা করা বড়ই অসুবিধা। এক বৎসর বয়সের শিশুকে নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে।

ডোবারস্ পাউডার	একরতি (২ গ্রেণ)
বিস্মথ সবনাইট্রেট	৪ রতি (৮ গ্রেণ)
সোডা বাইকার্ব্ব	২ রতি (৪ গ্রেণ)

এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিলাইয়া ৮টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী পুরিয়া প্রতি তিন বা চারি ঘণ্টান্তর দিলে বড় উপকার হয়। শিশুর পথ্য দুধের সঙ্গে চুণের জল মিশাইয়া দিবে। পেটে ঠাণ্ডা না লাগে তজ্জন্য এক খানা ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিবে। অন্য কোন পথ্য একবারে দিবে না।

উত্তম পাকা কলা অনেক ডাক্তার আমা শয়ের রোগীকে খেতে দেন।

কাদ। মা, ডোবারস্ পাউডার কি?

জ্ঞা। আফিং, ইপিক্যাক চূর্ণ ও সলফেট অব পটাশ নামক ঔষধ মিলাইয়া উহা প্রস্তুত হয়। ডাক্তারখানায় উহা পাওয়া যায়।

কাদ। এত ছোট ছেলেকে আফিং খাওয়াইলে যদি কোন অনিষ্ট হয়?

জ্ঞা। ঠিক কথা। ছোট ছেলেদিগকে আফিং-ঘটিত ঔষধ সহজে ব্যবহার করিবে না। তবে নেহাত অন্য ঔষধে রোগ আরাম না হইলে, বাধ্য হইয়া আফিং-ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য এত অল্প মাত্রায় ব্যবস্থা দিলাম। ৫ রতি বা ১০ গ্রেণ ডোবারস্ পাউডারে ১ গ্রেণ বা অর্দ্ধ রতি আফিং আছে। আফিংয়ের মাত্রা পূর্ণ বয়সে সিকি রতি হইতে এক রতি পরিমাণে দেওয়া যায়। কিন্তু শিশুদিগের ঔষধ দেওয়ার যে হিসাব বলিয়াছি, আফিং-ঘটিত ঔষধে সেই হিসাব অপেক্ষাও কম মাত্রায় দিবে। কারণ, শিশু-শরীরে আফিং সহ্য হয় না। আমি সেই জন্যই এক বৎসরের ছেলেকে ১ রতির আশি ভাগের এক ভাগ বা এক গ্রেণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আফিং ব্যবস্থা দিলাম।

কাদ। মা হিসাবটা কি করিয়া করিলে?

জ্ঞা। কেন হিসাবত বড় শক্ত নয়। যদি ১০ গ্রেণে এক গ্রেণ আফিং থাকে, তাহা হইলে ১ গ্রেণ ডোবারস পাউডারে এক গ্রেণের দশ ভাগের একভাগ আফিং থাকিবে। আমি

যখন পুরিয়াতে মাত্র ৮ গ্রেণ ডোবারস পাউডার দিয়াছি, তাহা হইলে প্রতি পুরিয়াতে মাত্র সিকি গ্রেণ পাউডার পড়িল। আচ্ছা, এখন দেখ, ১ গ্রেণে যদি দশ ভাগের এক ভাগ আফিং থাকে, তবে সিকি গ্রেণে ৪০ ভাগের এক ভাগ আফিং থাকিবে। কেমন হিসাবটা বুঝলে ?

কাদ। হঁা, এখন বুঝিলাম।

জ্ঞা। কিন্তু এক কথা। এক বৎসর বয়সের নীচে কোন শিশুকে আফিং-ঘটিত ঔষধ আদতেই দিবে না।

কাদ। তাহাদের কি ঔষধ দিব ?

জ্ঞা। তাহাদের ডোবারস পাউডারের পরিবর্ত্তে কেবল ইপিক্যাক চূর্ণ মিলাইয়া দিবে। ইপিক্যাক চূর্ণেতে বমন হয়। সুতরাং সাবধান হইবে, কিন্তু অন্য কোন ভয় নাই।

কাদ। বিসমথের পূর্ণ মাত্রা কি ?

জ্ঞা। ২॥ রতি হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। আর ইপিক্যাক অর্দ্ধ হইতে এক কি দেড় রতি পর্য্যন্ত দিলে কোন অসুখ বোধ হয় না, ইহার বেশী দিলে গা ত্যাকার২ করে। তবে ডাক্তারেরা, আমাশয়ের রোগীকে পূর্ণ বয়সে ১০ রতি পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দেওয়ায় পূর্ব্বে বমি না হওয়ার জন্য আফিংয়ের আরক খাওয়ান এবং পেটের [illegible]র রাইয়ের পলাস্তারা দিয়া থাকেন।

কাদ। তার পর ?

জ্ঞা। আর একটা সহজ ঔষধ বলিয়া রাখি। ছোলা ঘিতে ভাজিয়া বেশ মোলাম চূর্ণ করিয়া পাতলা ন্যাকড়া দিয়া ছাকিয়া একটী বোতলে পুরিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিবে। ইহার দুই

কি চারি রতি পরিমাণ লইয়া দুধের সঙ্গে মিলাইয়া ছোট শিশু-দিগকে খাওয়াইলে বড় উপকার হয়। বিলাতি একজন বড় ডাক্তার ইহা দ্বারা অনেক রোগী আরাম করিয়াছেন। আর একটা মুষ্টিযোগ বলি। থানকুনির পাতার রসের সঙ্গে জায়ফল ও আফিং ঘষিয়া নাভির চতুঃপার্শ্বে প্রলেপ দিলে উপ-কার হইতে পারে।

কাদ। বা বেশ মুষ্টিযোগ ত? তারপর?

জ্ঞা। তারপর জ্বরের চিকিৎসা। জ্বর হইলে দেখিবে, কোষ্টবদ্ধ আছে কি না। কোষ্টবদ্ধ থাকিলে তেলের জোলাপ দিবে। জ্বর যদি বিচ্ছেদ না হয়, তবে জ্বর-বিচ্ছেদের জন্য এই ঔষধ দিবে।

ফিবার মিকশ্চার।

লাইকার এমনিয়া এসিটেটিস্	১ তোলা (তিন ড্রাম)
স্পীট্ ইথার নাইট্রোসাই	৪৫ ফোটা (মিনিম)
নাইট্রেট অব পটাশ (সোরা)	১৫ রতি (৩০ গ্রেণ)
ক্যামপার ওয়াটার (কর্পূরের জল)	৭॥ তোলা (৩ আউন্স)

এই ঔষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। চায়ের চামচের অর্দ্ধ চামচ হইতে বয়সানুসারে এক বা ততোধিক মাত্রায় প্রতি তিন ঘন্টা বাদে খাওয়াইবে। তাহাতেও জ্বর বিচ্ছেদ না হইলে, ফিনাসিটিন নামক ঔষধের এক রতির আট ভাগ হইতে ৪ চারি ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত বা তাহার অধিক মাত্রায় (বয়সানুসারে) ঐ মিকশ্চারের সঙ্গে দিলে জ্বর নিশ্চয় বিচ্ছেদ হইবে।

কাদ। জ্বর যদি ইহাতেও বিচ্ছেদ না হয়, তবে কি করিবে?

জ্ঞা। ইহাতে বিচ্ছেদ না হইলে এবং যদি শরীরের তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, অর্থাৎ ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রি হয়, তাহা হইলে মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে এবং প্রয়োজন হইলে ছেলেটীকে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া দিলে শরীরের তাপ তৎক্ষণাৎ কমিয়া যাইবে।

কাদ। ওমা, সেকি, অতটুকু ছেলেকে জ্বর-গায়ে স্নান করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বিকার হইয়া ছেলেটী মারা যাইবে না ত?

জ্ঞা। কাদম্বিনী, তুমি জ্বরগায়ে নাওয়ানের কথা শুনিয়া কেন চমকিয়া উঠিলে? জ্বরগায়ে সাবধানে নাওয়াইতে পারিলে কোন ভয় নাই, বরং সকালে২ জ্বর আরাম হয়।

কাদ। কি প্রকার নাওয়াইতে হইবে?

জ্ঞা। প্রথমতঃ ছেলেটীকে এক খানা পিঁড়ি বা জল-চৌকির উপর শোয়াইবে। পরে একটা গামলায় করিয়া ঈষৎ উষ্ণজল (তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি তাপের) রাখিবে, ও একটা ছোট বাটীতে জল লইয়া ছেলেটীর গায়ে ঢালিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে আস্তে আস্তে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জল ঢালিতে থাকিবে। অপেক্ষাকৃত শীতল জল ক্রমে ব্যবহার করিতে থাকিবে। প্রয়োজনানুসারে, ৫ মিনিট বা ১০ মিনিট পর্য্যন্ত এই প্রকার জল ধারাণী করিয়া রোগীর গা মোছাইয়া পরিষ্কার কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পরে তাপমান যন্ত্র দ্বারা জ্বর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কত ডিগ্রি কমিয়াছে। কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে যে, স্নান করানের পরও জ্বর বেশী কমে না, হয় ত দুই কি এক ডিগ্রি কমিয়াই

ক্ষণকাল পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য জ্বর পরীক্ষা করিয়াই প্রয়োজন হইলে জ্বর বিচ্ছেদের ঔষধ দিবে।

কাদ। জ্বর বিচ্ছেদ যদি হয়, তবে কি করিব?

জ্ঞা। জ্বর বিচ্ছেদ হইলে কুইনাইন মিকশ্চার দিবে। কুইনান মিকশ্চার এই রকমে প্রস্তুত করিতে হইবে।

কুইনাইন	৫ গ্রেণ (২॥ রতি)
ডাইলিউট্ সলফুরিক এসিড	১০ মিনিম (১০ ফোঁটা)
পরিষ্কার জল	১ আউঞ্চ (২॥ তোলা)

এই ঔষধ শিশুর বয়সানুসারে অর্দ্ধ হইতে এক চামচ পর্য্যন্ত প্রতি দুই বা তিন ঘণ্টান্তর খাইতে দিবে। জ্বর বিচ্ছেদ কালেই এই ঔষধ দিবে। এক দিনে তিন বা চারবারের অধিক সচরাচর দিবে না। এই ঔষধ একবার বা দুইবার খাওয়ানের পর আবার জ্বর বৃদ্ধি হইতে দেখা যাইতে পারে। কারণ শক্ত অবিরাম জ্বর প্রায়ই ঔষধ দ্বারা বিচ্ছেদ হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। জ্বর বৃদ্ধি হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ জ্বর-বিচ্ছেদের ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কাদ। ডাইলিউট্ সালফুরিক এসিড বোধ করি ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এমন স্থান আছে, যেখানে উহা মেলে না, তখন কি করিব?

জ্ঞা। তখন শুধু কুইনাইন একটু লেবুর রসে গুলিয়া জল মিলাইয়া পূর্ব্ববৎ দিতে পার। জ্বর বিচ্ছেদের ফিবার মিশ্চারের উপকরণ না পাইলে, শুধু ফিনাসিটিন বা এণ্টিফেব্রিণ নামক ঔষধ ব্যবহার করিলে তাহাতেও বেশ জ্বর বিচ্ছেদ হয়।

কাদ। হাঁ বুঝিলাম। মা, তুমি বলিলে যে তাপমান যন্ত্র ও ডিগ্রি, সে কি?

জ্ঞা। তুমি কি দেখ নাই? ডাক্তারেরা যে থারমোমেটার দিয়া জ্বর পরীক্ষা করে, তাহাকেই তাপমান-যন্ত্র বলে।

ক্ষাদ। হাঁ দেখিয়াছি। উহা দ্বারা জ্বর কি করিয়া পরীক্ষা করে?

জ্ঞা। উহা একটী কাঁচের শলাকা মাত্র। উহার নিম্ন ভাগে পারা আছে এবং উহার মধ্যে খুব সরু আলম্ব ছিদ্র আছে। উহার যে অংশে পারা থাকে, তাহা বগলের ভিতর বা মুখের ভিতর রাখিলে শরীরের উত্তাপে ঐ পারা উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যাহার শরীরে যত উত্তাপ, ঐ পারা তত উর্দ্ধে উঠে। এখন দেখিতে পাইবে, ঐ কাঁচ শলাকাটীতে ৯৫ হইতে ১১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত লেখা আছে। আবার ঐ এক এক ভাগ পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তাহার এক এক ভাগকে দশমিক দুই বলিয়া ধরা হয়। এখন স্বাভাবিক শরীরের তাপ ৯৮-৪ এই বলিয়া ধরা হয়। ঐ তাপমান যন্ত্রের পারা যদি ৯৮ বা ৯৯ পর্য্যন্ত উঠে, তাহা হইলে জ্বর নাই, মনে করা যাইতে পারে। ইহার উপরে যত উঠিবে, তত ডিগ্রি জ্বর মনে করিবে। বুঝিলে কি না?

কাদ। আচ্ছা যদি ঐ পারা ১০২ এবং তাহার পর ছোট দুই দাগ পর্য্যন্ত দেখা যায়, তখন কত মনে করিব?

জ্ঞা। তখন ১০২.৪ একশ দুই, দশমিক চারি ডিগ্রি জ্বর হইয়াছে, মনে করিবে।

কাদ। হাঁ বুঝিলাম। থারমোমেটার বগলে কতক্ষণ রাখিব? এবং জ্বর কত ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে?

জ্ঞা। থারমোমেটার অনেক প্রকার আছে। অর্দ্ধ মিনিট

হইতে ৫ মিনিটওয়ালা থারমোমেটার আছে। তোমরা সচরাচর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত বগলে বা মুখে রাখিবে।

জ্বর ১১০ ডিগ্রি বা তাহারও উপর উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে লোক বড় বাঁচে না। সচরাচর ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১০৫ ডিগ্রির উপর পারা উঠিলে, সে জ্বর খুব ভারি বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে অত্যন্ত সাবধান ও যত্নের সহিত চিকিৎসা করিবে। এই প্রকার হইলে ডাক্তার ডাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ১০৬, ১০৭, বা ততোধিক হইলে রোগী প্রায়ই অজ্ঞান হয়।

কাদ। বুঝিলাম।

জ্ঞা। কোন কোন থারমোমেটার ব্যবহার দোষে খারাপ হইয়া যায়। তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। বগল বা মুখের মধ্যে উহা যখন থাকে, তখন পারা নিয়মিতরূপে শরীরের তাপ অনুসারে উঠে, কিন্তু যদি বগল বা মুখ হইতে সরাইয়া আনা যায়, তৎক্ষণাৎ ঐ পারা নামিয়া যায়। অজ্ঞলোকে উহা বুঝিতে না পারিয়া জ্বর নাই বলিয়া ভুল বোঝে।

কাদ। উহার কারণ কি?

জ্ঞা। উহার কারণ এই যে, তাপমান যন্ত্রের যে স্থানে পারা থাকে, তাহা এবং তাহার উপরিভাগে আলম্ব ছিদ্র মধ্যে অল্প পারা দেখা যায়। এই দুই পারার মধ্যে কতকটা স্থান শূন্য বা খালি থাকে। উহা দ্বারাই পারা উঠিলে তাহা সেই স্থানেই থাকে এবং ঝাঁকি দিয়া নামাইলে নামে, নচেৎ নহে। যে থার-মোমেটারে ঐ শূন্য স্থান নাই, তাহার পারা তাপ দ্বারা উঠে এবং

বগল হইতে সরান মাত্রই নীচে নামিয়া যায়। কেমন, কোন সন্দেহ আছে?

কাদ। হঁা বুঝিলাম। সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা কি প্রকার?

জ্ঞা। সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা খুব সহজ। জ্বরের সঙ্গে ফিবার মিকশ্চার দিবে। বিনা ঔষধ দ্বারাও এই জ্বর বিচ্ছেদ হয়। কেবল দেখিবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার আছে কি না। তাহা না থাকিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ দিবে। জ্বর বিচ্ছেদের সময় কুইনাইন দিবে। ইহা দ্বারাই জ্বর আরাম হইবে। প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি থাকিলে, প্লীহায় ও যকৃতের উপর লাল মলম অল্প মাত্রায় লাগাইবে। কিন্তু ছোট শিশুকে ইহা প্রয়োগ করিবে না, কারণ ইহা প্রয়োগ করিলে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে ও ঘা হয়।

কাদ। লাল মলম কি? তাহা কি প্রকারে প্রস্তুত হয়?

জ্ঞা। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে—

রেড আইডাইড্ অব্ মারকুরী	১৬ গ্রেঃ (৮ রতি)
মোমের মলম	১ আউঞ্চ (২॥ তোলা)

একত্র মিলাইয়া লইবে। কিন্তু তোমরা ইহা প্রস্তুত না করিয়া ডাক্তারখানা হইতে খরিদ করিয়া লইবে। বালক বালিকাদিগকে ব্যবহার করিতে হইলে মলমের এক ভাগ ও মোম ৩ ভাগ একত্র একত্র মিলাইয়া লইবে। নচেৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে, সাবধান।

কাদ। ছোট শিশুদিগকে ব্যবহার করিতে হইলে কোন্ ঔষধ ভাল?

জ্ঞা। টিংচার আইডিন নামক ঔষধ তুলি দ্বারা প্রলেপ

দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাও রোজ প্রলেপ দিলে চামড়া উঠিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে মলমের মত কষ্ট হয় না।

কাদ। আর কি ভাল?

জ্ঞা। সর্ব্বাপেক্ষা মৃদুক্রিয়াবিশিষ্ট আইডিনের মলম; ইহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কাদ। তাহার পর জ্বর সম্বন্ধে আর কি কিছু বলিবার আছে?

জ্ঞা। আছে বই কি, কিন্তু তাহা অতি বিস্তৃত। তবে শিশুদের জ্বর হইলে তড়কা বলিয়া এক বেয়ারাম হয়, তাহাই তোমাকে বিস্তারিতরূপে বলিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহা জানা না থাকিলে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

কাদ। তড়কা কি?

জ্ঞা। শিশুদের জ্বরের তাপ অধিক হইলে, ১০৩, ১০৪, বা ১০৫ ডিগ্রি হইলে শিশুটী হঠাৎ চমকিয়া চমকিয়া উঠে। তখন মনে করিবে যে, ইহার তড়কা হইতে পারে। দেখিতে ২ শিশুটী চক্ষু দুইটী কপালের ভিতর লইয়া যায়, হাত পা খিঁচিতে থাকে, এবং এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া শিশুটীর মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়।

কাদ। ওমা, তখন কি উপায় করিবে? এত বড় শক্ত বিপদ।

জ্ঞা। তখন ছেলেটীর মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটী দিবে বা জল-ধারাণী করিবে, হাত পা ঝাঁকি দিবে। ইহাতে কোন ফল না হইলে, যদি এমনিয়ার বোতল থাকে, তাহা নাকের কাছে ধরিলে তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। পরে শরীরের তাপ পরীক্ষা করিয়া ফিবার মিক্সচারের সঙ্গে ফিনাসিটিন বা এণ্টি

ফেব্রিণ দিলে জ্বর কমিয়া গেলে আর তড়কার ভয় থাকে না। যদি শরীরের উত্তাপ না কমে, তবে পূর্ব্ববৎ স্নান করাইবে। জ্বর বিচ্ছেদের ঔষধ বয়সানুসারে অর্দ্ধ গ্রেণ, এক গ্রেণ, বা দুই গ্রেণ, ব্রোমাইড অব পটাশ নামক মিশ্রিত করিয়া দিলে তড়কা হওয়ার আশঙ্কা বড় থাকে না। সর্ব্বদা নজর রাখিবে যেন শরীরের উত্তাপ খুব বেশী না চড়ে। কোন কোন ডাক্তার অল্প গরম জলের টবের মধ্যে ছেলেটীকে বসাইয়া কিছুকাল পরে গা মোছাইয়া দিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন।

কাদ। তড়কা হওয়ার কারণ কি?

জ্ঞা। তড়কা হওয়ার কারণ এই যে, জ্বরের অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইলে রক্ত অতিশয় গরম হয়। গরম রক্ত মস্তিষ্কে গিয়া স্নায়ুমণ্ডলকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনার ফলেই হাত পা খেঁচিতে থাকে, চক্ষু কপালের মধ্যে নীত হয়।

কাদ। মস্তিষ্ক কি?

জ্ঞা। মাথার খুলীর মধ্যে একপ্রকার ধূসর বর্ণ কোমল পদার্থ আছে, তাহাকে মস্তিষ্ক বলে।

কাদ। স্নায়ু কি?

জ্ঞা। যেমন মাথার খুলীর মধ্যে একপ্রকার কোমল পদার্থ থাকে, সেই প্রকার পীঠের শিরদাঁড়ার হাড়ের মধ্যেও এক-প্রকার কোমল পদার্থ আছে, তাহাকে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা কহে। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে একপ্রকার সাদা সূত্রবৎ রগ্ সকল নির্গত হইয়া সর্ব্ব শরীরে বিস্তৃত আছে। ঐ সাদা সূত্রবৎ রগ সকলকে স্নায়ু বলে।

কাদ। বুঝ্‌লাম। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সকলের কার্য্য কি?

জ্ঞা। মস্তিষ্ক দ্বারা আমরা চিন্তা করিতে পারি এবং ইহা হইতে এবং মেরুদণ্ড হইতে যে সকল স্নায়ু বহির্গত হইয়াছে, তাহা দ্বারা চলিতে, বলিতে, দৌড়াইতে পারি। এই স্নায়ু সকল দ্বারা শরীরের যাবতীয় যন্ত্র সকলের গতির কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার কোন স্নায়ু অবশ হইলে, শরীরে যে অঙ্গের বা যন্ত্রের কার্য্য ইহা দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই অঙ্গ বা যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়। বুঝলে ?

কাদ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও।

জ্ঞা। যেমন দেখ, হাত বা পা যে স্নায়ু দ্বারা চালিত হয়, সেই স্নায়ু অবশ হইলে হাত অবশ বা পা অবশ হইয়া যায়। তখন হাত পা পায়ের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারা যায় না।

কাদ। হাঁ বুঝ্লাম। তবে তড়কা হওয়ার কারণ কি ?

জ্ঞা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্বরের তাপে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সকল উত্তেজিত হইয়া ঐ প্রকার হাত পা খিঁচুনি হয়।

কাদ। হাঁ কতক বুঝিলাম।

জ্ঞা। ইহাপেক্ষা বেশী বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তুমি মাত্র এই মোটা কথাগুলি মনে রাখিও। তড়কাকে কোন কোন স্থানে জ্বর চমক্ বলে।

কাদ। মা বুঝলাম। তারপর।

জ্ঞা। তড়কা সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিয়া রাখি। শিশুর পেটে ক্রিমি থাকিলে ক্রিমির উত্তেজনার দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া তড়কা হইতে পারে। আবার শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়ও তড়কা হইয়া থাকে।

কাদ। দাঁত উঠিবার সময় তড়কা হয় কেন ?

জ্ঞা। দাঁত উঠিবার সময় কোন কোন শিশুর দাঁত-মাড়ির মাংস ভেদ করিয়া উঠিতে বড় বিলম্ব হয়, তাহাতে শিশু বড় কষ্ট পায়। এবং এই জন্য জ্বর হয় এবং সেই দাঁতের উত্তেজনা দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া তড়কা হয়।

শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় পেটে অসুখ ও আমাশয়ও কখন কখন হইতে দেখা যায়।

কাদ। দাঁতের উত্তেজনা দ্বারা এরূপ তড়কা হইলে কি করিবে?

জ্ঞা। শিশুটীর মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া মাড়ি সকল বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদি কোন স্থান উঁচু ও টল্‌টলে বোধ হয়, তখন চিকিৎসক ডাকিয়া উহা চিরিয়া দিলে জ্বর আরাম হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়কারও কোন আশঙ্কা থাকে না।

কাদ। ক্রিমি হইলে কি করিবে?

জ্ঞা। জ্বর হইলে এবং তড়কার লক্ষণ দেখিলে, ক্রিমি আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবে। ক্রিমি আছে বলিয়া জানিলে স্যাণ্টনিন্ নামক ক্রিমির ঔষধ দিবে এবং তারপর অল্প একটু ক্যাষ্টার অয়েল দিলে ক্রিমি নির্গত হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে নানা উপসর্গও আরাম হইবে। ক্রিমির কোন ইতিহাস না পাইলেও, অনেক স্থলে সন্দেহ করিয়া ক্রিমির ঔষধ দিলে ক্রিমি নির্গত হইতে দেখা যায়। দোকানে বোন্ বোন্ নামক বটিকা পাওয়া যায়, তাহাও ক্রিমির পক্ষে ভাল।

কাদ। স্যাণ্টনিন্ কি মাত্রায় দিবে?

জ্ঞা। স্যাণ্টনিনের মাত্রা পূর্ণ বয়সে ৩ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ

পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ছেলেদের সিকি, অর্দ্ধ বা এক গ্রেণ পর্য্যন্ত দিনে দুইবার দেওয়া যায়। ৪।৫ বৎসরের ছেলে পিলেকে ২ গ্রেণ এবং তাহার উর্দ্ধ বয়সে তিন গ্রেণ পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সাবধানে ছোট শিশুকে দিবে। ক্রিমির ঔষধ খালি পেটে দিলে খুব উপকার হয়। কারণ খালি পেটে দিলে ক্রিমির সঙ্গে ঔষধ মিলিয়া ক্রিমিকে ধ্বংস করে। খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে দিলে তত কম হয় না। ক্রিমির ঔষধ দিয়া পর দিন ক্যাষ্টারওয়েল দিলে সমস্ত ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

কাদ। বেশ বুঝলাম। ক্রিমি কত প্রকার ?

জ্ঞা। তিন প্রকার। কেঁচবৎ গোলাকার ক্রিমি, সূত্রবৎ ক্রিমি, এবং ফিতাবৎ ক্রিমি। কেঁচবৎ ক্রিমিই আমাদের দেশে বেশী বলিয়া তাহার কিঞ্চিৎ তোমাকে বলিলাম।

কাদ। ক্রিমি হইয়াছে বোঝা যাইবে কেমন করিয়া ?

জ্ঞা। ক্রিমি হইলে ছেলেটী মাঝে মাঝে আকার করে, পেটে বেদনা হয়, নাক চুলকায়, কিছু খেতে চায় না, ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়, পেট মোটা দেখা যায়। ইহা বাদে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্বর হইলে তড়কা প্রভৃতি নানা উপসর্গ হইতে পারে।

কাদ। হাঁ বুঝলাম। তারপর ?

জ্ঞা। তারপর জ্বর সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার নাই, মোটা-মুটী বলিয়াছি। জ্বরের সঙ্গে কাশী ও বুকে বেদনা থাকিলে, ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান ভাল। বুকের বেদনার জন্য গরম জল ও ফ্লানেলের সেক, তারপিণ তৈল মালিশ, এবং রাইয়ের পলাস্তারা দেওয়া যাইতে পারে। রাইয়ের পলাস্তারা শিশুদের

দিতে হইলে, এক ভাগ বা দুই ভাগ ময়দা মিলাইয়া দিবে এবং ৫ বা ১০ মিনিটের বেশী রাখিবে না।

কাদ। জ্বর না হইয়া যদি কাশি হয়, তখন কি করিবে?

জ্ঞা। তাহা হইলে এই ঔষধ দিবে।

ভাইনাম ইপিক্যাক	১৫ মিনিম বা ফোঁটা
স্প্রীট এমোনিয়া এরোমেটীক	২০ মিনিম
টিংচার ক্যাম্ফার কমপাউণ্ড	২০ মিনিম
ক্যাম্ফার ওয়াটার বা কর্পূরের জল	১ আউন্স ২॥ তোলা।

এই ঔষধের অর্দ্ধ বা এক চামচ বয়সানুসারে দিনে তিনবার বা প্রতি তিন বা ৪ ঘণ্টান্তর খাইতে দিবে। কর্পূরের জলের পরিবর্ত্তে যষ্ঠিমধু ভিজান জল দিলে বেশ ফল হয়।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তারপর আর কতকগুলি সাধারণ পীড়ার মোটা-মুটী দুই চারিটী ঔষধের কথা বলিয়া ক্ষান্ত দিব। এখন আমি খুজলী বা পাঁচড়ার কথা বলিব।

কাদ। বল।

জ্ঞা। ছেলে পিলের সচরাচর খুজলী হইয়া থাকে। খুজলী একটী ছোঁয়াচে রোগ। ইহা এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়। ময়লা জল দ্বারা বা অন্যান্য ময়লা দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে একপ্রকার পরাঙ্গ-পুষ্ট কীট থাকে। তাহা দ্বারাই চর্ম্মে উত্তেজনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তেজনা হইলেই লোকে খুঁজলাইতে থাকে এবং ক্রমে চর্ম্ম-ক্ষত উৎপন্ন হয়।

কাদ। পরাঙ্গ-পুষ্ট কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যে অন্যের শরীরে পালিত বা পুষ্টিলাভ করে, তাহাকে পরাঙ্গ-পুষ্ট বলে। যথা—কৃমি, খুজলীর কীটাণু, ম্যালেরিয়া জ্বরের কীটাণু ইত্যাদি।

কাদ। খুজলীর ঔষধ কি?

জ্ঞা। খুজলীর ঔষধ ডাক্তারি মতে গন্ধক-মলমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গন্ধক দ্বারা কীটাণু বিনষ্ট হইয়া গিয়া খুজলী আরাম করে।

কাদ। গন্ধকের মলম কি প্রকারে প্রস্তুত হয়?

জ্ঞা। গন্ধকের মলম প্রস্তুত করিতে হইলে

গন্ধক চূর্ণ	২॥ তোলা
মোমের মলম	২৭॥ তোলা

একত্র মিলাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হয়। মোমের মলম না পাইলে শূকরের বা ভেড়ার চরবির সঙ্গে গন্ধক মিলাইতে পারা যায়। মোমের মলম প্রস্তুত করার এক সহজ উপায় আছে।

১ ছটাক পীতমোম আর ৫ ছটাক নারিকেলের তৈল দিলে দিব্য মলম প্রস্তুত হয়।

প্রথমতঃ মোমকে আগুনের তাপে গলাইয়া তাহার সঙ্গে নারিকেলের তৈল মিশাইয়া ছাঁকিয়া একটা পাত্রে রাখিবে।

কাদ। আর কি?

জ্ঞা। খাটি সরিষার তৈল খুজলীর প্রারম্ভে ভাল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সরিষার তৈলে গন্ধকের ভাগ আছে, তাই ইহা ঐ রোগের উপকারী। মোমের মলম, বা চরবী না পাইলে কেবল সরিষার তৈলের সঙ্গে গন্ধকের গুড়া মিশাইয়া ব্যবহার করিলে খুব ভাল হয়।

কাদ। তার পর?

জ্ঞা। তার পর ঘায়ের চিকিৎসা। ঘা নানা প্রকার আছে এবং তাহার চিকিৎসাও নানা প্রকার।

১। সচরাচর ঘায়ের পক্ষে কারবলিক তৈল খুব ভাল।

কাদ। কারবলিক তৈল কি প্রকারে প্রস্তুত করে?

জ্ঞা। এক ভাগ কারবলিক এসিড এবং ১২ কি ১৬ ভাগ নারিকেল তৈল একত্র মিলাইলে দিব্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। তোমরা সচরাচর ১৬ ভাগেই প্রস্তুত করিবে। কারবলিক এসিড প্রায় সকল বেণে দোকানে পর্য্যন্ত এক্ষণে পাওয়া যায়।

ঘা বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ঐ তৈল মাখিয়া ঘায়ের উপর রাখিবে এবং অল্প তুলা উহার উপর দিয়া ব্যাণ্ডেজ বা পটি বাঁধিয়া রাখিবে। সাবধান, কারবলিক এসিড ব্যবহার করিতে হইলে দেখিবে যেন হাতে না লাগে। উহা হাতে লাগিলে হাত জ্বালা করিবে এবং ঐ স্থানে ঘা হইবে। কারবলিক এসিড ভয়ানক বিষ। উহা ঘরে রাখিতে হইলে, সাবধানে এমন স্থানে রাখিবে যেন ছোট ছেলে পিলে হাতে না পায়। তাহারা ভুল ক্রমে খাইলে মারা যাইবে এবং এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে।

কাদ। আচ্ছা বেশ বুঝিলাম। তার পর?

জ্ঞা। পচা দুর্গন্ধময় ঘায়ের পক্ষে এবং অন্যান্য দুষিত ঘায়ের পক্ষে আইডোফরম নামক পীত বর্ণের গুঁড়া ঔষধ বড় উপকারী। ইহা গুড়ারূপে বা মলমরূপে ব্যবহৃত হয়।

কাদ। তার পর?

জ্ঞা। বোরাসিক এসিড নামক সাদা গুড়া ঔষধ নানা প্রকার ঘায়ের মহৌষধ। ইহাও মলম বা চূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায়।

কাদ। আইডোফরম বা বোরাসিক এসিডের মলম কি প্রকারে প্রস্তুত করে ?

জ্ঞা। উক্ত ঔষধ ৩০ বা ৪০ রতি লইয়া ২॥০ তোলা মোমের মলমের সঙ্গে মিলাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট মলম হইবে।

ঔষধের গুড়া ঘায়ে ছড়িয়া দিয়া ঘা ড্রেস করা যায়।

কাদ। তার পর ?

জ্ঞা। কাটা ঘায়ের পক্ষেও এই সকল ঔষধ উপকারী। আইডোফরম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কাদ। তার পর ?

জ্ঞা। তার পর ফোড়ার চিকিৎসা।

ব্রণ বা বিষস্ফোটকগুলি বড় বেদনাজনক। সাবধান, কোন ব্রণের মাথা ছিড়িয়া দিবে না, দিলে বিশেষ কষ্ট হইবে। সময় সময় ব্রণের চারি পাশ অত্যন্ত ফুলিয়া রোগীকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে।

বিষফোড়াগুলিতে গরম ঘিয়ের পটি দিলে এক দিনের মধ্যে ফাটিয়া গিয়া রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করে। কিন্তু ঘিয়ের পটি সর্ব্বদা গরম ঘিয়ের দ্বারা ভিজা রাখা উচিত।

কাদ। বিষ-ফোড়া কোন্ গুলি ?

জ্ঞা। যে গুলিতে প্রথমে চামড়ায় সামান্য একটু লাল হয়, এবং অল্প বেদনা করে এবং পরে ক্রমে ক্রমে মাথা লইয়া উচু হইয়া উঠে, লাল হয় এবং কনকনে বেদনা হয়, সেই গুলিকে

বিষ্ফোড়া বলে। ইহার মধ্যে পুঁজ বড় হয় না। যখন পাকিয়া বাহির হয়, তখন সাদা একটা শাঁসের মত নির্গত হইয়া যায়।

আর যাহাতে বেদনা হয়, স্থানটী ভারি বোধ হয়, ক্রমে ফুলিতে থাকে, ঐ ফোড়ার মধ্যে অনেক পুঁজ হয়।

কাদ। ব্রণের চিকিৎসা আর কি?

জ্ঞা। ডাক্তারেরা টিংচার আইডিন, কখনও কষ্টিক লোশন দ্বারা প্রলেপ দিয়া থাকেন।

কাদ। কষ্টিক-লোশন কি প্রকারে প্রস্তুত হয়?

জ্ঞান। কষ্টিক-লোশন অনেক প্রকার আছে। ফোড়া ও ব্রণের প্রলেপ দিবার জন্য ১০ রতি বা ২০ গ্রেণ কষ্টিক ও এক আউঞ্চ (২॥ তোলা) পরিশ্রুত বা বৃষ্টির জল একত্র মিলাইয়া একটী শিশিতে রাখিবে এবং শিশির গায়ে নীল রং বা সবুজ রং কাগজ দ্বারা শিশিটী মুড়িয়া রাখিবে এবং তাহার গায়ে লিখিয়া রাখিবে যে, উহাতে কত কষ্টিক আছে। কষ্টিকও বড় বিষ, ব্যবহার করিবার সময় হাতে লাগিলে হাত কাল হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন ডাক্তারেরা সর্ব্ব প্রকার ব্রণে আটা ও তিসির পুল্টীশ ব্যবহার করিয়া বেশ ফল লাভ করেন। ফোড়া যদি বড় ও গভীর হয়, তখন না কাটিলে আরাম হওয়া কষ্ট।

কাদ। যদি উহা ফাটিয়া যায় বা কাটিয়া দিতে হয়, তাহার পর কিরূপ চিকিৎসা করিব?

জ্ঞা। তাহার পর যেমন ঘায়ের চিকিৎসার কথা বলিয়াছি, সেই প্রকার চিকিৎসা করিবে। ফোড়া হইলে যদি খুব পুঁজ পড়ে, তাহার মধ্যে পিচকারী দ্বারা ধুইয়া কারবলিক তৈলের

বাতি বা পলিতা ভিতরে দিবে, অথবা আইডোফরম যুক্ত বাতি ভিতরে দিবে।

কাদ। পরিশ্রুত জল কাহাকে বলে?

জ্ঞা। যন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া ধাম্পাকারে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহাকে পরিশ্রুত জল বলে।

কাদ। কেন অন্য জলে কি দোষ?

জ্ঞা। অন্য জলে নানাবিধ ধাতব পদার্থ মিলিত থাকে। তাহার সঙ্গে কষ্টিক মিলাইলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। বৃষ্টির জল সাবধানে ধরিতে পারিলে পরিশ্রুত জলের কার্য্য করে।

কাদ। শিশিটী সবুজ বা নীল রংয়ের কাগজ দ্বারা মুড়িয়া রাখিবার কারণ কি?

জ্ঞা। সূর্য্যের আলো শিশির মধ্যে প্রবেশ করিলে ঔষধ খারাপ হইয়া যায়। সবুজ বা নীল রংয়ের কাগজের ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না।

কাদ। বুঝলাম মা, কিন্তু এ সকল ঔষধ প্রস্তুত করা ও ব্যবহার করা বড়ই হাঙ্গাম। ইহা গৃহস্থ লোকের পক্ষে সাজে না।

জ্ঞা। হাঁ তা ঠিক। কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি অন্ততঃ কিছু মনে রাখ, তাহা হইলেই ভাল। সকলের পক্ষে যে ইহা সাজে না, আমি তাহা জানি। তবে সকল কার্য্যই যত্ন ও চেষ্টা বিনা হয় না।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তারপর দাদ। দাদে কষ্টিক লোশন, টিং আইডিন, পূর্ব্বের সেই লাল মলম ব্যবহার করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল

ঔষধ, ক্রাইছফানিক এসিড বা গোয়া পাউডার। ইহা মলম রূপে ব্যবহার বা শুধু গুঁড়া ঘসিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

কাঁদ। তারপর?

জ্ঞা। বিখাজের চিকিৎসার কথা বলিব। বিখাজ পায়ে, হাতে, মাথায় বা অন্যান্য স্থানে হইতে দেখা যায়। ঝিঙ্ক অক-সাইড নামক সাদা গুড়া উহার মহা ঔষধ। উহাও মলম রূপে বা গুঁড়া রূপে ব্যবহার হয়। তাহাতে আরাম না হইলে সামান্য আল্‌কাতরা মাখিয়া রাখিলে আরাম হইতে দেখা যায়।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তারপর ছেলের চোক্ উঠিলে কি চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহা বলি। চোক উঠিলে বোরাসিক এসিড ২ বা তিন রতি লইয়া পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিলাইয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। উহার প্রতি দুই তিন বা চারি ঘণ্টা বাদ চক্ষে ফোঁট দিলে বেশ উপকার হয়।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। চক্ষু অত্যন্ত লাল হইলে বা চক্ষের পাতা ফুলিয়া গেলে কষ্টিক-লোশন দিনে একবার ব্যবহার করিলে ফল হয়।

কাদ। সে কি, কষ্টিক যে বিষ, তাহা চক্ষে দিলে চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই কি?

জ্ঞা। কষ্টিক সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিলে কোন ভয় নাই। শিশুদের চক্ষের পক্ষে এক আউন্স জলে ২ গ্রেণ কষ্টিক গুলিয়া ফোঁট দিলে কোন ভয় নাই। কিন্তু ইহা তোমরা নিজে প্রস্তুত করিবে না। ডাক্তারখানা হইতে কিনিয়া আনিবে। কারণ আনাড়ী লোকে ভুল করিলে, চক্ষের অনিষ্ট হইতে পারে।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। চক্ষের পাতাগুলির ভিতরে যদি অত্যন্ত লাল হয়, চক্ষু হইতে পিচুটি পড়ে, অথচ চক্ষুটী দেখিতে পরিষ্কার দেখা যায়, তাহা হইলে সল্‌ফেট্ অব ঝিঙ্ক নামক ঔষধ ২ গ্রেণ লইয়া এক আউঞ্চ পরিষ্কার জলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। তাহা তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর চক্ষে ফোঁট দিলে উপকার হয়। এই অবস্থায় কষ্টিক-লোশন দিলেও খুব ফল হয়। চক্ষু চিকিৎসা করিতে হইলে চক্ষুতে যাহাতে আলো না লাগে,তাহার চেষ্টা করিবে। চক্ষুর অন্যান্য পীড়া হইলে ডাক্তার ডাকিবে। ইহার চিকিৎসা অনেক প্রকার আছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তার পর কাণ পাকার চিকিৎসার কথা বলিব। ছেলেপিলেদের কাণ পাকা একটা সাধারণ রোগ। কাণের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া বদ্ধ থাকিলে. কোন কীট ভিতরে প্রবেশ করিলে বা কাণের মধ্যে ময়লা থাকিলে বা ফোড়া হইলে কাণ পাকিয়া উঠে। প্রথমতঃ ইহা বড় যন্ত্রণাদায়ক। কাণে বেদনার জন্য শিশুটী কাঁদিলে থাকিলে গরম জলের সেঁক দিলে উপকার হয়। কাণের বাহিরে ফুলিলে আইডিন প্রলেপ দেওয়া যায়। আর কাণ হইতে পুঁজ পড়িলে গরম জল দ্বারা বেশ করিয়া পিচকারি দিয়া ধুইয়া ইয়ারড্রপ বা কর্ণ-ফোঁট্ দিবে।

কাদ। ইয়ারড্রপ কাহাকে বলে?

জ্ঞা। ইয়ার অর্থ কাণ, ড্রপ অর্থ ফোঁট্। কাণে যাহা দ্বারা ফোঁট দেওয়া যায়, তাহাকে ইয়ার ড্রপ বলে।

কাদ। উহা প্রস্তুত করার নিয়ম কি?

জ্ঞা। টিংচার অপিয়াই বা আফিংএর আরক এক ভাগে গ্লিসারিণ নামক ঔষধের চারি ভাগ মিলাইয়া শিশিতে পূরিয়া রাখিবে। তাহার তিন চারি ফোঁটা কাণের মধ্যে দিয়া কাণটী তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। এই প্রকার প্রতিদিন দুইবার করিলে সত্বর আরোগ্য হইবে।

কাণ হইতে পচা গন্ধসহ পুঁজ বাহির হইতে থাকিলে, কাণটী ধুইয়া বোরাসিক এসিডের গুড়া উহার ভিতর ফুঁদিয়া দিবে। তাহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। আবার এক ভাগ ট্যানিক এসিড ও চারি ভাগ গ্লিসারিণ একত্র মিলাইয়াও কাণে ফোঁটা দেওয়া যায়। ইহাও খুব ভাল ঔষধ।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। ছেলেপিলের মুখে বা জিহ্বার সাদা সাদা ঘা হইলে কি করিবে, তাহা বলি। শিশুটীর কোষ্টবদ্ধ আছে কিনা, তাহা দেখিবে। কোষ্টবদ্ধ থাকিলে জোলাপ দিবে। এবং একভাগ সোহাগা চূর্ণ এবং চারি ভাগ মধু একত্র মিলাইয়া জিহ্বায় প্রলেপ দিলে ঘা আরাম হইয়া যাইবে।

কাদ। তারপর?

জ্ঞা। তারপর আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন তোমাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব এবং দেখিব, তোমার সব কথা মনে আছে কি না?

কাদ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

জ্ঞা। বল দেখি, গর্ভাবস্থায় কি কি পীড়া হইতে পারে?

কাদ। প্রাতঃকাল বমন, মুখ দিয়া জলওঠা, অজীর্ণ, কোষ্ট-বদ্ধতা, মুত্রকৃচ্ছ, হিষ্টিরিয়া, শোথ প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

জ্ঞা। গর্ভের লক্ষণ গুলি বল ত?

কাদ। (১) প্রাতঃকালে বমন।

(২) স্তনের বৃদ্ধি।

(৩) পেট বড় হওয়া।

(৪) ঋতু বন্ধ হওয়া।

(৫) পেটের মধ্যে ছেলে নড়া চড়া করা।

(৬) ষ্টেথস্কোপ নামক যন্ত্র-দ্বারা ছেলের হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনিতে পাওয়া।

(৭) স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়া।

(৮) অখাদ্য খাওয়ার বাসনা।

(৯) অলসতা ও মাটিতে বা যেখানে সেখানে শোয়ার ইচ্ছা।

জ্ঞা। আচ্ছা বেশ কথা। এইরূপ মনে রাখিতে পারিলেই বড় সন্তোষের বিষয়। গর্ভাবস্থায় কি কি কারণে সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে?

কাদ। (১) গর্ভাবস্থায় নানা পীড়া হইয়া শরীরকে কাতর করে।

(২) সুপ্রসবের ব্যাঘাত হইলে বিপদ হইতে পারে। যদি ছেলেটী আকৃতিতে খুব বড় হয়, কিম্বা স্ত্রীলোকটীর বস্তি-কোটরের গঠন বক্র হইলে বা তাহার মধ্যে কোন বাধা থাকিলে বিপদ হইতে পারে।

(৩) ছেলেটী এড়োভাবে থাকিলে, জরায়ুর বাহিরে গর্ভ হইলে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইতে পারে।

(৪) জরায়ুর মুখ না খুলিলে এবং আনাড়ি ধাইয়ের দ্বারা অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে।

(৫) প্রসবান্তে রক্তস্রাব হইয়া বা ফুল আটকিয়া বিপদ হইতে পারে।

জ্ঞা। ঘন ঘন গর্ভস্রাব হইলে, মৃত সন্তান প্রসব হইলে এবং জীবিত সন্তানের গুহ্যদ্বারে এবং নাকের মধ্যে ঘা থাকিলে বা ছেলেটী কৃশ হইলে, কি কারণে এই সকল হয় মনে করিবে?

কা। ঐ সকল ঘটনা হইলেই মনে করিব যে, সন্তানের পিতা বা মাতা কোন গুরুতর ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত আছেন। তাহার মধ্যে উপদংশই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে কি করিবে?

কা। গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিব।

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় কোষ্টবদ্ধ থাকিলে কি করিবে?

কাদ। গর্ভাবস্থায় কোষ্টবদ্ধ থাকিলে মৃদু জোলাপ দিব। উগ্র জোলাপ দিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। রেড়ীর তৈল, সাবানের জল বা গ্লিসারিনের পিচকারী দিলে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হয়।

জ্ঞা। গর্ভাবস্থায় কুইনাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে কি?

কাদ। পারে। গর্ভাবস্থায় অল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিলে কখনও কখনও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, এরূপ শুনা যায়।

জ্ঞা। সন্তানের নাড়ী কাটার নিয়ম কি?

কাদ। সন্তান ভূমিষ্ট হইলেই নাড়ী কাটিতে হইবে। নাভি হইতে ২॥ বা তিন ইঞ্চ দূরে একটা বাঁধ দিব এবং তাহার

অল্প উপরে আর একটী বাঁধ দিব। এই দুই বাঁধের মধ্যে নাড়ী কাটিয়া ছেলেটীকে স্নান করাইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিব।

জ্ঞা। শিশুর বাহে হইলে কি করিবে?

কাদ। ক্যাষ্টার অয়েল দিব। তাহাতে বাহে না হইলে পানের বোঁটা দ্বারা বাহে করাইতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞা। কচি ছেলের প্রস্রাব না হইলে কি করিবে?

কাদ। প্রস্রাব না হইলে তলপেটে এবং প্রস্রাবের দ্বারের চতুপার্শ্বে গরম জলের সেক দিব। তাহাতেও না হইলে, সরু ও কোমল শলাকা আস্তে আস্তে প্রস্রাব দ্বারে প্রবেশ করাইলে প্রস্রাব হয়। ইহাতে প্রায়ই ডাক্তারের দরকার হয়।

জ্ঞা। ছেলেটীর আমাশয়ের পীড়ার লক্ষণ দেখিলে কি করিবে?

কাদ। আমাশয়ের লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ অল্প একটু দুধের সঙ্গে আধ বা এক ছটাক ক্যাষ্টার অয়েল খাওয়াইয়া দিলে আমাশয় পীড়া প্রায় আরাম হইয়া যায়।

জ্ঞা। শিশুদের ভারি জ্বর হইলে আশঙ্কা কি? কোন্ সময় বেশী ভয়?

কাদ। শিশুদের ভারি জ্বর হইলে তড়কা বা জ্বর চমক লাগার ভয় থাকে। ইহা দাঁত উঠিবার সময়ই হওয়ার বেশী সম্ভাবনা।

জ্ঞা। আর কি কারণে তড়কা হওয়ার সম্ভাবনা?

কাদ। ছেলের পেটে ক্রিমি থাকিলে তড়কা হইতে পারে।

জ্ঞা। থার্মোমেটার কাহাকে বলে? স্বাভাবিক শরীরের তাপ কত?

কাদ। জ্বর পরীক্ষা করিবার তাপমান যন্ত্রকে থারমোমেটার বলে। স্বাভাবিক শরীরের তাপ ৯৮.৪।

জ্ঞা। তাপমান যন্ত্রের কত ডিগ্রি জ্বর হইলে আশঙ্কার কারণ থাকে?

কাদ। ১০৫ ডিগ্রি বা তাহার উপর হইলেই ভয়ের কারণ হয়।

জ্ঞা। এত ভারি জ্বর হইলে কি করিবে?

কাদ। জ্বর বিচ্ছেদের ঔষধ দিব এবং মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি সর্ব্বদা রাখিব। তাহাতে জ্বর না কমিলে শিশুকে স্নান করাইলে নিশ্চয়ই জ্বর কমিবে।

জ্ঞা। খুজলীর কোন্ ঔষধ ভাল?

কাদ। গন্ধকের মলম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

জ্ঞা। ঘায়ের পক্ষে কি ভাল?

কাদ। ঘায়ের পক্ষে কারবলিক তৈল, আইডোফরম ও বোরাসিক এসিড ভাল।

জ্ঞা। বিষফোট বা ব্রণে কি ভাল?

কাদ। গরম ঘিয়ের পটি খুব ভাল। পুল্টিশ, টিং আইও-ডিন ও কষ্টিক-লোশনের প্রলেপ ভাল।

জ্ঞা। চক্ষু উঠিলে কি ঔষধ ভাল?

কাদ। বোরাসিক-লোশন ও জিঙ্ক-লোশন ভাল। চক্ষু অত্যন্ত লাল হইলে ও ফুলিলে মৃদু কষ্টিক-লোশন ভাল।

জ্ঞা। শিশুর পেট ফাঁপিলে কি ভাল? পেটে অম্বল হইলে কোন ঔষধ ভাল?

কাদ। পেট ফাঁপিলে মহুরির জল বা জোয়ানের আরোকের জল ভাল। পেটে অম্বল হইলে চূণের জল ভাল।

জ্ঞা। পেটে অসুখ হইলে কি ভাল?

কাদ। সুগন্ধি খটিকাচূর্ণ ভাল।

জ্ঞা। বিখাজে কি ভাল?

কাদ। জিঙ্কের মলম খুব ভাল।

জ্ঞা। সকল কথাই বেশ মনে রেখেছ, আমার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সফল হইল।

কাদ। মা, তুমি চিকিৎসার যত কথা বলিলে, সে সমস্তই ডাক্তারি কথা, যেখানে ডাক্তার নাই বা ডাক্তারি ঔষধ মেলে না, সেখানে তোমার চিকিৎসা প্রণালীতে কোন ফল হইবে না।

জ্ঞা। কাদম্বিনী, ঠিক বলেছ, কিন্তু যাহার যত টুকু জ্ঞান, সে তত টুকুই শিক্ষা দিতে পারে। তাহার বেশী পারে না। আমি ছোট বেলা হইতেই ডাক্তারি চিকিৎসা দেখিয়া আসিতেছি, এবং কর্ত্তার সঙ্গে তাহাই শিক্ষা করিয়াছি। সেই জন্ম ডাক্তারি কথা যাহা যাহা জানি, তাহাই বলিলাম। দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী আমি না বলিলেও, প্রায় গ্রামে যে সকল প্রাচীনা স্ত্রী-লোক আছেন, তাঁহারা টোটকা ঔষধ অনেক জানেন। যেখানে নিতান্ত ডাক্তারি ঔষধ পাওয়া যায় না, তথায় দেশী চিকিৎসাই অবলম্বনীয়। আমার ইহাও উদ্দেশ্য নহে যে, দেশী চিকিৎসা মোটেই করিবে না। দেশী চিকিৎসা যার যাহা জানা আছে, তাহার উপর অতিরিক্ত ডাক্তারি কথাগুলি জানা থাকায়, উপ-কার ভিন্ন অপকার নাই। এই সকল জানা থাকিলে দেশী চিকিৎসায় যে স্থানে কোন ফল না হইবে,তথায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহাতে ভুল ভ্রান্তিও থাকিতে পারে এবং কোন কোন ব্যক্তির মতের সঙ্গেও অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু কোন মতই জগতে সর্ব্ববাদীসম্মত হয় না। যাহা হউক, আজ হইতে আমি ক্ষান্ত দিলাম। আশা করি,তোমরা আমার উপদেশ মত কার্য্য করিবে এবং মনে বাসনা করি, আমার সন্তান-শিক্ষার ফল ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে।